

## সূচীপত্র

অধ্যায় ১: ইসলামী আকীদা একটি রাজনৈতিক আকীদা

১. ‘লা ইলাহা ইলালাহ’ এর অর্থ

২. রাসূললাহ (সাঃ)-কে প্রেরণের উদ্দেশ্য

অধ্যায় ২: ইসলামই একমাত্র সঠিক ব্যবস্থা

১. আল-কুরআন মানুষের পথ প্রদর্শক

২. ইসলাম সমাজের জন্য একমাত্র সঠিক ব্যবস্থা

৩. ইসলাম এসেছে সকল যুগের জন্য

অধ্যায় ৩: খিলাফত প্রতিষ্ঠা সরবরাহের জরুরী বিষয়

১. সমাজে ইসলাম বাস্তবায়নের পক্ষিতি হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা

২. খিলাফত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা ওয়াজিব

৩. খিলাফত প্রতিষ্ঠা করা এখন সবচেয়ে জরুরী বিষয়

অধ্যায় ৪: ইসলামে রাজনীতি একটি আবশ্যিক বিষয়

১. সমাজ পরিবর্তনের দায়িত্ব

২. রাজনীতি হচ্ছে ইসলামের একটি আবশ্যিক বিষয়

৩. ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য রাজনৈতিক দলের সাথে জড়িত থাকা বাধাতাত্ত্বিক

৪. সঠিক ইসলামী দল বা আঙ্গোলান-এর ধরণ

অধ্যায় ৫: খিলাফত প্রতিষ্ঠার পক্ষিতি

১. সমাজ পরিবর্তনের পক্ষিতি

২. খিলাফত প্রতিষ্ঠায় রাসূললাহ (সাঃ) এর পক্ষিতি

৩. জন্মত পরিবর্তন এবং গণআঙ্গোলান সৃষ্টির প্রয়োজন

৪. সামাজ্যবাদী শাস্তির বিষয়কে সংঘাতের অপরিহার্যতা

অধ্যায় ৬: ইসলাম প্রতিষ্ঠার আপোলনকৰীর গুণাবলী

১. ইসলামের দাওয়াত বহনকৰীর গুণাবলী

২. ইসলামের দাওয়াত বহনকৰীর দৈনন্দিন কার্যাবলী

৩. খিলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য আগ-তিভঙ্গ ও সংহ্যাম

৪. ইসলামের দাওয়াত বহনকৰীর প্রকার

০৫

০৫

০৯

১২

১২

১৪

১৬

১৮

২০

২২

২৪

২৬

২৮

৩০

৩২

৩৩

৩৫

৩৭

৩৯

৪১

৪৩

৪৫

৪৭

৪৯

৫১

৫৩

৫৫

৫৭

## অধ্যায় ১ – ইসলামী আকীদা একটি রাজনৈতিক আকীদা

### ১. ‘লা ইলাহা ইলালাহ’ এর অর্থ

ইসলামের আকীদা ‘লা ইলাহা ইলালাহ’ ইসলামী জীবনাদর্শের মূল ভিত্তি। বর্তমান সমাজে এই আকীদা চিন্তা-ভাবনা না করে উভয়বিশ্বাস সূত্রে পাওয়া কিছু বিশ্বাস হিসেবে গৃহীত হচ্ছে। কিন্তু ইসলামের প্রাথমিক অনুসরীরা অর্থাৎ রাসূললাহ (সাঃ) এর সাহায়ীরা (রা.) তাঁদের চিন্তাকে ব্যবহার করে ‘লা ইলাহা ইলালাহ’ এর সত্ত্বা বুবাতে পেরোছিলেন। তাঁরা (রা.) ইসলামকে দুবো শুনে নিয়েছিলেন বলেই তাঁরা এর দায়িত্ব সহনে বলিষ্ঠ ছিলেন এবং ইসলামকে পৃথিবীতে একটি বিজয়ী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে পেরোছিলেন। আজ যদি আমরা মুসলমানদের পুর্ণাঙ্গরূপ চাই তাহলে আমাদের মাঝে ‘লা ইলাহা ইলালাহ’ এর বাস্তব উপরাক্ষি তৈরী করতে হবে।

‘লা ইলাহা ইলালাহ’ এরা সত্ত্বকার মাঝে বুবাতে হলে আমাদের দুটো জিনিস বুবাতে হবে। প্রথমত: আলাহ ব অঙ্গিতের বাদিস্বীতেক প্রমাণ এবং গুরুত্ব: ইলাহ শব্দের মাঝে। | প্রথমতি অর্থাৎ আলাহ ব অঙ্গিতের বাদিস্বীতেক প্রমাণ খুব সহজ কোনো যে কোন মানবই একটু চিন্তা করলেই আলাহ ব অঙ্গিতের সত্ত্বা উপলক্ষি করতে পারবে। এজন দরবার ফেবল বাদিস্ব একটু দ্বাৰহুৰ। আলাহ ব অঙ্গিত প্রমাণে বিপুল বেজনিক গবেষণা কিংবা গভীর দার্শনিক তত্ত্বালোচনার প্রয়োজন নেই।

আমাদের চার পাশের জগত দেখল: মানুষ, জীবজগ্ত, চাঁদ, সূর্য, পাহাড়-এসব বিহুকে পৰ্যবেক্ষণ করলে একটা জিনিস স্পষ্টতই বুবো যায় যে এরা প্রত্যেকে দৈর্ঘ্য-প্রস্থ, আকার, জীবনকাল ইত্যাদি লালা দিক থেকে সীমাবদ্ধ এবং লাগাভাবেই পরিনির্ভরশীল। | এই সীমাবদ্ধ দুর্বল সত্ত্বদের অঙ্গিতে আগতে পারেনা, অথচ বাস্তবে এরা অঙ্গিতে রয়েছে। | অতএব, অবশ্যই একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন যিনি এদের সবাইকে অঙ্গিতে প্রণেছেন; তিনিই আলাহ (সুবহানাহ ওয়া তালাহ), একক এবং সর্বশক্তিমান সত্ত্বা, যিনি অঙ্গিতীন অবস্থা থেকে সকল কিছুকে সৃষ্টি করেছেন। | আলাহ (সুবহানাহ ওয়া তালাহ) বলেন,

“আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, দিবা-রাতির আবর্তনে অবশ্যই চিত্তশীলদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।” | সুরা আলি-ইবরান : ১৯০]

‘ইলাহ’ বলতে বোবায় এমন কিছু বা এমন কেউ যার কাছে মানুষ নিজেকে সমর্পন করে এবং যার অনুসরণ করে। | যেমন: আলাহ (সুবহানাহ ওয়া তালাহ), বলেন,

“আপানি কি তাকে দেখেছেন যে নিজের প্রবৃত্তিকে নিজের ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে।”

[সুরা আল ফুরক্কান : ৪৩]

এখানে তাদের কথা বলা হচ্ছে যারা তাদের খেয়ালখুনির অনুসরণে জীবনযাপন করে, এজনাই প্রবৃত্তিকে তাদের ইলাহ বলা হচ্ছে।

এই ড্রো আলাহ (সুবহন্ন ওয়া তা'আলা) ফেরাউন তার লোকদের কাছে নিজের ব্যাপারে কী দাবী করতো সে সম্পর্কে বলেন,

“ফেরাউন বললো: ‘হে পারিষদবর্গ! আমি ইলাহ তোমদের অন্য কোন ইলাহ আছে বলে আমার জানা নেই।’” [সূরা কুস্তাস : ৩৮]

এর কারণ হচ্ছে এসব সাধু ও ধর্মাভিকর্য তাদের জন্য বিধান তৈরী করতো এবং কোনটি

ইহুদী এবং খ্রীস্টনদের ব্যাপারে আলাহ (সুবহন্ন ওয়া তা'আলা),

“তারা আলাহ'র পরিবর্তে তাদের ধর্মাভিক ও সাধুদেরকে নিজেদের প্রভু বানিয়ে

নিয়েছে।” [সূরা তাভাবা : ০১]

এর কারণ হচ্ছে এসব সাধু ও ধর্মাভিকর্য তাদের জন্য বিধান তৈরী করতো এবং কোনটি বৈধ, কোনটি অবৈধ তা নির্ধারণ করতো, আর তারাও তা মেনে নিতো।

এ সকল আয়ত থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, আলাহ'কে একমাত্র ইলাহ' হিসেবে এহান করা মানে কেবল মূর্ত্তিশীল ত্যাগ করা নয় এ জাতিয় আরো সকল ইলাহ'কে বর্জন করা। – অতএব, যদি আমরা ‘লা ইলাহ ইলালাহ’ উচ্চারণ করি আর আলাহ'র উদ্দেশ্যে কিছু ইবাদত-বদ্দেগী করি, কিন্তু অন্যদিকে আমাদের ব্যবহাৰ ক্ষেত্ৰে নিজেদের প্ৰবৃত্তিৰ প্রেৰণাকৰ অনুসৰণ কৰি তাৰে এৰ মানে হচ্ছে ইবাদতৰ ক্ষেত্ৰে আমরা ইলাহ হিসেবে নিয়েছি আলাহকে কিন্তু ব্যাপক ক্ষেত্ৰে ইলাহ হ হিসেবে নিয়েছি আমাদের প্ৰবৃত্তিকে। যদি আমরা ব্যবহাৰ কোৱা রাখি কিন্তু এমন শাসকদের আনুগত্য ও অনুসৰণ কৰি যারা ফেরাউন মতো নিজেদের খোয়াল-খুনি দিয়ে আমাদেৰ পৰিবালনা কৰে তাহলে আমরা বোৱাৰ ক্ষেত্ৰে আলাহ'কে ইলাহ মানিছি কিন্তু শাসকদেকৰ্বে ইলাহ মানিছি প্ৰি শাসকবৰ্গকে। এভাৰেই, যদি আমরা শামায়, বোৱা আৰ ধাক্কাতৰ ব্যাপারে আলাহ'কে মানি আৰ একইসাথে এ রাজনৈতিকবিদেশেও মানি যাবা আমাদেৰ জন্য নিজেদেৰ ইচ্ছেমতো আইন-কানুন তৈৰী কৰে তাৰ মানে দাঁড়ায়, আমৰা ধৰ্ম ও আধাৰীক ব্যাপারে আলাহ'কে ইলাহ মানিলৈ রাজনৈতিক বিষয়ে ইলাহ মানিছি আমাদেৰ রাজনৈতিকবিদেশৰকে। অতএব বোৱা গোৱা হৈ যে, ইলাহ শৰ্মেৰ মানে আমেৰ ব্যপক এবং আলাহ'কে একমাত্র ইলাহ মানৰ অৰ্থ এই ব্যাপক আপেক্ষী তাকে মান।

অতএব, একজন যুশ্লিম আলাহ'কে নিজেৰ ইলাহ হিসেবে বিশ্বে কৰাস কৰলে তাকে তাৰ জীবনেৰ সকল ক্ষেত্ৰে অৰ্থাৎ: ধৰ্মীয়, পারিষে, রাজনৈতিক সব ব্যাপারে আলাহ'কেই কেৱল মানতে হবে। কাজেই, ‘লা ইলাহ ইলালাহ’ এৰ উপৰ আকীদা বা বিশ্বাস – যা কিনা ইসলামেৰ মূলত্বতি – তা একই সাথে একটি আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক আকীদা।

এই আকীদা দাবী কৰে একমাত্র মহান আলাহ তা'আলাই সকল ইবাদতৰ উপযুক্ত এবং কেবল তাৰ সামান্য প্রকাশ কৰা হবে সকল প্রকাৰ বিনয় ও বৰ্ণতা। তিনিই একমা সৃষ্টিকৰ্তা, বিধান দাতা, ফায়সালাকৰী, যথান যা ইছু তা কৰাৰ ক্ষমতাৰ অধিকাৰী, হৈদায়েতদাতা, বিশ্বিক দাতা, জীবন দাতা, যত্ন দাতা এবং সাহায্যকৰী। তিনিই একমা অস্ত্বা যাৰ হাতে সকল বাজুত, ক্ষমতা এবং তিনিই যাবতীয় বিষয়ে সৰ্বয় ক্ষমতাৰ অধিকাৰী।

“তিনিই আলাহ, তিনি ইছু কোন উপাস নেই, তিনিই রাজ, তিনিই পৰিব, তিনিই শান্তি, তিনিই নিৰাপত্তি-বিধাৰক, তিনিই রক্ষক, তিনিই পৰাক্ৰমণী, তিনিই প্ৰবল, তিনিই অহংকাৰেৰ অধিকাৰী; তাৰা যাকে শৰীক কৰে আলাহ তা হতে পৰিব, মহান।”

[সূরা হাশেল : ২৭]

“সৃষ্টি কৰা এবং আদেশ দান তাৰ জন্যই (সংৰক্ষিত)।” [সূরা আ'রাফ : ৫৪]

‘কৃতৃতো শুণুয়ায় আলাহ’।” [আল আন'আম: ৫৭]

ইসলামী আকীদা জীবনেৰ সব বিষয়েই চিন্তা ও বিদ্য-বিধান নিয়ে এসেছে। এটা এমন আকীদা, যা থেকে ব্যাপক ব্যবস্থাৰ উভয় দাট, যে ব্যবস্থা মানুষৰ আৰমাজ-আখলাক ইছু ও বাজনৈন্তিক, অৰ্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক তথা জীবনেৰ সকল ক্ষেত্ৰে উত্তো প্ৰয়োজন ও সম্প্ৰযোগলোৰ সমাধান দিয়ে থাকে। ইসলামৰ এই আকীদা বাস্তু, সংবিধান, সমষ্ট আইন-কানুন এবং তাৰ স্বৰূপ বিশ্বিয়ৰাম ও বুল ভিত্তি, যা এই আকীদা ধোকে উত্সাৰিত হয়। এমনি ভাবে এই আকীদা ইসলামেৰ সমষ্ট চিত্ৰ, আহকাম এবং ধ্যান-ধৰনারও বুনিয়াদ। মৌকটিক্য, এটা মানুষৰে বাস্তুৰ বিশ্বয়াদি সমাধান কৰাৰ আকীদা। এই আকীদা সম্বাৰ ও রাষ্ট্ৰীয়ৰ সাথে সম্পৰ্কিত বিশ্বয় এটি রাজনৈতিক আকীদা ও বাটি। এজনই এই আকীদা ইসলামেৰ দাওয়াতকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেয়া, এৰ হেফায়ত কৰা, একে রাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিষ্ঠা কৰা, রাষ্ট্ৰৰ পক্ষ হেকে এৰ পৃষ্ঠপোকতা কৰা, একে ব্যাধ্যতাবাবে বাস্তবায়ণ কৰা, অব্যাহত রাখা এবং সৰবাকনেৰ পক্ষ হেকে তা বাস্তবায়ণেৰ ক্ষেত্ৰে অবাহেলা দেখা দিলৈ তাৰ প্ৰতিকাৰেৰ ব্যবস্থা কৰা ইত্যাদিৰ বাস্তবায়ণ দাবী কৰে। অতএব, ইসলামৰ রাজনৈতিক আকীদা হচ্ছে পৰিপূৰ্ণ ও ব্যাপক যা জীবনেৰ সকল ক্ষেত্ৰেই বেষ্টন কৰে। আলাহ (সুবহন্ন ওয়া তা'আলা) বলেন,

“আমি আপনাৰ প্ৰতি এমন কিতাৰ নথিল কৰেছি যা প্ৰতেক বিষয়েৰ সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা।”

[সূরা নাহিল : ৮৯]

এসব কিছু থেকেই এটা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, ইসলামৰ এই মূল কালেমাটি একইসাথে আধ্যাত্মিক এবং রাজনৈতিক। একদিকে এটা আলাহ'ৰ সাথে মানুষৰে সম্পৰ্কেৰ কৰাবে৳ দেয়। এবং ইসলাম অহংকাৰেৰ মাধ্যমে মানুষকে জাহানতে যাবাব পথ দেখাব। আৰ আনন্দিকে

একই সাথে আলাহু হাড়া আর সব নেটু-কত্তুর বিশেষকে বিদ্যোহ ঘোষণা করে, যেখানের মতো শাসকদের উৎখানের টাক দেয়। এই কালেনা অত্যাচারী, খেলাধূলী, জাদেম শাসকদের বিবরণে বাজনাতিক সংগ্রাম ঢালিয়ে তাদেরকে উৎখানের মাধ্যমে শাসন বিবেচ্য আলাহুর একক কত্তু তথা ‘লা ইলাহ ইলালাহ’র সামরিক আর্থে বাস্তবায়ন দাঢ়ী করে।

ইসলাম প্রিয়ীতে এসেছে এই সত্যটি প্রতিষ্ঠিত করতে যে বাক্সাত ইবাদত, সামাজিক ব্যবস্থাপনা এবং বাস্তুর বিষয়ালি সমষ্টি ব্যাপারে আর সব বিদ্যোহ করবে। রাসূলুল্লাহ আলাহুকেই (সুবহনাহু ওয়া তালাহ) একমাত্র ইলাহু’ বলে মানতে হবে এবং তাঁর কাছে পৌঁছেক আসা জীবন ব্যবস্থা ইসলামের মাধ্যমেই সব কিছু পরিচালনা করবে। রাসূলুল্লাহ আলাহুকেই কালেমার অর্থ বুঝতে পেরেছিল বলেই এটিকে তাদের কত্তুর কাছে দেখেছিল এবং সর্বাঙ্গিক দিয়ে এই কালেছিলেন – “আমার এক হাতে চন্দ্র এনে দিলেও এর প্রাচার বৃক্ষ হবে না” / “আমু তালিমের মৃত্যুশয়য় আবু জেহেলসহ সমষ্ট কুরাইশ প্রেতুর্বন তার কাছে এসে ঝুঁপাইল সাথে শেষ আলোচ-রফা করার তাঁকে চাইলে রাসূলুল্লাহ (সাঁ) তাদের বলেন, “তোমরা আমাকে একটা মাত্র কথা দাও, যার ফলে তোমরা আরব জাহানের অধিকার্তা হয়ে যাবে এবং অন্নের বিশ্ব তামাদের বর্গতা হবেন কেবল আরব জাহানের তখন দশটা কথা দিতে রাজী।” তিনি বলাগেন : “তা হলে তোমরা বল, ‘লা ইলাহ ইলালাহ’ / তিনি (আলাহু হাড়া আর যাদের উপর উপসন্ন তোমরা করো তাদের সরাইকে পরিত্যাগ করো।” এই বলে চুক্ল গোলা দে, “তে মুহাম্মদ (সাঁ)! তুমি সব ইলাহুকে এক ইলাহেই পর্যবেক্ষিত করতে চাও।” কেবলনা কান্ধের নেতৃত্বে বুকাতে পেরেছিলো যে এই বাস্তুর কচে নিজেদের সমর্পণ করলে তাদের বর্তমান কত্তু আর থাকবে না বরং সব বিশ্ব ইসলামের কত্তু পরিবর্তিত হবে। আর তাদের প্রতি রাসূলুল্লাহ (সাঁ) এবং এই আলোচনা মাধ্যমে এটি ও স্পষ্ট যে এই কালেমার ফুঁটা লাক্ষ হচ্ছে আরব অন্নের তথা সমষ্ট বিশেষ উপর ইসলামের কত্তু প্রতিষ্ঠা। উৎকালীন বিভিন্ন বাজারবর্গের প্রতি তাঁর পথেও কালেমার এই আলোচনের মৰ্মাদ সম্পর্ক। আবিসিনিয়াল বাজা নাজানিল কাছে তিনি (সাঁ) লিখেছেন, “আমি আপনাকে সেই একক অধিবৈতি উপসেৱ দিকে আহ্বান করছি। আপনি আমার অনুগত স্বীকৃত করুন। আমি আপনাকে এবং আপনার বাহিনীসমূহকে মহান আলাহঁর দিকে আহ্বান করছি।” কোম্প সম্মানের কাছে তিনি লিখেন, “আমি আপনাকে ইসলামের দাওয়াত দিছি। ইসলাম এহে করে নিন, নিরাপত্তা লাভ করবেন।” পারস্য সম্রাটকেও অনুরূপ প্রতি লিখেন। শাসক মুকাতিসকে লিখেন, “আমি তোমাকে আলাহঁর এককতে বিশাসের দাওয়াজ, আর যদি তুমি তা দিছি। যদি তুমি স্বীকৃত করে নাও, তবে এ হবে তোমার সৌভাগ্য, আর যদি তুমি তা প্রত্যাখ্যান কর তবে এ হবে তোমার দুর্ভাগ্য।” বাহরাইলের শাসক মুনিফরকে লিখেন,

আছে আলাহু তা তোমারই হাতে হেড়ে দেবেন। / জেনে বেখে, আচিরেই আমার দীন তুঁ-ভাগের সেই প্রাত্ন অবধি পৌঁছেবে যতদূর হোড়া ও উট পৌঁছাতে পারে।” সিরিয়ার বাদশাহকে লিখেন “আমি আপনাকে লা ইলাহ আলাহুর প্রতি আহ্বান জানাইছি। আপনি যদি সৈনান আনেন, তবে আপনার রাজ্যাধিকারে লিখেন, “যদি তোমরা আহ্বানের উপর প্রিষ্ঠাস স্থাপন করবে ইসলামের কত্তু ক্ষেত্রে মেলে দেয়ার জোরালো আহ্বান জানিয়েছিলেন।

আজ আবার রাসূলুল্লাম উম্মাহকে পুনর্জীবন করতে হলে আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ (সাঁ) এর উদ্দেশ্যে অনুসরণ করে ‘লা ইলাহ ইলালাহ’কে আমাদের জীবনের ভিত্তি বানানো এবং এই কালেমার তিতিতেই শাসন ও কত্তু প্রতিষ্ঠা করার জন্য সংগ্রাম শুরু করতে হবে। এই সংগ্রাম অবশ্যই হবে যে শুরু থেকে নামিয়ে জগতের সামনে লাঞ্ছি-ত-অপদ্ধি করবে, তাদেরকে সম্মানের আসন থেকে নামিয়ে জগতের সামনে লাঞ্ছি-ত-অপদ্ধি করবে, জনগণকে উত্তুদ করবে এই প্রতিবাদী হাত ও আঙুলের সংখ্যা এমনভাবে বায়ুতে হেঠো খাল কর্তৃপক্ষের গলার চৰপাণে ঢেঁকে বসে তাদের ধ্বাসকর্তা করার অভিযান চালিয়ে যাবার ক্ষেত্রে আমাদেরকে খাল কর্তৃপক্ষের পক্ষ হতে স্ফুর্ধা, দারিদ্র্য, কারাবাস, নির্যাতন ইত্যাদির জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে এবং সেই সাথে প্রস্তুত থাকতে হবে আমাদের সংয়ুক্ত প্রচেষ্টা, সম্পদ এমনকি জীবনকে উৎসর্গ করার জন্য।

## ২. রাসূলুল্লাহ (সাঁ) কে প্রেরণের উদ্দেশ্য

লা ইলাহ ইলালাহ’ এর উপর বিশ্ব ইসলামের অসম্পূর্ণ থেকে যাবে যদি না এর সাথে রাসূলুল্লাহ-অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সাঁ) আলাহুর বস্তু। এটি যোগ করা না হয়। কেবলনা তাঁর মাধ্যমেই ‘লা ইলাহ ইলালাহ’ এর বালী আমাদের কাছে এসে পৌছেছে। একজন রাসূলমানকে অবশ্যই হয়ত মুহাম্মদ (সাঁ) এর স্লেষ্টতম ও সর্বশেষ নদী হওয়ার উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে এবং তাঁর নবৃত্যাত তথা তাঁকে প্রেরণ করার উদ্দেশ্য। পরিকল্পনার ভাবে বুবাতে হবে।

একটি সুনির্দিষ্ট বিশ্ব দিয়ে আলাহু (সুবহনাহু ওয়া তালালা) তাঁর বাস্তু (সাঁ) কে মানব জাতির কাছে পাঠিয়েছেন, আর তা হলো আলাহুর প্রেরিত জীবন ব্যবস্থা – ইসলামকে পথিবীতে মানবের মাত্রিক্ষয়ত আর সব বাস্তিল জীবন যাবত্ত্বার উপর অধিষ্ঠিত করতে, তাদের শক্তিকে খর্চ করতে ও ইসলামকে একমাত্র বিজয়ী দীন হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে। |

বাসুলুল্লাহ (সাঁ) এ উপর আলাহুর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত এষ্ট আল-কুর’আন তাঁর নিষ্ঠাকে নিয়ে আবার অস্থৰ্থায় পক্ষ থেকে নাযিলকৃত এষ্ট আল-কুর’আন তাঁর বলে দিয়ে:

“নিচয়ই আমরা তোমাকে পাঠিয়েছি সত্ত্বসংবলিত এষ্ট দিয়ে যাতে করে আলাহ্ তোমাকে যা দেখিয়েছেন তা দিয়ে তুমি মানবজাতিকে শাশন করতে পারো।” [সূরা নিশা : ১০৫]

এবং

“তিনিই আলাহ্ যিনি তাঁর রাসূলকে পাঠিয়েছেন হোদায়েত ও সত্য দ্বীন (জীবন ব্যবস্থা) সহ যাতে করে তা আর সব দ্বীন (জীবন ব্যবস্থা) এর উপর বিজয় লাভ করতে পারে যদিও মৃশ্বিক্বরা তা অপহৃত করে।” [সূরা তাওয়া : ৩৩]

ইবান উমর (বা.) হতে বলিত হাদিসে রাসূলগাহ (সাঃ) বলেন, “আমি (আলাহ্র পক্ষ থেকে) আদিষ্ট হয়েছি মেন মানুষের সাথে যদি করতে থাকি যতক্ষণ না তরা ‘আলাহ্ ছাড়ু আর কেন ইলাহ নেই’ এবং আমি মুহাম্মদ (সাঃ) আলাহ্’র রাসূল” – একথার স্বীকৃতি দেয় এবং নামাজ করেন তার থাকাত আদায় করে। অতএব, যদি তারা তা করে তবে তাদের জীবন ও সম্পদ আমার কাছ থেকে নিয়াপদ, তবে যেটা আলাহ্’র আইন (অর্থাৎ শারী’আহ লঙ্ঘনে প্রাপ্য শাস্তি) তা যাতীত। আর তাদের হিসাব নিকাশ আলাহ্’র কাছে।” (বুখারী)

মানবজাতির প্রতি রাসূলগাহ (সাঃ) এর বৃহত্তর আহ্বান ছিল এই যে, তরা যেন আলাহ্’র সার্বভৌমত্ব কোন প্রকার শৰীরক না করে আর পুরোপুরি আলাহ্’র কর্তৃত্বকে দেন নেয়। এর অর্থ হচ্ছে সম্পূর্ণ মানবজাতি তাঁকে স্বীকার করে নিতে এবং তাঁর অন্তিম জীবন ব্যবস্থা ইসলামকে দেন নিতে বাধ্য। রাসূলগাহ (সাঃ) বলেন,

“সেই সত্ত্বার কসম, যাঁর হাতে (আমি) যুবান্ধ রাসূলগাহ (সাঃ)-এর জীবন। বর্তমান মানব গোষ্ঠীর কেন ইহন্তী বা নাসরা আমার আবির্ভাবের সংবাদ শোনার পর যে কীন নিয়ে আমি প্রেরিত হয়েছি তার প্রতি স্ফীন না এনে মৃত্যুবরণ করলে সে নিষিদ্ধ জাহানামীদের অঙ্গুষ্ঠে হবে।” (মুসলিম)

অর্থাৎ, তাঁর আগমনের পর থেকে শুরু করে সব যুগের সমস্ত মানবজাতির জন্মই তাঁকে একমাত্র পদ্ধতিমূলক হিসেবে এহাত এবং ইসলামের মাধ্যমে পৃথিবীতে মানবজাতির সকল কর্মকাণ্ড পরিচলনা কর্বা আলাহ্’র পক্ষ থেকে মানবজাতির প্রতি একটি বাধ্যতামূলক বিষয়। কেমনা, রাসূল এই উল্লেখ্যেই প্রেরণ করা হয় যেন তাঁর প্রদর্শিত পথে আলাহ্’র পূর্ণ আনুগত্য করা হয়। তাই যাঙ্গি, সমাজ ও রাষ্ট্র জীবনের প্রতিটি ব্যাপারে রাসূলগাহ (সাঃ) এর নির্দেশিত পথেই চলতে হবে। আলাহ্ (সুবহানহু ওয়া তাঁ’আলা) বলেন,

“আমি রাসূল এ জন্যই প্রেরণ করেছি যে, আলাহ্’র নির্দেশ অনুসারে তাঁর আনুগত্য করা হবে।” [সূরা নিশা : ৬৪]

“আলাহ্ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোন মু’নিন পূর্ণ কিংবা মু’নিন নারীর মে বিষয়ে তিনি শিক্ষান্ত প্রহরের কোন আধিকার থাকবে না।” [সূরা আল আহ্মাব : ৩৬]

রাসূল (সাঃ) কে প্রেরণের উল্লেখ্য গুরুত্ব এটা নয় যে, কিন্তু মানুষ তাদের বাক্তি জীবনের কিন্তু দ্যাপারে তাঁকে মেনে চলার বর্বৎ উল্লেখ্য এটাই যে, সমস্ত পৃথিবীর উপর ইসলামকে একমাত্র বিজয়ী ও কর্তৃত্বীল ব্যবস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা যাতে আর সব ব্যবস্থার অঙ্গত্বে না থাকে অথবা সেগুলো থাকে ইসলামী জীবনব্যবস্থার অধীনে লাঞ্ছিত অবস্থার। এটাই ছিল রাসূলগাহ (সাঃ) এর নবৃত্যাতী শিশু। তাঁর সমস্ত জীবনব্যাপী কর্তৃর পরিশৈলে সংশ্রামের মাধ্যে দিয়ে এই শিশুরের পূর্ণতাই ছিলো তাঁর লক্ষ্য। তাঁর পরিত্র সীরাতের দিকে তাকালেই আমরা দেখবে তিনি কেবলমাত্র হেদায়েত তথা ইসলামের দিকে মাঝুরকে আহ্বানের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকেন। বরং মানুষায় একটি শাক্তিশালী ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ত্রৈ অংশগুলো এবং ঢুল্দিনের সব কামের মুশারিক শক্তি ও জীবনব্যবস্থাকে পূর্ণস্ত করে ইসলামকে তথনব্য পৃথিবীতে একমাত্র বিজয়ী। ও ফওতালী জীবনব্যবস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট হিসেবে ছিলেন যা চালু বেখেছিলেন তাঁর উত্তরসূরী খুলাফারে রাখেন্দিনও।

## অধ্যায় ২ – ইসলামী একমাত্র সর্থিক ব্যবস্থা

### ১. আল-কুর'আন মানুষের পথ প্রদর্শক

মানুষের কাছে প্রতিটি বিষয়ে আলাহ'র আদেশ সম্পর্ক একটি পূর্ণসং জীবনব্যবস্থা থাকা অত্যবশ্যক যাই মাধ্যমে তারা জীবনের সব বিষয়ে আলাহ'র পথ-নির্দেশনাগুলো জানতে পারবে। আলাহ'র কাছ থেকে আগত এই পূর্ণসং জীবনব্যবস্থাটির লিপিবদ্ধ রূপই হচ্ছে আলাহ'র কিতাব আল-কুর'আন। আলাহ' (সুবহানহু ওয়া তা'আলা) বলেন,

“এ এহু (আল-কুর'আন) পরামর্শমণ্ডলী, প্রজাময় আলাহ'র নিকট হতে অবর্তীণ।”

[সূরা আহকাফ : ২]

“কুর'আন মানবজাতির জন্য সুস্পষ্ট প্রমাণ।” [সূরা জাসিয়া : ২০]

আল-কুর'আন যে আলাহ'র নিকট হতে আগত প্রাপ্ত তার প্রমাণ আল-কুর'আন নিজেই। কেননা যাদের কাছে আল-কুর'আন লাভী হয়েছে তাদের তারা হিল আরবী, আর যে যুগে এটা নাহিল হয়েছিল তা ছিল আরবী ভাষার চরম উৎকর্ষের যুগ। খ্যাতনামা কবি তৃসূরায় নিরক্ষর ন্যৌ মুহাম্মাদুর রাসূলগুলাহ (সাঃ) এর কাছে আল-কুর'আন লাভী হয়ে আরববাসীর প্রতি সুস্পষ্ট চ্যালেঞ্জ ছুটে দিলো এই বলে যে,

“যদি আমার দার্শনের মিহামদ (সাঃ)। প্রাপ্তি যা অবর্তীণ করেছি তাতে তোমাদের কেন সান্দেহ থাকে তোমরা এর অনুরূপ কোন সূরা আনয়ন করো।” [সূরা বাকুরা : ২৩]

এবং

“তারা কি বলে যে, সে [মুহাম্মদ (সাঃ)]। এটি বচন করেছে? বল, তোমরা যদি সত্যবালী হও তবে তোমরা এর অনুরূপ দশটি সূরা আনয়ন কর এবং আলাহ' ব্যতীত অপর যাকে পারো আক্রান করো। যদি তারা তোমাদের আঙুরূপ সাড়া না দেয় তবে জেনে রাখ, এ

(কুর'আন) আলাহ'রই নিকট হতে অবর্তীণ।” [সূরা হুদ : ১৩-১৪]

এবং

“বল, যদি এ কুর'আনের অনুরূপ কুর'আন আনয়নের জন্য মানুষ ও জীন সম্বেত হয় ও তারা পরম্পরকে সাহায্য করে তবুও তারা অনুরূপ কুর'আন আনয়ন করতে পারবে না।”

[সূরা বুলী ইসরাইল : ১৮]

আল-কুর'আনের এসব উপর্যুক্তি চালেঙ্গের পরও শেষেও আরবী কবি সাহিত্যবর্তী একবিত্ত হয়েও এর অনুরূপ একটি আয়াতও রচনা করতে সক্ষম হয়নি যা প্রমাণ করে

দিয়েছে যে এ কুর'আন কেন আরববের প্রতিভা থেকে উপ্তুত কেন একটি নয় বরং এ হচ্ছে মহাপ্রজনন আলাহ'র (সুবহানহু ওয়া তা'আলা) প্রেরিত এহু। আর এদিক দিয়েও আল-কুর'আন একটি মুঝিয়া বা আলোকিক এহু যে, এটি কেবল তাক লাগিয়ে দেখা উচ্চতম নিখনের একটি অস্থিতিবীৰী আরবী সাহিত্য মাত্র নয় বরং বাস্তু জীবনের একটি পূর্ণসং বিধান সম্পর্ক এহু যার সমকক্ষতা কোন যুগেই কাজে পাকে সম্ভব হয়নি।

পূর্ববৰ্তী মানুষের জীবনব্যবস্থা, তাদের ব্যাঙ্গিত চাহিদা ও আরোজন, তাদের সমাজব্যবস্থা, বাস্তুব্যবস্থা এবং সংস্কৃতার অগ্রগতি ও বিকাশের সাথে উপ্তুত সকল আরোজন ও সমস্যার সুস্পষ্ট সমাধান দেয় আল-কুর'আন। মানবজীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট বৈশ্বিক বিষয় ও আল-কুর'আন বাদ দেয়নি। প্রতিটি বিষয়েই আল-কুর'আন প্রত্যক্ষ আদেশ। জীবনে দিয়েছে অথবা এই বিষয়ের আলাহ'র আদেশ বের করে নেয়ার প্রায়োজনীয় দিক-নির্দেশনা দিয়ে দিয়েছে। আলাহ' (সুবহানহু ওয়া তা'আলা) বলেন,

“এ কুর'আন সর্বশেষ পঞ্চনির্দেশ করে।” [সূরা বুলী ইসরাইল : ৯]

“আমি আপনার প্রতি এমন কিভাব নাথিল করেছি যা প্রত্যেক বিষয়ের সুস্পষ্ট বাখ্য।” [সূরা নাহল : ৮৯]

আল-কুর'আন শুধু একটি সর্বশেষ এই হওয়ার তত্ত্বিকতার মাধ্যেই তার মুজিয়াকে সীমাবদ্ধ রাখেনি। বরং বাস্তবে এটি সত্যকরণভাবেই এতে বর্ণিত জীবনব্যবস্থার বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি পুরোপুরি অস্বাকারাঙ্গন সমাজকে আলোকিত করেছিল। এমনকি তাদেরকে পৃথিবীর শেষেও জাতি ও মানবজীতির শিখনকে পরিণত করেছিল; দুর্বল ও ইন অবস্থা থেকে তুলে ধৈন তাদেরকে পৃথিবীর শেষেও আসন্ন বসিয়েছিল। যে আরব জাতি ক্ষুণ্ণ আবিলের পূর্বে সব ধরনের অত্যাচার, অশাচর, বংশচর, ও গোরীয় হানাহালিতে লিপ্ত হয়ে আইয়ানে জাহেলিয়াত যুগ পার করেছিল তারাই আল-কুর'আনের স্পর্শে এবং এতে প্রদর্শিত সমাজব্যবস্থা বাস্তবায়ন করে প্রেরিত সভ্যতার ধারক হয়ে গোলো। এ সভ্যতা পূর্বতঃ মৌলিক ন্যায়ের সাথে নেতৃত্ব দিয়ে গেছে। এটি ছিল আল-কুর'আনের বাস্তব এবং ব্যবহারিক এক মুজিয়া, ইতিহাস সুস্পষ্টিকরণে যার সাক্ষী। আলাহ' (সুবহানহু ওয়া তা'আলা) বলেন,

“আলিফ লাম রা। এ কিভাব, এটি আমি তোমার প্রতি অবর্তীণ করেছি যাতে তুমি মানব জাতিকে তাদের রবের নির্দেশকে অঙ্গকাৰ থেকে আলোৱা দিকে বেৰ কৰে আলাতে পারো; তাঁৰ পথে, যিনি পুরাক্রমশালী, প্রংসার্ত।” [সূরা ইসরাইল : ১]

আজকের মুসলিমদের বাস্তবতার দিকে তাবালে আবারো এক অদ্বিতীয়ান্তর্মুখ অবস্থায় তারা পরম্পরকে সাহায্য করে তবুও তারা অনুরূপ কুর'আন আনয়ন করতে পারবে না। কৰায় আজ তাদের সমাজ চালছে তাদের চৰম ষষ্ঠ কাফেরদের কাছ থেকে আসা জীবনব্যবস্থা দিয়ে। এর ফলে একদিকে তারা পৃথিবীতে হারিয়েছে জুনুন ও লাঙ্ঘনার শিকার। এর একটিমাত্র কারণ হচ্ছে তারা নিজ সমাজে হচ্ছে জুনুন ও লাঙ্ঘনার শিকার। এর একটিমাত্র কারণ হচ্ছে তারা

পরিবীরতে তাদের সমস্ত কর্মসূল পরিচালনার ফ্রেন্টে আল-কুর'আনকে একমাত্র পথ-নির্দেশনা ও জীবনব্যবস্থা হিসেবে না নিয়ে মাত্র অঙ্গ কিছু বিষয়ে এর ব্যবহারকে সংকুচিত করেছে আর বাবী সব ক্ষেত্রে চলছে অন্যসব জীবনব্যবস্থার বাস্তবায়ন। আল-হ (সুবহনাহুওয়া তাঁ'আলা) এর বিষয়কে কঠোরভাবে সতর্ক করেছেন এই বলে যে,

“তবে কি তোমরা কিভাবে কিছু অংশ বিশাস কর এবং কিছু অংশ প্রত্যাখ্যান কর? অতএব, তোমারের মধ্যে যারা একৃপ করে তাদের একবার প্রতিক্রিয়া জীবনে লাঞ্ছন আর কিয়ামতের দিন এরা কঠিন শাস্তির দিকে নিষিক্ষণ হবে।”

[সূরা বাকারা : ৮৫]

## ২. ইসলাম সমাজের জন্য একমাত্র সঠিক ব্যবস্থা

যে কোন সমাজেই মানুষের সামগ্রিক কাজকর্মগুলো সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য কোন একটি নিয়ম বা ব্যবস্থা থাকে। যেমন, তাদের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য কীভাবে হবে, সমাজে সম্পদের বর্তন কী প্রক্রিয়া হবে, কোন কোন কাজের অপরাধ বলে গণ্য করা হবে এবং তার কী শাস্তি হবে ইত্যাদি। একটি সামরিকভাবে উন্নত সমাজ তৈরি করতে হলে এমন একটি ব্যবস্থা দিয়ে সমাজ পরিচালনা করতে হবে যা সবদিক দিয়ে সঠিক ও পূর্ণ। মানুষের সমাজের জন্য এই ব্যবস্থাটাই হবে সবচেয়ে উপরের যথেষ্ট আঙ্গ সম্পর্কে সঠিক ও বৰ্দ্ধিমানভিক ধারণা দেয় এবং মানবজাতির সহজা বৈশিষ্ট্যের সাথে পূর্ণপুরি খাপ খায়। যে ব্যবস্থা আল-হ র আঙ্গটুকে অধীক্ষা করে এবং যে ব্যবস্থার নিয়ম-কানুনগুলো মানুষের সহজাত চাহিদাগুলোকে অধীক্ষা করে অথবা একটি চাহিদাকে অনেক পুরণ্তৃ দিতে পিয়ে অন্য চাহিদাকে ক্ষতিক্রিয় করে একপ কোন ব্যবস্থা মানুষের দৃঢ়-দুর্ঘাটি কেবল বাড়াবে। ইসলামই হচ্ছে একমাত্র জীবন ব্যবস্থা যেটা একদিকে মানুষের স্ফুরণ সম্পর্কে সঠিক ও বৰ্দ্ধিমানভক ধারণা দেয় এবং অপরদিকে স্থান কাছ থেকে আগত একটি জীবন ব্যবস্থা দেয় যা মানব প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ইসলাম বিদ্যবৃত্তিক প্রমাণের সাথেই এই সত্যটি উপস্থাপন করবেছে যে আল-হ (সুবহনাহুওয়া তাঁ'আলা) হচ্ছেন সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা যিনি অঙ্গত্বীন অবস্থা হতে সবকিছুকে সৃষ্টি করেছেন। যেহেতু আল-হ (সুবহনাহুওয়া তাঁ'আলা) হচ্ছেন মানবজাতির প্রষ্ঠা তাই কেবল তাঁর পক্ষেই যথাপৰ্যাপ্তভাবে মানব জাতির সব ধরণের প্রয়োজন ও সবিধাগুলো জন্য সঙ্গে এবং সঙ্গে এর সমাধানে একটি ভারসম্যপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা প্রদান করা। ইসলাম যেহেতু এসেছে আল-হ'র (সুবহনাহুওয়া তাঁ'আলা) কাছ থেকে তাই একমাত্র এটিই মানুষের সমাজের জন্য একমাত্র সঠিক ব্যবস্থা। ইসলাম মানুষের সবগুলো সৌলিক ও সহজাত চাহিদাকে স্বীকার করে নেয় এবং এমন একটি সৃষ্টিজীবন ব্যবস্থা দেয় যা সমাজে পূর্ণ ভারসম্য বজায় রেখে প্রত্যেককে শিঙ চাহিদা প্ররোচন করে। ফলশ্রুতিতে, একদিকে ব্যাঙ্গের চাহিদা ও পূর্ণ হয় আবার সমাজে ও জিজ চাহিদা পরিপূর্ণ শাস্তি বিবাজ করে।

আল-হ (সুবহনাহুওয়া তাঁ'আলা) বলেন,

“আমি আপনার প্রতি এমন কিতাব লাখিল করেছি যা প্রত্যেক বিষয়ের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা।”

[সূরা নাহিল : ৮৫]

সামাজিকভাবে পৃথিবীতে মানুষের জীবনযাত্রা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সব বিধি-বিধানই ইসলাম বলে দেখ।

আল-হ (সুবহনাহুওয়া তাঁ'আলা) বলেন,

“আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বিনকে পরিপূর্ণ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অন্ধ্রহকে সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য ধীন হিসেবে মনেন্তিক করলাম।” [সূরা আল মায়দ : ৩]

ইসলামের বিধানগুলো ব্যক্তিগত জীবন থেকে পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, বাস্তুর ও আঙ্গটুক বিষয় পর্যন্ত পরিবার্তা। এসবের প্রতিটি ফেরেই ইসলাম একদিকে যোবন পর্ণীক ও ভারসম্যপূর্ণ নিয়ম কাশুল বলে দেয় অপরদিকে যুগ-সমস্যার কারণে উন্নত প্রতিটি নতুন বিষয় কিভাবে বের করতে হবে সে বাপুরেও পূর্ণ দিক নির্দেশনা দেয়। একজন মানুষ তার ব্যক্তিগত জীবনে লাখজের জন্য কীভাবে পরিবে হবে, পরিবারিক জীবনে বাবিদের সাথে তার সম্পর্ক কী হবে, তাদের প্রতি তার দায়িত্ব কী হবে, তার সম্পদগুলো কীভাবে বন্দি হবে, সামাজিক জীবনে তার চলাফেরা কী রকম হবে, নারী-পুরুষ সম্পর্কের নিয়ম কি হবে, বিয়ে-শাদির নিয়ম কি হবে, উপার্জনের বৈধ উপায় কেনাগুলো আর কোন পথগুলো আবশ্যিক হবে, অর্থনৈতিক জীবনে কোন কেন্দ্রে অনুরোধনাবাগ এবং কোনগুলো নয়, রাজনৈতিক জীবনে শাস্তিরে জুলন্তের ফেরে জুলন্তের দায়িত্ব কী, কোন কোন বিষয়গুলো পাওয়া তাদের মৌলিক অধিকার, বাস্তুর জীবনে কোন ব্যবস্থা দিয়ে বাস্তি পরিচালিত হবে, কীভাবে শাস্ক নিয়েগ হবে, রাষ্ট্রীয় আয়ের উৎস কী হবে, জনগণের মাঝে এর ব্যটন কীভাবে হবে, কেউ চুরি বা দূর্ভাট করলে তার শাস্তি কী হবে, শিক্ষণীতি, বিদ্যার ব্যবস্থা, পরিবার্ত্তনীতি, সমরনীতি ইত্যাদি কি হবে এসব কিছুরই র্যাচিনাটি বিবরণ রয়েছে ইসলামে এবং এভাবেই তা পালনে মুসলমানরা সামাজিকভাবে বাধা। যেমন “সালাত কার্যে কর” একটি ইবাদতের আদেশ দিচ্ছে; “আল-হ ব্যবসাকে হালাল ও সুদকে হারাম করেছেন” অর্থনৈতিক সম্পর্কিত আদেশ দিচ্ছে “পূরুষ বা নারী যে কেউ চুরি করলে হাত কেটে দাও” অপরাধের শাস্তি বলে দিচ্ছে; “বাস করার জন্য একটি ধর, আরও রক্ষার জন্য একটুকু কাপড় আর খাওয়ার জন্য এক টুকরা রংটি এবং এককৃত পানি; এগুলোর মধ্যে জৰুরী কোন অধিকার আদম সত্তানের থাকতে পারে না।” (তিরমিয়ী) জুগাগকে তাদের মৌলিক অধিকার শিখায়; “তিনটি বিহুরে সকল মুসলমান সমাজভাবে শারিক- আঙ্গেন, পানি ও চারলঞ্চু” (হাদিস)-গান্মালিকানাধিন সম্পদকে সুনির্দিষ্ট করে দেয় ইত্যাদি।

এভাবে ইসলাম প্রযোজনের জীবনের সকল বিষয়কে বেষ্টন করে একটি পূর্ণ ও অর্থসম্পূর্ণ ব্যবস্থা দেয়। মানবজীবির জন্য ইসলামই একমাত্র বিশ্বের আদর্শ। তাহতু ইসলাম হচ্ছে এমন এক বিশ্বজীবন মতাদর্শ যা মানব প্রকৃতির সাথে পুরণের উপর বলে দেখনা, বরং এঙ্গলোকে এমন ভাবে বিলক্ষ করে যাতে এঙ্গলো হয় পরম্পর তারসম্পর্ণ। অর্থাৎ ইসলাম মানবকে প্রযোজন চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বীকীর্তন অবশ্যিক ও ছেড়ে দেয়না, আবার পরোপরি দর্শনেও রাখেনা এক প্রযুক্তিগত চাহিদাকে অপর প্রযুক্তিগত চাহিদার উপর চাপিয়েও দেখনা। এটি এমন এক পরিপূর্ণ ব্যবস্থা, যা মানব জীবনের সকল বিষয়কে সুসংগঠিত করেন দেয়। তাই একমাত্র ইসলামই মানবকে সত্যিকার মানবহের মর্যাদা দিয়ে তার সকল সমস্যার সমাধান দিতে সক্ষম।

### ৩. ইসলাম এসেছে সকল যুগের জন্য

ইসলামের প্রয়োগ কোন যুগ বিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে পারে না, বরং ইসলাম সকল যুগেই মানবস্বর জন্য সার্থিক ও পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা। এটি এজন যে, ইসলাম চাহিদাঙ্গলোকে সুনির্যাপ্তি করার জন্য এসেছে আর এই চাহিদাঙ্গলো কেন যুগের মাঝে সীমাবদ্ধ নয়।

মানবের দিকে তাকাণ্ডে আমরা দেখব যে তার সুনির্দিষ্ট কিছু মানবীয় চাহিদা রয়েছে যেহেতু তার পৃথিবীতে তার বেঁচে থাকা ও জীবন-যাপন প্রক্রিয়া নির্ভর করে। এই চাহিদাঙ্গলো পূরণের উপায়-উপকরণ সঞ্চয় ও এদের অন্মোচনার পিছনে সে নিরঙর চেষ্ট চালাইয়ে যাব যাতে করে এসব চাহিদা পূরণের উপায় সহজ হোকে সহজাত হয়। আদিম মানুষ তার উপায়-উপকরণগুলোকে চিন্তা-অবনার মাধ্যমে ক্রম ধার্য উণ্ডত করতে আজকের এই উন্নত প্রযুক্তিসম্পন্ন অবস্থার অসম্ভব যেখানে রয়েছে উন্নত বোঝাবেগ ব্যবস্থা, চিকিৎসা ব্যবস্থা, খাদ্য-বস্ত্র বাসস্থানের উন্নততর সংস্থান, বিনোদনের নানা উপকরণ, বস্ত্র-জগত সম্পর্কে আরো ব্যাপক জ্ঞান ইত্যাদি। এসবই হয়েছে একটি মাত্র কারণে; তা হলো মানবীয় চাহিদা ও প্রয়োজন সব যুগে সব মাধ্যেই ছিলো। এসব চাহিদার ব্যাপারে তাদের মাঝে কোন মৌলিক পার্থক্য নেই পাওয়া যাবেন। পার্থক্য কেবল এই যে, বিভিন্ন যুগে মানবের এই চাহিদা পূরণের উপায়-উপকরণগুলো বিভিন্ন ছিলো যা একটি উপকরণগত পার্থক্য মাত্র। কাজেই সহজাত চাহিদাঙ্গলোর ব্যাপারে প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত মানুষ একই অবস্থায় রয়েছে।

ইসলাম পৃথিবীতে এসেছে মানবের সব ধরণের জৈবিক চাহিদাকে সর্বোচ্চ সার্থিক উপায়ে সুশৃঙ্খল করার জন্য। ইসলাম যে বিশ্ব-বিধান আছে তার প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে সমাজে মানবের জৈবিক-চাহিদা পূরণের পক্ষাত্মকভাবে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ কর্য যাতে করে এর ফলে সামাজিকভাবে সমাজে কোন বিশ্বজ্ঞলা তৈরী না হয়। ইসলাম এসব চাহিদা

পূরণের বৈধ পদ্ধতিকে সুনির্দিষ্ট করেছে, উপকরণকে নয়। যুগের কারণে যে উপকরণ গত পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে তাতে ইসলামের বিশ্ব-বিধান প্রয়োগে কোনই বাধা সৃষ্টি হয় না। ইসলাম কোথাও বলেনি যে একক্ষণ থাকে আরেক হালে যেতে হলে উত্তর পিষ্ট করে যেতে হবে, তাই এক হাল থেকে অন্য হালে যাবার জন্য গাঢ়ী, ছীনার, উড়োজাহজ যাই ব্যবহার করা হোক না কেন সবই একই ব্যাপার।

আলাহ (সুবহানাহ ওয়া তা�'আলা) বলেন,

“আজ আমি তোমাদের জন্য তৈরি কীর্তনকে পরিপূর্ণ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অপরিবর্তিত ধাককে। একইভাবে সেগুলোকে সুনির্যাপ্তভাবে পরিচালনার জন্য একটি ব্যবস্থাও লাগবে সবসময়ই। গোহেতু ইসলাম আলাহ্ তা'আলার কাছ থেকে আসা একটি ব্যবস্থা তাই কেবল এটিই পার্যবেক উপকরণ নির্বিশেষে সব যুগে মানববেক এবং চাহিদা থেকে উৎপন্ন সামাজিক সমস্যাগুলোকে সবচেয়ে কার্যকরভাবে পরিচালনা করতে। ইসলাম তাই সব যুগের জন্য এবং সকল সময়ের জন্য।”

“এবং তোমর রবের বাচি সত্যতা ও ইন্দসাধের নিক দিয়ে পরিপূর্ণ হয়েছে, তাঁর বালী পরিবর্তনকারী কেউই নেই, তিনি সর্ববিজু লোকেন ও জানেন।”  
[সুরা আল আলাম : ১২৫]

“এবং তোমর রবের বাচি সত্যতা ও ইন্দসাধের নিক দিয়ে পরিপূর্ণ হয়েছে, তাঁর

## অধ্যায় ৩ – খিলাফত প্রতিটা সবচেয়ে জরুরী বিষয়

### ১. সমাজে ইসলাম বাস্তবান্বেনের পক্ষতি হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিটা

যেহেতু ইসলাম হচ্ছে রাষ্ট্র, সমাজ ও জীবনের জন্য একটি সামাজিক মতাদর্শ তাই রাষ্ট্র ও শাসন কর্তৃ শাসন পরিচালনা এর অবিচ্ছেদ্য অংশ, কেননা শাসন ব্যবস্থা হাড় কেন সমাজই টিকে থাকতে পারে না। ইসলাম মুসলিমানদের আদেশ করে বেন তারা একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে যা পরিচালিত হবে ইসলামী আইন-কানুন দিয়ে। শাসন ব্যবস্থা ও শাসন কর্তৃ নিয়ে আল-কুর’আন অনেক অবিচ্ছেদ্য হয়েছে যাতে মুসলিমানদেরকে আদেশ করা হয়েছে তারা যেন আলাহুর নামিল কৃত বিধি বিধান দিয়েই কেবল শাসন পরিচালনা করে।

আলাহু তাঁ আলা বলেন,

“আর আপনি আল্লাহু যা অবতীর্ণ করেছেন তা দিয়ে তাদের মাঝে ফায়সালা করুণ এবং আপনার কাছে যে সত্য এসেছে, তা হেতু তাদের প্রতিভির অনুসরণ করবেন না।”  
আপনার নিকট আল্লাহুর প্রেরিত কেন বিধান থেকে আপনাকে বিহুত  
করতে না পারে।” [সুরা আল মাযিদা : ৪১]

“আলাহু যা নামিল করেছেন তদন্ত্যাগী যারা বিচার ফায়সালা করে না, তারাই তো কাহের।” [সুরা আল মাযিদা : ৪৪]

“আলাহু যা নামিল করেছেন তদন্ত্যাগী যারা বিচার ফায়সালা করে না, তারাই তো কাহের।” [সুরা আল মাযিদা : ৪৭]

এবং “আলাহু যা নামিল করেছেন তদন্ত্যাগী যারা বিচার ফায়সালা করে না, তারাই তো কাহের।” [সুরা আল মাযিদা : ৪৯]

তিনি (সুবাহান্ত ওয়া তাঁআলা) আরো বলেন,

“কিন্তু না, তোমার প্রভুর শপথ! তারা ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারবেনা, যতক্ষণ তাদের বিদায়-বিশাদের বিচার-ভার তোমার (মুহাম্মদ (সা)) উপর ন্যস্ত না করে।”

[সুরা নিসা : ৬৫]

“হে মুমিনগণ! যদি তোমরা আলাহু ও পরিকালে বিধান কর তাহলে তোমরা আন্দোলন কর আলাহুর, আন্দোলন কর রাসূলের এবং তাদের, যারা তোমাদের মধ্যে কঢ়ুমী; (আর) যদি কোন বিষয়ের তোমরা বিবাদে লিঙ্গ তবে তা উপস্থাপন কর আলাহু ও রাসূলের নিকট।” [সুরা নিসা: ৫৯]

উপরোক্ত আয়াতগুলোর পাশাপাশি আরো অনেক আয়াতেই শাসন ব্যবস্থা ও শাসন কর্তৃ পক্ষ সম্পর্কিত আদেশ রয়েছে। এছাড়াও, আরো অনেক অবসরে আবাসে বাসের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়াদির বিষয় দিক নির্দেশনা পাই। এরকম শত শত আয়াতের মাধ্যমে এবং এর পাশাপাশি আরো অসংখ্য হাদিসের মাধ্যমে আমরা জনসাধারণ, সেনবাহিনী, অপরাধ, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ে আইনগত দিক নির্দেশনা পাই। এসব কিছুই নামিল হয়েছে এসব দিয়ে শাসন করার জন্য; এর বিধানগুলো বাস্তবায়ন এবং তা প্রতিপালিত হবার জন্য। সত্য হচ্ছে এই যে, এসবই স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা:) এর সময়ে এবং তাঁর পরবর্তী খ্লাফায়ে রাখেন্দী ও রাস্তিম শাসনব্যবস্থের মাধ্যমে বাস্তবে অনুসরণ করা হতো এবং সমাজ ও রাষ্ট্রে বাস্তবায়িত হিলো। এটা সুস্পষ্টভাবেই প্রমাণ করে যে, ইসলাম হচ্ছে এমন একটি ব্যবস্থা যা শাসন কর্তৃ ও বাস্তু পরিচালনার মাধ্যমে পুরো উম্মাহ, সমাজ ও রাজনৈতিক আলোচনা, এটাও প্রমাণ করে যে, ইসলামী ব্যবস্থা ছাড়া অন্য কোন ব্যবস্থা দিয়ে বাস্তবায়ন করার জন্য কোন পরিচালনার অনুমতি নেই। ইসলাম এর স্বরূপে জীবনক পারে না যদি না তা একটি বাস্তবায়িত রাষ্ট্রব্যবস্থার আকারে না থাকে। ইসলাম হচ্ছে একটি সামাজিক জীবনব্যবস্থা এবং একটি মতাদর্শ আর শাসন ব্যবস্থা হচ্ছে এর একটি অত্যবৃক্ষিকীর্ণ অংশ। ইসলাম প্রতিতি বিষয়ে বাস্তবায়নের ফেরেই একটি সুস্পষ্ট পর্যায় করে দিয়েছে, আর জনসাধারণের মাঝে ইসলামের বিধানসমূহ প্রয়োগের ফেরে ইসলাম বির্ধায়িত একমাত্র বৈধ পদ্ধতি হচ্ছে রাষ্ট্রব্যবস্থার মাধ্যমে তা করা। ইসলাম তার পূর্ণপ নিয়ে প্রকাশিত হতে পারে না যদি তার হাতে একটি রাষ্ট্রব্যবস্থা না থাকে যা জীবনের সকল ফেরে ইসলামকে বাস্তবায়িত করে।

প্রত্যক্ষে, রাষ্ট্র ছাড়া সমাজে যে কোন ব্যবস্থার প্রয়োগাতি বর্তমানে যে ব্যবস্থাগুলো বাস্তবায়িত আছে যথা: পুঁজিবাদ ও সমাজতত্ত্ব, তা রাষ্ট্রীয়তাবেই বাস্তবায়িত হচ্ছে এবং রাষ্ট্রীয় উদ্দেশ্যেই প্রসার লাভ করছে। সাম্রাজ্যবাদী কানুনের শান্তিগুলোতে রাষ্ট্রব্যবস্থাকে ব্যবহার করেই মুসলিম ভূমিগুলো দখল করছে কিংবা মুসলিম ভূমিগুলোতে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক কর্তৃত চালিয়ে যাচ্ছে। এ অবস্থায় তাদেরকে উৎখাত করতে হলে ইসলামের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত আরেকটি সংগঠিত রাষ্ট্র ব্যবস্থার মাধ্যমেই কেবল তা সম্ভব। একটি শান্তিগুলোতে কানুনের রাষ্ট্রগুলোর সব ধরণের হস্তক্ষেপ বর্জন কর্তৃতে। তাহত শুধু মুসলিম ভূমিগুলোতে প্রতিরোধ রাষ্ট্র বাস্তুর আভ্যন্তরীণ সমস্ত বিষয়কে ইসলামী ব্যবস্থা অনুযায়ী পরিচালনার জন্য ইসলামী রাষ্ট্র অত্যবৃক্ষিক। উদাহরণস্বরূপ: ইসলামী মূলনীতি অনুযায়ী জনগণের সম্মত দেশন - তেজ, গ্রাস, কর্মসূল এসবকে ব্যক্তি বা কোম্পানী মালিকানায় নেয়া যাবে না, অথবা পুঁজিবাদী রাষ্ট্র এসবকে ব্যক্তি মালিকানায় নিতে কোন বাধা নেই। তাই যতক্ষণ রাষ্ট্রব্যবস্থা ইসলামী না হচ্ছে তার আগে এ ব্যাপারে ইসলামী মূলনীতি

প্রয়োগ সম্ভব নয়। এভাবেই সমাজের প্রতিটি স্তরে যথার্থভাবে ইসলামকে বাস্তবায়ন করা সম্ভব যদি এবং কেবলমাত্র যদি রাষ্ট্র একটি পূর্ণসং ইসলামী রাষ্ট্র হয়; কেবল তখন সম্ভব হবে শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরুণ পরিবর্তন করে ইসলামী শিক্ষা নির্মাণ ডিউতি ঢেন্ডে সাজানো, কাবেরদিনের অঙ্গনিতি ভাগ করে ইসলামী অধিবিতির প্রয়োগ, ইসলামী বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা, রাষ্ট্র ও সমাজে ইসলামাবেরোধী সাংস্কৃতিক আঞ্চাসমকে সমৃদ্ধে উৎপন্ন ইত্তদি। এভাবে ব্যক্তি জীবন কিংবা সমাজ জীবন কোথাও ইসলামী জীবন যাপনের কোন প্রতিবেগকতা থাকবেনা এবং সকল ক্ষেত্রে আলাহ'র (সুবহানাহু ওয়া তাঁ'আলা) সকল আদেশ নিয়ে থাকে মেনে ঢেন্ডে সম্ভব হবে।

আসলে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইসলামকে বাস্তবায়ন করার পদ্ধতি ইসলাম-ই-সুন্নিদিস্তি করে দিয়েছে। তাই রাসূললাহ (সাঃ) তাঁর নবৃত্যাত জীবনের প্রথম থেকেই এ লক্ষ্য অর্জনে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। মক্কী জীবনের ১৩টি বছর তিনি কেবল ব্যক্তি পরিবর্তন করে তাদের যুগান্বিত বাস্তবায়ন কর্য এবং একটি ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনে আয়োগ চেষ্টা করেছেন। সীরাতে এর স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে। অতঃপর, আলাহ'র ইচ্ছায় যদীনাম খিলাফত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা লাভ করে যার মাধ্যমে এই সমাজে ইসলামের বিধি-বিধানগুলোর পূর্ণ বাস্তবায়ন সম্ভব হয় এবং খিলাফত রাষ্ট্র বাস্তবায়ন অর্হীনে পূর্বৰত্তী তেরশ বছর এ পদ্ধতিতেই সমাজে ইসলাম বাস্তবায়ন কর্তৃ কর্তৃব্যবস্থা একদিকে যেমন রাষ্ট্রের অভাবে ইসলামকে পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করেছিল, অন্যদিকে কাছের পশ্চিম দখলসংস্থারিদে থেকে বক্ষ করেছিল যুগলম্বণের ভূমিক ও তাদের জীবন, সম্পদ ও সম্মান।

## ২. খিলাফত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা ওয়াজিব

যে রাষ্ট্রব্যবস্থা আহকামে শারি'আহ'র প্রয়োগ ও ইসলাম প্রচারের জন্য দায়িত্বশীল তাঁই হচ্ছে খিলাফত। ইসলামী শাসনব্যবস্থাকেই খিলাফত নামে অভিহিত করা হয়। সারাবিশ্বের সমস্ত যুগলম্বণের উপর খিলাফত প্রতিষ্ঠা কর্তৃ একটি অবশ্যাপূর্ণ কর্তৃব্য। আলাহ'র (সুবহানাহু ওয়া তাঁ'আলা) আদেশকৃত অন্যান্য ধর্মবের মতেই খিলাফত প্রতিষ্ঠার ধর্ম বাজ্ডাতও অবশ্য পালনীয়, এ ব্যাপার কেবল পছন্দ-অপছন্দ, ইচ্ছা-অর্দ্ধেক সুযোগ নেই। সমষ্টিগতভাবে যুগলম্বণের এই দায়িত্বের প্রতি উদাসীন থাকা কিংবা একে উপক্ষে করা কর্তৃব্য ণোহার যা আলাহ'র কিতাব, রায়গুল (সাঃ) এর সুরাহ, সাহাবদের (বা.) ইজনা এবং শেষত্বে আলেমদের বক্তব্যে সুশ্঳েষ্ট।

আলাহ' (সুবহানাহু ওয়া তাঁ'আলা) রায়গুল (সাঃ) কে যুগলম্বণের প্রারম্ভিক বিষয়সমূহ তিনি যা নাভিল করেছেন সে অন্যান্যী শাসন করতে বলেছেন; অতঙ্গত সম্পর্কভাবে তিনি (সুবহানাহু ওয়া তাঁ'আলা) তাঁকে (সাঃ) এই আদেশ দিয়েছেন। আলাহ' সুবহানাহু ওয়া তাঁ'আলা রায়গুল (সাঃ) কে বলেন,

(সাঃ) এই বিষয়টির পুরুষ সম্পর্কসমূহ ব্যাবত্তে, তাঁই তাদের প্রাণাধিক প্রিয় সাহাবারা (বা.) এর ওফাতের পর তাঁরা তাঁর দাফন করায়কে বিলাষিত করে আগে খলীফা রাখলেহ (সাঃ) এর ওফাতের পর তাঁরা তাঁর দাফন করায়কে বিলাষিত করে আগে খলীফা

“আর আপনি আলাহ' যা অববীর্তন করেছেন তা দিয়ে তাদের মাঝে ফারাসালা করুন এবং আপনার কাছে যে সত্য এগোছে, তা হেতু তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না।”

[সুরা আল মারিদা : ৪৮]

“আর আপনি আলাহ' যা অববীর্তন করেছেন তা দিয়ে তাদের মাঝে ফারাসালা করুন, আর তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না এবং তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাবুন; যেন তারা আপনার নিকট আলাহ'র প্রেরিত কোন বিধিন থেকে আপনাকে বিহুত করতে না পাবে।”

[সুরা আল মারিদা : ৪৯]

উপরোক্ত আয়াতগুলো শুধু রায়গুল (সাঃ) এর প্রতি সীমাবদ্ধ নয়। উক্ত আয়াতগুলোতে যুগলম্বণেরকে আলাহ'র আইন বাস্তবায়নের আদেশ দেয়া হয়েছে। আলাহ' তাঁ'আলা সুপ্রস্তু আদেশ করেছেন যে সমাজে মানুষের সমস্ত বিষয়দি দেন তাঁর নায়িকৃত বিধান মত পরিচালনা কর্য হব এবং এটা করতে হল নিষ্ঠিতবেই একজন শাসক বা খলীফা থাকতে হবে যে সত্তি সত্তি এটা বাস্তবায়ন করবে। ইসলামী শাসক তথা খলীফা হচ্ছে ইসলামী বিধি-বিধান বাস্তবায়ন সঙ্গে নয়। যাহোস্তু আলাহ'র আদেশ অনুসারে সমাজে ইসলামী বিধি-বিধান বাস্তবায়ন একটি ওয়াজিব (অবশ্যকত্ব) বিষয়। এবং শারী'আহ মূলনীতি হলো যে “যা হচ্ছ কোন ওয়াজিব পূর্ণ হয় না তাও ওয়াজিব” অতএব খিলাফত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা এবং খিলাফা থাকাও ওয়াজিব বা অবশ্যকরণ্য একটি বিষয়।

বাস্মুলগাহ (সাঃ) বলেছেন,

“যে বাক্তি এমন অবস্থায় ষুড়ু বরণ করে যে তার কাঁধে (কোন খলীফার) বায়‘আত (আলুগাতের শপথ) নেই তবে তার ষুড়ু হচ্ছে জাহেলী যুগের ষুড়ু” (মুসলিম)

তিনি (সাঃ) আরো বলেন,

“বলী ইসলামীলকে শাসন করতেন নবীগুল যখন এক নবী ষুড়ুবরণ করতেন তখন তাঁর স্থলে অন্য নবী আসতেন, কিন্তু আমার পর আর কোন নবী নেই। শীঘ্ৰই অনেক সংখ্যক খলীফা আসবেন। তাঁরা (বা) (সাহাবীরা) জিঙ্গেস করলেন তখন আপনি আমাদের কী করতে আদেশ দেন? তিনি (সাঃ) বলেলো, তোমরা (তাদের) একজনের পর একজনের বায়‘আত পূর্ণ করবে, তাদের হক আদায় করবে।” (বুখারী, মুসলিম)

পথম হলীনে খলীফাবিল অবস্থায় ষুড়ুকে জাহেলীয়ের মূলে ষুড়ু হিসেবে উল্লেখ করায় বোকা যায় যে খিলাফত একটি অত্যাৰ্থকীয় বিষয়। এবং দ্বিতীয় হাদীসে রাসুলগুল (সাঃ) এর পর কিয়ামত পর্যন্ত আর কোন নবী না আসায় কার তত্ত্বাবধানে মুসলমানদের যাবতীয় কর্মকাণ্ড গৱিচালিত হবে সেটা স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে। এবং সেটা হচ্ছে খিলাফত ব্যবস্থা ও খলীফা কর্তৃব্য করায়করণ করায়করণ উপস্থিতি ফরয়।

নির্বাচন করে নিয়োজিতেন। হয়রত ওমর (বা.) তাঁর মৃত্যুর সময় পরবর্তী খলীফা নিয়ুক্ত করার জন্য হয়রজের প্যানেল গঠন করেছেন। এই হয়রজের প্যানেল গঠন করেছেন। আর এটির উসমান (বা.), আলী বিন আবু তালিব (বা.) ও আধুর বহমান বিন আউফ (বা.) ছিলেন। এই হয়রজ সাধারণ ব্যক্তিগত ছিলেন না, বরং তাঁরা ছিলেন রাসুল (সাঃ) এর শ্রেষ্ঠ সাহাবাদের (বা.) হয়রজ-ঝঁর্ম পথিবীতে থাকতেই জামানের সুবংবাদ পেয়েছিলেন। উমর (বা.) তখন আদেশ জারি করেছিলেন যে, তিনি দিনের শেষের খলীফা বাহাই'র ক্ষেত্রে যদি মৃত্যু পৌছে পৌছে আপনার পাশে থামে তবে যে মতভেদ করতে থাকবে তার পিছফে করতে হবে। যদি ও যথাযথ কারণ ছাড়া যে কোন হতাকান্ত হবাম, তবু উমর (বা.)-এর এই আদেশের বিরোধিত সাহাবারা (বা.) কেউ করেননি। এসব ঘটনা থেকে বোকা যায় সাহাবারা (বা.) খলীফা এবং নিয়েগের ব্যাপারে সাহাবাদের প্রিয়ত্ব হিসেবান থাকাটি কতটা গুরুত্বের সাথে বুঝেছিলেন। খলীফা একইভাবে বিভিন্ন ঘৃণের ইসলামী বিশেষজ্ঞতা বিভিন্নভাবে খিলাফতের প্রয়োজনীয়তা'র কথা জোর দিয়ে উল্লেখ করেছে।

ইয়াম নববী (বহু.) বলেছেন, “(ইসলামী বিশেষজ্ঞদের) এ ব্যাপারে একটি ক্ষমত প্রাপ্তি হচ্ছে যে, একজন খলীফা নির্বাচন করা মুসলমানদের উপর ফরজ বিষয়।” (\*বাবে সহীহ মুসলিম)

ইয়াম ইবনে তাইমিয়া (বহু.) বলেন, “এটা লক্ষণিয় যে, জনগণের বিষয়াদি দেখাশুল করার জন্য খিলাফত ব্যবস্থার অঙ্গীত থাকা দীনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।”

ইয়াম আল জুয়াইরি (চার মায়হাবেরই ঘিনি ছিলেন বিশেষজ্ঞ) বলেন, “ইমামরা একজন পোষণ করেছেন যে, ইয়ামত (নেতৃত্ব ও ক্ষত্তি) হচ্ছে একটি ধরন বিষয়। এবং মুসলমানদেরকে অবশ্যই একজন ইয়াম (ইসলামী শাসক) নিযুক্ত করতে হবে।” (ফিকহ আল মায়হাব উল আরবাআ)

ইয়াম আল জুয়াইরি (চার মায়হাবেরই ঘিনি ছিলেন বিশেষজ্ঞ) বলেন, “ইমামরা একজন পোষণ করেছেন যে, ইয়ামত (নেতৃত্ব ও ক্ষত্তি) হচ্ছে একটি ধরন বিষয়। এবং মুসলিম জাতি খুব বড় গুনাহ বর্ক করে। যদি তারা এই দায়িত্ব পালন না করার সিদ্ধান্ত তাদের শেকে একজন খলীফা নির্বাচন থেকে বিরত থাকে তবে সামরিকভাবে পুরো মুসলিম জাতি খুব পালনের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং যদি মুসলমানরা উপস্থিত থাকা না থাকি দায়িত্ব পালনের একটা খুব উপর পৃথিবীর প্রত্যেক প্রাণীর প্রতিটি মুসলমানের উপর এই দায়িত্ব পালন না করার পাপ আরোপ হবে। যদি মুসলমানদের কোনও দল এই দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করে এবং অন্যরা তা থেকে বিরত থাকে তবে যাচ্ছে ধরন করার প্রতীক অন্যান্যদের উপর এই পাপ আরোপ হবে। এটা এজন যে আলাহ তাদেরকে একটা দায়িত্ব দিয়েছিলেন যা তারা পালন করেন কিংবা পালনের চেষ্টাক করেন। এভাবে তারা এই পথিবীর জীবনে ও পরকালে কঠিন শাস্তি ও লঙ্ঘন আগ্নী হবে। যারা এরকম করে তারা

একদিকে খিলাফত প্রতিষ্ঠা থেকে নিজেদেরকে বিরত রাখে এবং সেই সাথে পর্যোকভাবে শরীর আহ নির্ধারিত সেইসব কাজ থেকেও বিরত থাকে যেগুলোর বাস্তবায়ন খিলাফত থাকার উপর নির্ভরশীল। আর এটা বলা বাহ্য যে খিলাফতই পথিবীতে আলাহ'র আইন প্রতিষ্ঠ রাখে, আলাহ'র বাণীকে সর্বোচ্চ প্রশংসিত স্থানে রূপে এবং ইসলামকে মহাদার আসানে অধিষ্ঠিত করে। সুতরাং এ ধরণের একটা গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য থেকে বিরত থাকা অবশ্যই শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

#### ৪. খিলাফত প্রতিষ্ঠা করা এখন সবচেয়ে জরুরী বিষয়

ইসলাম কিছু বিছয়কে মুসলমানদের জন্য তাদের সবচেয়ে জরুরী বিষয় এবং কর্তব্য হিসাবে নির্ধারণ করে দিয়েছে। এই বিষয়গুলো হচ্ছে সেগুলো যা বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে মুসলমানদেরকে আদেশ করা হচ্ছে যে তারা যেন এজন আগ্রাম সংগ্রাম করে এমনকি প্রয়োজনে জীবন দিয়ে দেয়। কাজেই নিজেদের জরুরী নির্ধারণে মুসলমানদের কোন পছন্দের সুযোগ নেই। তা ইসলাম কর্তৃক সুনির্ধারিত। ইসলাম যেটাকে সবচেয়ে জরুরী বাণেছ একজন মুসলমানকেও সে বিষয়টিকে ভোজন করে দেখতে হবে। একইভাবে, এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি অজন করত্ব বিপদঃঝুলু, কতটা জীবন-মৃত্যুর প্রশংসন, তা নিয়ে নিজের মতো করে তারার সুযোগও একজন মুসলিমের নেই। সুতরাং যথান্তর ইসলাম কেন একটি বিষয়কে মুসলমানদের সামনে তাদের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে তুলি ধরে তার অর্থ দাঢ়ীয় এই যে, জীবন কুরবানী করে হলেও তাদেরকে এই বিষয়টি অর্জন করতেই হবে।

একজন মুসলিম যদি কুর'আন ও সুনাহকে আলো করে অধ্যয়ণ করে তবে সে দেখতে পাবে যে, ইসলাম সুস্পষ্টভাবে এবং প্রকাশ বাণের মাধ্যমে এসব জরুরী বিষয়কে নির্ধারণ করে দিয়েছে। এবং এসব বিষয় অজন করত্ব অত্যবিকৃষ্ট ধরণের তা-ও নির্ধারণ করে দিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ ইসলাম নির্ধারিত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো মুসলিম উমাহ'র একটা এবং ইসলামী রাষ্ট্রের অথবত। ইসলাম উমাহ এবং রাষ্ট্রের প্রত্যেক প্রত্যেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে ঘোষণা দিয়ে উক্ত বিষয়টি বাস্তবায়নের জন্য পরিচালনার জন্য এক্ষেত্রে যোগাযোগ হিসেবে দেখান দেয়।

এই হীনীস থেকে এটা পরিষ্কার বুঝা যায় যে, মুসলিম উমাহ'র একটা এবং ইসলামী রাষ্ট্রের অঙ্গতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এবং এই ধৈর্যে ফাটল বা বিভাজনের জন্য যে বা যারা ধৈর্যস চালাবে তাদের হত্যা করা হত্যা আর কোন বিক্ষ থাকবেনো। এভাবে রাষ্ট্র ও উমাহ'র বিভাজন নির্ধারকরণের মাধ্যমে এটা খুব সহজেই প্রতিযান হয় যে উমাহ এবং

বাস্তিসমূহের এক্ষণ সমগ্র মুসলিম জাহানের জন্য কট্টা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ আলাই (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) ও তাঁর রাসূল (সা:) এর হস্ত কর্তৃতেন আর পেইশাথে এবিষয়ে জীবন-মরণ সংগ্রামের আদেশ করেছেন।

একইভাবে, এমন অসংখ্য ভজনী বিষয় আছে যেগুলোর ক্যাপারে ইসলাম মুসলমানদের আদেশ করে যাতে তারা তাদের জীবন দিয়ে হলেও সংগ্রাম ও তাদের জীবন দষ্টাত স্থাপন করতে পিছপা না হয়। উদাহরণস্বরূপ, একজন মুসলমান তার জীবনের বিনিময়ে হাজার রাশগুলোর (সা:) সম্মান রক্ষার্থে লড়তে যাবে। একইভাবে যখন কাফেরদের দ্বারা দখলকৃত তথন মুসলমানদের উপর আলাইর আর্থুর লড়ে যাওয়া এই আর্থাতে পিছনের বিকলে। অনুরূপভাবে, মুসলমানদের মাধ্যমে তারা আলাইর বালি চারিদিকে হার্ডিয়ে দেবে যাতে আলাইর সান্তায় শাহদার বরণ করে হলেও এই পরিবর্তীতে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই এই সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মুসলমানদের সর্বদা জারিত ও সচেত থাকতে হবে এবং সর্বোচ্চ ত্যগ স্থাকারে প্রস্তুত থাকতে হবে।

বিলাসিত ইসলাম নির্ধারিত ভজনী বিষয়গুলোর মধ্যে একটি অন্তর্ম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ, এটা সাধারণভাবে আমরা সবাই জানি যে আলাই মুসলমানদের হস্ত দিয়েছেন তাদের জীবন আলাইর আইন দ্বারা পরিপালিত করতে এবং বাতিল (বুর্ফুর) এর বিরুদ্ধে ত্বরিতোধ সংগ্রাম চালিয়ে হেতে এবং এই সংগ্রাম যাতে হয় জীবন-মরণ মুসলমানোর কথানোই তাঙ্গুটী (খোদাদ্যোহী) আইন মেনে নিবেন। এবং এর সম্মতে বিশুণ থাকবেন। এমন অসংখ্য আয়ত এবং সংগ্রাম আছে যার দ্বারা এটা প্রতিযান হয় যে মুসলমানদের সর্বদাই আলাইর আইন দ্বারা নিজেদের চালিত করার বাধ্য এবং শাসক ও শাসনক্ষম যদি আলাইর আইন প্রতিশ্রয় বর্ণ হয় এবং কুফরী আইন প্রতিশ্রয় পাওতারা করার তবে সেটা প্রতিশ্রয় করতেও তারা বাধ্য। এরকম তাঙ্গুটী সরকারকে কখনও হবে জীবনের বিনিয়মে হলেও।

উবায়দাহ ইবনুস সামিত এর বরাত দিয়ে বুধীতে বর্ণিত আছে : একদা রাসূল (সা:) আমদের সকলের কাছ থেকে শপথ নিলেন যাতে আমরা সুখে, দুঃখে তাঁর কথা শুনি এবং মানি, সহজ, কঠিন এবং খরাপ অবস্থাতেও থাকে তাঁর অনুগত করি। আমরা আরও শপথ করেছি যে আমরা কখনো শাসকদের সাথে বিতরণ যাবনা যাত্পন্ন পর্যন্ত না তাদের দ্বারা সুস্পষ্ট কুরুক পরিণামিত হচ্ছে। (বুধী)

প্রতিষ্ঠিত করার বিষয়টিকে জীবন-মরণ বিষয় হিসেবে বিবেচনা করতে হবে এবং এর জন্য কাজ চালিয়ে যেতে হবে।

সর্বেপরি, বিলাসিত কেবল একটি জৰুরী বিষয়ই নয়। বরং ইসলাম কর্তৃক নির্ধারিত জৰুরী বিষয়সমূহের মাঝে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কেননা বাকী জৰুরী বিষয়গুলোর বাস্তবায়ন খিলাফত প্রতিষ্ঠার উপর নির্ভরশীল। উদাহরণস্বরূপ, আলাই ও রাসূল (সা:) এর সম্মান বক্ষার্থে যুদ্ধ করা, ইসলামী দুর্মিনহৃক কাফেরদের হত হতে দখলমুক্ত করা কিংবা আলাইর বালীকে চারিদিকে রাখিয়ে দেয়ার লক্ষ্যে যুদ্ধ পরিচালনা করা – ইতাদি জৰুরী বিষয়গুলোর জন্য একটি শাস্তিমূলী শেষ্ঠের প্রয়োজন যে শাস্তিমূলীর সাথে শাস্তির সাথে লভাই চালিয়ে যাবে এবং মুসলমানদের মধ্যে আর্থমাল থেকে বক্ষ করবে, মুসলমার পরাজিত করবে এবং বিজয় ছিলিগে আগবে। এ নেতৃত্ব হচ্ছে খিলাফত। আলাইর রাসূল (সা:) বলেছে, “ইয়াম (খলীফা) হলো সেই ঢাল যার পেছনে দাঙ্গির মুসলমানরা লড়বে এবং কাফেরদের কাছ থেকে নিজেদের বক্ষ করবে” (ফুসলিম)

সহাবাগণ (রা.) এ বিষয়ে যাথেষ্ট গুরুত্বাবোপ করেছিলেন এবং খিলাফত বিদ্যমান থাকা যে কৌনের একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সে বিষয়ে ইজনা (একমাত্র) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। হয়রত ওয়াব (রা.) তাঁর মৃত্যুর সময় প্রবর্তী খলীফা নিযুক্ত করার জন্য হয়জগনের প্রাপ্তেন গঠন করেন। এই হয়জগনের (তেতৰ উত্থমণ) আলী বিন আবু তালিব (রা.), ও আলুব বহুমান বিন আভিক (রা.) ছিলেন। এই হয়জগনের তেতৰ উত্থমণ (রা.), আলী বিন আবু তালিবের পুত্র রাসূলের প্রসবাদ পেষেছিলেন। উমর (রা.) তখন আদেশ জারি করেছিলেন যে, তিনি দিনের ভেতর খলীফা বাছাই এবং পেছে থেকি মাত্তেকে শৈছনে না যায় তবে যে মাত্তেদ করাতে থাকবে তার শিখিষ্যদ কর্তৃত হবে। যদিও যথাযথ কারণ ছাড়া যে কোনও হত্যাকান্ত হয়াম ত্বর উন্মের (রা.) এই আদেশের বিজ্ঞাপিতা সহাবারা (রা.) কেউ করেন। খলীফা নিয়েগের ব্যাপারে সাহাবাদের প্রতিমত (ইজমা আস-সাহাবা) এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে খিলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনে শেত্স্থান্নিয় সাহাবীদের (রা.) হত্যা করার বিষয়ে তাদের একটি ধূমাত করে যে এটি কীনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এক বিষয়।

রাসূল (সা:) নিজেও এই বিষয়কে জীবন-মরণ বিষয় হিসেবে দেখেছিলেন। আলাই তাঁর রাসূল (সা:) (কে ইয়ালোর বাকী সহকারে পাঠানোর পর তিনি (সা:) তাঁর দাওয়াহ কার্যক্রম শুরু করেছিলেন বুদ্ধিবৃত্তিক ও বাজেনেতিক সংগ্রহাম এর মাধ্যমে যার লক্ষ্য ছিল ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠা করা। তিনি (সা:) এ কাজে অবগন্তী নিয়াত ও কষ্টের সম্মুখীন হওয়া সঙ্গেও কেবলমাত্র ইসলামকে বিজয়ী রূপে দেখার জন্যেই এই কঠোর সংগ্রহাম চালিয়ে গিয়েছিলেন। মক্কার ফুরাইয়াশুরা মুহাম্মদ (সা:) এর দাচা আবু তালিব এর কাছে যখন তাদের দাবি নিয়ে গেল যে হেকোল বক্লে হেন আবু তালিব তার ভাতজাকে কুরাইয়দের উপর দাঁড়াও হওয়া থেকে নির্বৃত করে তখন আবু তালিব রাসূল (সা:) কে

বলল, “তুমি আমাকে ও তোমাকে নিষ্কৃতি দাও, এমন বেরো আমার উপর চাপিও না।”  
উভয়ের রাসূল (শাঃ) বললেন- “আলাহুর কৃষ্ণ, তারা যদি আমার ডান হাতে সৃষ্টি ও বাস  
হাতে ঢাঁচ এনে দিতে চাইতো তেন আমি এ কাজ পরিত্যাগ করি, তবুও আমি তা  
পরিত্যাগ করতাম না যতক্ষণ না আলাহ এ কাজকে সফল ও জয়সূক্ষ্ম করেন অথবা আমি  
এ কাজ করতে করতে শৈছিদ হয়ে যাই।”

## অধ্যায় ৪ – ইসলামে রাজনীতি একটি আবশ্যিক বিষয়

### ১. সমাজ পরিবর্তনের দায়িত্ব

সমাজ পরিবর্তনের জন্য কাজ করা অন্যতম ইসলামী দায়িত্ব। ইসলাম একজন মুসলিমকে  
কেবল কিছু ব্যক্তিগত ইবাদতের দায়িত্ব দিয়ে ছেড়িন বরং সমাজের প্রতি তার  
দায়িত্বগোত্রে সৃষ্টি করে দিয়েছে। তাই যখন সমাজে ইসলাম থাকে না এবং মানব  
বচিত শাসন ব্যবস্থার ফলাফল হিসেবে সমাজের সর্বাঙ্গ বৈষম্য, জুনুন, বিশ্বাস্তা অভিয়ন  
পড়ে থখন এই সমাজ পরিবর্তন করে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ না করে  
একজন মুসলিমের চুপচাপ বাস্তে থাকার অনুমতি নেই।

বাস্তুল্লাহ (সাঃ) বলেন,

“তোমাদের মধ্যে কোন বাক্তি অন্যায় কাজ হতে দেখালে সে খেন তার হাত দ্বারা তা  
প্রতিহত করে। তার এই সামর্থ্য না থাকলে সে খেন তার মুখ দ্বারা তা প্রতিহত করে।  
তার এই সামর্থ্য না থাকলে সে খেন তার অঙ্গ দ্বারা তা প্রতিহত করে (মুগার মাথামে),  
আর এটা হলো দুর্বলতম সীমান।” (মুসলিম, তিরিমিয়া)

বাস্তুল্লাহ (সাঃ) আরো বলেন:

“যারা আলাহুর হৃষুম খেন তার থারা সেগুলোকে নিজেদের প্রবাতির খেয়ালে লজ্জালে  
করে, (উভয়ে) যেন তাদের মতো যারা একই জাহাজে আরোহণ করে। তাদের একাংক  
জাহাজের উপরের তলায় নিজেদের ভায়গা করে নিয়েছে এবং অন্যরা এর নিচের তলায়  
নিজেদের ভায়গা করে নিয়েছে। যখন নিচের গোকদের পিপাসা নেটোনের প্রয়োজন হয়  
তখন তাদেরকে জাহাজের উপরের অংশের গোকদের আত্মক করে খেতে হয়। (তাই)  
তারা (নিচতলার লোকেরা) নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে নিল, ‘আমরা যদি জাহাজের  
নিচের দিকে একটা ফুটো করে নিই তাহলে জাহাজের উপরের তলার লোকদের কেন  
সমস্যা করবো না।’ এখন যদি উপরের তলার লোকেরা নিচতলার লোকদেরকে এ কাজ  
করতে দেয় তবে নিষিদ্ধত্বাতেই তারা সবাই ধৰণসমূহের একটাসাধনে সঙ্গেপর হবে। আর তারা যদি তাদেরকে এ  
কাজ থেকে বিরত রাখে, (তবে) তারা (উপরতলা) রক্ষণ পাবে এবং এভাবে (জাহাজের)  
সবাই রক্ষণ পাবে।” (বুখারী)

তাই কেউ ব্যক্তিগত ইবাদত ঠিকমতো চালিয়ে গেলো আর সমাজে যেসব অব্যবস্থাপনা  
চলছে সে ব্যাপারে কিছু করলো না বা বলল না এটা কেবল ইসলামী চিন্তা নয়। উপরোক্ত  
হাদীসদ্বয় থেকে এটা পরিকল্পন যে সমাজে যখন জুনুন, অলচার ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে  
থখন এই সমাজে ব্যবাসবত মুসলমানদের জন্য এই সমাজের পরিবর্তন করার জন্য কাজ  
করা বাধ্যতামূলক হয়ে যায়। আর এ দায়িত্ব পালনে এগিয়ে না আসলে সবাই একসাথে  
শাস্তিযোগ্য হবে।

বাস্তুলোহ (সাঃ) বলেন,

“এক শহরের অধিবাসীদের উপর আলাহ্ তাআলা শান্তি প্রদান করেন। তাদের মধ্যে আর্থার হাজার লেক এমন ছিল যাদের আমল ছিল নবীদের সামুদ্রের সামুদ্র।” জিজেসে কর্ম হলো, “ইয়া রাস্তালাহ (সাঃ)! কেন তবে তাদের উপর শান্তি এসেছিল? রাস্তালাহ (আঃ) বললেন, “এই কারণে যে, (বাকীদের পাপকাজ করতে দেখত) তারা আলাহ্ র উদ্দেশ্য বাকীদের উপর ঝুঁঁস হতে না এবং তাদেরকে (পাপকাজ থেকে) বারং করতে না।”

কার্যেস ইবনে আবি হায়বের বরাত দিয়ে আবু দাউদে বলিত: আলাহর প্রশংস্য এবং গুণগান গাওয়ার পর আবু বকর বললেন, “হে মানুষ! তোমরা এই আয়াতটি পড় বিস্ত এবং মুশায় বোর না, “হে ইস্মাইলুরগণ! তোমরা নিজেদের অন্তরকে পাহারা দাও; তোমরা যদি সঠিক পথে নিজেদের পরিচালিত করতে পার, তাহলে যারা বিষণ্ণ গেছে তারা তোমাদের ক্ষতি করতে পারবেন।” [সুরা মারেদা : ১০৫] আবি রাস্তালাহ (সাঃ) কে বলতে শুনেছি: “যারা কেন অত্যাচার হতে দেখে হাত প্রচিটে রাখে আলাহ্ তাদের সকলকে শাস্তির সম্মুখীন করবেন,” এবং আলাহ্’র রাস্তাল (সাঃ) আরো বলেছেন: “যথল কোন জাতি পাপাদারে লিঙ্গ হয় এবং কেউই তাদের প্রতিরোধ করেনা তখন আলাহ্ গোটা জাতির উপর শান্তি লাইল করেন যা তাদের সকলকে ছেয়ে যেতে না।” (আবু দাউদ/৩৭৫)

রাস্তালাহ (সাঃ) এর পরিবার সীরাতের দিকে তাকালে দেখা যায় তিনি এমন একটি সমাজে এন্টেছিলেন যা ছিলো পুরোপুরি অঘকারাঙ্গন, সব ধরণের অণ্যায়, অত্যাচার, অনাদারে পরিপূর্ণ। এই সমাজের লোকেরা নিয়া ইলাহদের পূজা করতে, ওজনে কম নিতে, এভিম ও দাসদের অধিকার বাস্তিত করতে, কথায় কথায় যুদ্ধ আর হান-হানিতে মেটে উঠতে ইত্যাদি। এমনি এক পরিস্থিতিতে রাস্তালাহ (সাঃ) তাঁর সাহবীদের সাথে নিয়ে এই সমাজকে পরিবর্তনের কাজে বাঁপিয়ে পড়েন এবং সমাজের এসব অনাদারের বিষয়কে কথা বলে সমাজকে ইসলামের দিকে জোরালোভাবে আহ্বান করেন। তিনি কেবল বাজিকেরকে সংশ্লেষণে বাস্ত থাকেননি বরং পুরো সমাজদেহটাকেই সুষ্ক করার লক্ষ্যে সমাজের সব প্রচলিত নিয়া ধ্যান ধারণা ও অনাদারের বিষয়কে বুর্জুরিতিক ও রাজনৈতিক সংযোগ পরিচালনা করেছিলেন। অতএব, তাঁর অনুসরণে আমাদেরকেও বর্তমান ধৰ্মসমাজ সমাজকে পরিবর্তন করার কাজে অংশগ্রহণ করতে হবে।

## ২. রাজনীতি হচ্ছে ইসলামের একটি আবশ্যিক বিষয়

আরবীতে রাজনীতি ব্যাপরটিকে বলা হয় ‘সিয়াসত’ যার অর্থ হচ্ছে উমাহ’র দেখা-শোলাহ করা। ইসলামে রাজনীতি বলতে বোবায় জনগণের সামাজিক কল্যান ও অধিকার সমূহ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা এবং এ লক্ষে বিভিন্ন কর্মকাল। উপরক্ষ ইসলামে রাজনীতি হচ্ছে একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে বর্তমান অঙ্গোলামী শাসন ব্যবস্থাকে অপসারণ করে তদন্তে

ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হবে এবং জনগণের উপর পরিপূর্ণরূপে ইসলাম বাস্তবায়ন করা হবে। অতএব, রাজনীতি হচ্ছে ইসলাম প্রতিষ্ঠা ও বাস্তবায়নে একটি অত্যবশ্যিক বিষয়।

যখন প্রেক্ষে পিলাফত ধৰ্ম হলো এবং কুফরী রাজনৈতিক ব্যবস্থা মুসলিম দেশসমূহে প্রয়োগ শুরু হলো, তখন থেকেই ইসলাম রাজনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে তার অঙ্গীত হারিয়ে ফেলে। মুসলিম দেশসমূহের রাজনৈতিক মায়দান দখলকৃত হলো পাঞ্চমা রাজনৈতিক চিন্তার দ্বারা যার তিনি হচ্ছে পুর্জিবাদী মতবাদ অর্থাৎ ধর্মকে রাজনীতি থেকে পৃথক করে ফেলা। পুর্জিবাদী বাস্তুসমূহ ধর্মকে রাজ্য থেকে পৃথকীকরণের এই মতবাদকে মেনে নিয়েছে এবং খুবই সার্বিকারণ সাথে এটিকে ধৰার করে চলেছে। তারা এই পূর্জিবাদী শাসন ব্যবস্থাকে মুসলিম জাতিসম্পর্ক তের প্রতিরোধ করতে তৎপর। মুসলিমদের তারা এই বলে বিপর্যে চালিত করতে দায় যে, ধর্মকে কঢ়বাণোই রাজনীতির সাথে একক্রিত করা যাবে না। এসবের মূল উৎপেক্ষ একটাই আর তা হলো পাঞ্চমা কুফর শক্তি যাতে নিষিদ্ধ হচ্ছে এবং কঢ়বাণোই অত্যাচার আর নিষিদ্ধভূক্ত করতে পারে। নিষিদ্ধ হচ্ছে যাতে মুসলিমদের পুর্জিবাদী নিষিদ্ধ করতে দায় যে মুসলিমদের মাঝে পুর্জিবাদী নিষিদ্ধ কর্তৃপক্ষ এবং রাজনৈতিক দলগুলো ধোকে নিজেদের আলাদা রাখে। এসবের কারণ হলো পাঞ্চমা ভালো করাই জানে যে একমাত্র রাজনৈতিক কর্মকান্ড এবং ইসলামতিক রাজনীতি হাড়ি পাঞ্চমা রাজনৈতিক চিত্তা ও শাসন ব্যবস্থাকে উৎখাত করার আর কোন উপায় নেই। এই প্রচারাবিভাবন আজি এ পর্যায় পর্যন্ত পোছে যেকোন দেখানো হচ্ছে রাজনীতি হলো ইসলামের মহান্ত ও পারগৌরিকৃত সম্পর্ক বিবেচী।

বিষ্ণ আলাহ্ এটি আমাদের জুন্য বাধ্যতমূলক করে দিয়েছেন যে আমরা যাতে রাজনীতির সাথে সংযুক্ত থাকি এবং শাসককে জোবাদিহিতার সম্মুখীন করি। স্পষ্ট এবং চূড়ান্ত ভঙ্গিতেই আলাহ্ হৃষুম দিয়েছেন যাতে আমরা সর্বান্ম সংংকারের আদাম এবং অসংকারে বিবরত রাখি। এ কাজের মাধ্য শাসকদেরকে সংংকারের আদেশ দেয়া এবং অসংকারে বিবরত রাখাও শাৰিল। আর শাসকবর্গকে সংংকারের আদেশ দেয়া এবং তাদের মান কাজের প্রতিবাদ করা রাজনীতির প্রধান অংশ।

আলাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তাঁআলা) বলেন,

“তৈমুর সর্বেত্ত্বে জাতি, যানবজাতির কল্যাণশাস্ত্রের জন্য তোমাদের উজ্জ্বল ঘাটানো হয়েছে অসংখ্য হাদিস ও রয়েছে যাতে বাস্তুলোহ (সাঃ) আমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন হয়েছে, তোমরা সৎ কাজে আদেশ ও অসংকারে নিষেধ করবে।”

[সুরা আলি ইবরান: ১১০]

এ বিষয়ে অসংখ্য হাদিস ও রয়েছে যাতে বাস্তুলোহ (সাঃ) আমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন সংকারে আদেশ ও অসংকারে নিষেধ করার জন্য।

বাস্তুলোহ (সাঃ) বলেন,

“তোমরা অবশ্যই সংকোচের আদেশ। দেবে ও অন্যায় কাজে বাধা দেবে এবং গোকদের কল্পণার কাজের জন্য উন্মুক্ত করব। / অন্যথায় আলাহ কেন আবশ্যের মাধ্যমে তোমাদের ধৰ্ষস কেতে দেবেন কিংবা তোমাদের উপর শাসনকর্তা নিয়ন্ত্র করবে দেবেন। / এসময় তোমাদের মধ্যেকার নেককার লোকের ঝুঁকির জন্য আলাহই কাছে দেয়া, প্রাথমন ও কান্নাকাটি করবে, কিন্তু তা কিছুতেই আলাহই দরবারে কৰুল হবে না।” (মুসলিমদে আহমদ)

বাস্তুলোহ (সাঃ) আরো বলেন,

“নিচ্ছবই আলাহ বিশেষ বাণিজ কর্তৃর পাপাদারের জন্য জনসাধারণকে শাস্তি দেন না। কিন্তু যখন তারা (জনসাধারণ) তাদের সামনে মাদকজ হতে দেখে এবং তাদের ক্ষমতা থাবা সত্ত্বেও তা নিবারণ না করে তখন আলাহই ব্যক্তি বিশেষ ও জনসাধারণ উভয়কেই শাস্তি দেন।” (শাহহ সুন্নত)

উপরোক্ত হাদিস ধারা প্রমাণিত হয় যে আলাহই সৎ কাজের আদেশ। এবং অসৎ কাজে বাধা প্রদানকে বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন। উক্ত হাদিস সমূহ মুসলিমদের বাধ্য করে সর্বদা শাসকদের সৎ কাজের আদেশ দিতে এবং অসৎ কাজ হতে বাধা প্রদান করতে করণ হাদিসের নির্দেশটি সার্বজনীন বিধায় অন্য সকলের পাশাপাশি শাসকদের জন্যও প্রযোজ্য। তবে শাসকদেরকে ন্যায় ও সংরক্ষকের প্রতি আদেশ এবং অন্যায় হতে বাধাদারে ওকুল তুকে সামনে রেখে শুধুমাত্র শাসকদের জবাবদিহির বিষয়ে আলাদা সুস্থিত হাদিস রয়েছে। / বাস্তুলোহ (সাঃ) বলেছেন,

“তুম বিষয়ে মুসলিমদের অঙ্গ কৃপণতা প্রদর্শন করতে পারে না। / এক, কীব কাজ-কর্ত আলাহই উপেক্ষ্য প্রম নিষ্ঠার সাথে সম্মত করার ক্ষেত্রে; দ্বি, দেশের শাসকদেরের প্রতি সদ্পদেশ প্রদানের ক্ষেত্রে এবং তিনি, মুসলিমদের জন্মাত আকৃতি ধরার ক্ষেত্রে।” (আহমদ)

হয়বরত আবু বকর (বা.) বলেন, আমি বাস্তুলোহ (সাঃ) কে বলতে শুনেছি : “শানুষ কেন অত্যাচারীকে অত্যাচার করতে দেখে তাৰ দুই হাত ঢেপে ধৰে তাকে প্রতিহত না কৰলৈ অচিরেই আলাহই তাঁ'আলা তাদের সকলকে একথা বলতে ভয় পাছে যে, তুমি উভয়কে তাঁ'র ব্যাপক অ্যাথাৰে নিষ্কেপ কৰবোন।” (তিরিয়তি)

তিনি (সাঃ) আরো বলেন,

“যদি তুমি দেখ যে আমাৰ উন্মত কেন জালেমকে একথা বলতে ভয় পাছে যে, তুমি একভান জালেম’ তাহলে আমাৰ উন্মতকে বিদায়” [অর্থাৎ এটা উম্মতেৰ জন্য বিদায় বা পতলেৰ সংকেত] (আহমদ, তাৰাবানী, ইকবিম, রায়হকী)

এবং

“অতাচারী শাসকদের বিষণ্ণকৈ সত্য কথা বলা সর্বোভূম জিহাদ।” (তিরিয়তি)

এসব হাদিস শাসকদের বিষণ্ণকৈ সত্য উচ্চারণ এবং তাদের কঠোৰভাৱে জবাবদিহি কৰাৰ জন্য মুসলিম জনগণেৰ দায়িত্ব-ফৰ্মৰ সম্পৰ্ক অৰ্থনৈমিক হৈদৰ।

অতএব, কঠোৰ সংখ্যাম ও প্রদেষ্টৰ মাধ্যমে শেষব শাসকদেৱ বিৰুদ্ধকৈ অবস্থান নেওয়া বাধ্যতামূলক ঘাৰা জনগণতেৰ অধিকাৰ হৰণ কৰে অথবা দায়িত্ব পালনে অবহেলা কৰাৰ অথবা উন্মাহ’ৰ মে কেৱল বিষয়াদি উপেক্ষা কৰে অথবা এই জাতীয় কেৱল পদক্ষেপ নেয়; কেৱল এটা আলাহইৰ আদেশ, এমনকি এটাকে আলাহই জিহাদেৱ সমতুল্য গণ্য কৰেছেন। আলাহইৰ রাখৃত (সাঃ) যুবান নিজেও উপরোক্ত হাদিসে এটাকে সবচেয়েৰ উভয় জিহাদ হিসেবে আখ্যায়িত কৰেছেন এবং শাসককে প্রাপ্তে মুক্তোমুক্তি কৰাৰ মুসলিমদেৱ জন্য যে বাধ্যতামূলক এটা প্রমাণ কৰাৰ জন্য এই বক্তব্যই যথেষ্ট। / শাসকেৰ অত্যাচাৰ ও ইতন-নির্যাতনকে পৰোয়া না কৰে মুসলিমদেৱ তাৰ মুখোমুখি বড়োকে আলাহইৰ রাখৃত (সাঃ) যুবানজৈই নির্মোক্ত হাদিসেৰ মাধ্যমে বিশেষভাৱে উৎসাহিত কৰেছেন যাতে একজন মুসলিমান সৰ্বদাই একাপ কৰ্তব্য পালনে অণুপ্রাণিত থাকে:

“শহীদদেৱ সদার হামহা এবং এই বাক্তি, সে অতোচাৰী শাসকেৰ সামনে দাড়িয়ে উপদেশ দেওয়াৰ পৰ (এই শাসক) তাকে ইত্যা কৰে ফেলে।” (হাকিম)

এটা অন্তম জোৰালো এক বক্তব্য যা পেকে বুৰু যায় যে অতোচাৰী শাসকেৰ বিষণ্ণকৈ মুসলিমদেৱ সৰ্বদাই কঠোৰ সংখ্যাম চালিলৈ যেতে হৰে এবং জীবনেৰ বিনিময়ে হোলৈ প্ৰকাশ্য তাকে জবাবদিহিৰ মুখোমুখি কৰিগত হৈবে।

উপৰোক্ত হাদিস ধারা প্রমাণিত হয় যে আলাহই সৎ কাজেৰ আদেশ। এবং অসৎ কাজে বাধা প্রদানকে বাধ্যতামূলক কৰে দিয়েছেন। উক্ত হাদিস সমূহ মুসলিমদেৱ বাধ্য কৰে সর্বদা শাসকদেৱ সৎ কাজেৰ আদেশ দিতে এবং অসৎ কাজ হতে বাধা প্রদান কৰতে কৰণ হাদিসেৰ নির্দেশটি সার্বজনীন বিধায় অন্য সকলেৰ পাশাপাশি শাসকদেৱ জন্যও প্রযোজ্য। তবে শাসকদেৱ প্রতি আদেশ এবং অন্যায় হতে বাধাদারে ওকুল তুকে সামনে রেখে শুধুমাত্র শাসকদেৱ জবাবদিহিৰ বিষয়ে আলাদা সুস্থিত হাদিস রয়েছে। / বাস্তুলোহ (সাঃ) বলেছেন,

উচ্ছাই’ৰ উপৰ একটি জৰুৰী দায়িত্ব। মুসলিমাহ’ (সাঃ) এবং পৰিব সীরাতৰ দিকে তাৰালৈ অন্যৱা দেখৰ তিনি ইসলাম প্রতিষ্ঠাৰ জন্য মুন্দৰিষ্ট কিছু রাজনৈতিক পদক্ষেপ নিরোহিতেন। প্ৰথমত: তিনি সমাজে ইসলামেৰ বাৰ্তা প্ৰচাৰ কৰেছেন এবং কুৰুক সব ধ্যান-ধৰণা ও জাহেলিয়াতেৰ সমষ্ট নিয়ম-কানুনেৰ বিষণ্ণকৈ কঠোৰ বক্তব্য এবং এ সবেৰ নিষ্পা-বিবোধীতা চালিয়ে গোছেন। / বিটীয়ত: তিনি মুকার শাসকগোষ্ঠী ও নেতৃত্বকে ইসলাম প্রাহণ কৰাৰ আহ্মান জৰিয়ে ছিলেন। / তিনি এ নিজেদেৱ মুগড়া ব্যবহাৰ কৰে ইসলামেৰ নেতৃত্ব মেনে নিত বালেছিলো। / তিনি বাপাৰ এতটাই দৃঢ় ছিলেন যে, কঠোৰদেৱ বিৱোধীতাৰ উভয়ে তিনি তাৰ চাচা আবু-তালিবকে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়ে ছিলেন যে, ‘আলাহইৰ কৰসম, তাৰা যদি আমাৰ ভালো হাতে সূৰ্য ও বাম হাতে চাঁদ এলৈ দিতে চাইতো মেন আলাহই এ কাজকে সফল ও জৰয়ুক্ত কৰেন অথবা তা পৰিতাগ কৰতাম না যাতক্ষণ না আলাহই এ কাজকে সফল ও জৰয়ুক্ত কৰেন অথবা

আমি এ কাজ করতে করতে শহীদ হয়ে যাই / ”তৃতীয়ত: তিনি বিভিন্ন পোতের কাছে ইসলামের কঢ়ত্ত প্রতিষ্ঠা এবং এ ব্যাপারে বিবরণশীলভর মোকাবেলায় তাকে সাহায্য করার আহ্বান জানিয়েছেন যা সুস্পষ্টভাবেই ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আহ্বান ছিল। চতুর্থত: তিনি মদীনাবাসীর কাছ থেকে এ ব্যাপারে সাড়া পেয়ে সেখানে হিজরত করেছেন এবং সেখানে একটি পূর্ণসং ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছেন।

আমরা সব বিষয়ে বাস্তুলুহ (সাঃ) কে অনুসরণ করতে আদিষ্ট। সীরাতের এসব ঘটনাবলী প্রমাণ করে যে বর্তমান কৃধর সম্বন্ধে ইসলামকে আবাব ফিলিয়ে আনার লক্ষ্যে বাস্তুলুহ (সাঃ) এর অনুসরণে রাজনৈতিক কর্ম আমাদের জন্য উপর্যুক্ত। আসলে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিবেদ সর্বস্বলে সর্ব পরিষিদ্ধিতে একটি ওয়াজিব বিষয় এবং ব্যাপক অর্থে এটাই ইসলামী রাজনৈতি। তাই ইসলামের আর সব অবশ্য পালনীয় বিষয়ের মতো এ বিষয়টি কিন্তুও আমাদের পালন করাতে হবে এবং সমাজে ইসলাম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রাজনৈতিক দোষ দিতে হবে।

৩. ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য রাজনৈতিক দলের সাথে জড়িত থাকা বাধ্যতামূলক ইসলাম দিয়ে আমাদের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন চালানো করুয়া একথা বোবার পর একজন মুসলমানের পক্ষে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করা ছাড়া উপর্যুক্ত নেই। কিন্তু কাজে একক প্রচেষ্টায় বর্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থা অগ্রসরণ করে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়, বরং একাধিক লোকের একটি দল নিলেই একাজ করতে হবে। ইসলাম প্রতিষ্ঠার বাস্তুলুহ (সাঃ) দেখানো পদ্ধতিতে একটি দল গঠন করা বা অনুরূপ একটি আন্দোলনৰ দলের সাথে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করা একজন মুসলমানের জন্য একটি আবশ্যিক বিষয়।

আলাহ তাঁ'আলা বলেন,

“তেমাদের মাঝে এমন একটি দল থাকা উচিত, যারা কল্পনারে প্রতি আহ্বান করবে এবং সৎ কাজের নির্দেশ দিবে আর অসৎ কাজে নির্বেশ করবে এবং এরাই সফরকাম”  
[সূরা আলি ইবরাহিম : ১০৪]

উপরোক্ত আয়তের মাধ্যমে আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তালালা) মুসলমানদের প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন বেল তাদের মাঝে অবশ্যই এমন একটি সুসংগঠিত দল থাকে, যে দল নিখোঁত কাজ সম্পাদন করবে:

১. খাদ্যের তথা ইসলামের প্রতি আহ্বান করা।
২. আমর বিল মাঁ'রুফ এবং নাহি আনিল মুনকার (সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজে নির্বেশ করা।

এই দলটি এই দৃষ্টিভঙ্গিতে রাজনৈতিক দল যে, আলোচ্য আয়াতটি মুসলমানদের নিকট এমন একটি দল গঠন করার দাবী করেছে, যে দলের কাজ হবে ইসলামের প্রতি মানুষকে আহ্বান করা এবং আমর বিল মাঁ'রুফ আর নাহি আনিল মুনকার করা। একাজের মধ্যে শাসকদেরকে ভাল কাজ করতে বলা এবং মদকাজ থেকে বিষত রাখা ও শার্মিল। বরং, শাসকদেরকে কাজ করের ব্যাপারে ভাল-মন্দের হিসাব-নিকাশের মাধ্যমে জৰাবদিহিতৰ মুখোয়ালি করা এবং তাদেরকে উপদেশ দেয়াই সবচেয়ে বড় আমর বিল মাঁ'রুফ এবং নাহি আনিল মুনকার। আর এটিই সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক কাজ। বঙ্গতও একাজটি হচ্ছে কেন রাজনৈতিক দলের খুল কাজ সমূহের একটি। সুতৰাং এটা প্রমাণ করে যে, রাজনৈতিক দল গঠন করা ফরয। তাহাতু রাজনৈতিক পদ্ধতি ছাড়া এবং রাজনৈতিক পদ্ধতি হচ্ছে একটি শাসনব্যবস্থার পতন ঘটিয়ে আরেকটি শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। কাজেই একজন মুসলমানের জন্য একটি রাজনৈতিক দল গঠন করা বা কেন দলটি সঠিক অর্থাৎ ইসলামী চিঠ্ঠা ও গাঁকির উপর কাজ করাতে, সেটা খুঁজে বের করে উক্ত দলের সাথে ইসলাম প্রতিষ্ঠার আপোলনে অভিন্নে একটি আবশ্যিক বিষয়।

বাস্তুলুহ (সাঃ) ইসলাম প্রতিষ্ঠার যে পদ্ধতি আমাদের দেখিয়ে পেছেন তাতে প্রথম ধাপ হিলো একটি দল গঠন। তিনি একজন সাধারণ মানুষ হিলেন না বরং হিলেন সর্বান্বেষ্ট নবী ও রাসূল। যদি কাজের সাহায্য ছাড়া একাই ইসলাম প্রতিষ্ঠা সম্ভব হতো তবে তার পক্ষেই এটা সম্ভব ছিল। তথাপি তিনি সাহাবাদের (বা). একটি দলের মাধ্যমে সমাজে ইসলাম প্রতিষ্ঠার সংশ্রাম করেছেন। এ থেকেই একটি দল গঠন ও দলের সাথে কাজ করার আবশ্যিকতা বৈধা যায়।

আসলে এটা সাধারণ বুদ্ধিকৃত দাবী যে, একা ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। আবার ইসলাম প্রতিষ্ঠার কাজ না করে বাসে থাকা ও ইসলাম অব্যুদোন করেনি। তাই ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য সঠিক ইসলামী দল বা আন্দোলন খুঁজে বের করে অবিলম্বে তাতে যোগদান করতে হবে।

#### ৪. সঠিক ইসলামী দল বা আন্দোলন এর ধরণ

ইসলামী ব্রাহ্ম প্রতিষ্ঠার প্রকৃত এবং এ লক্ষ্যে একটি দলে যোগদানের আবশ্যিকতা বৈধাব পর আমাদেরকে সার্বিক ইসলামী আন্দোলনের ধরণ ও প্রকৃতি ব্রহ্মতে হবে। তাহলে আমরা শত দলের মাঝেও সঠিক ইসলামী আন্দোলনকে চিহ্নিত করতে পারবো।

প্রথমত: ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা দলটির একমাত্র উদ্দেশ্য হতে হবে। দলের সমস্ত চিত্তা-ভাবণা ও ধ্যান-ধৰণা ইসলামের ভিত্তিতে হবে। দলের মূলনীতি বা শাখা-প্রশাখা কেন ফেরেই ইসলাম ছাড়া অন্য কোন উৎস থেকে গৃহীত কোন চিত্ত থাকতে পারবে না।

**ବ୍ୟକ୍ତିଗତ:** ଦଲାଟି ଅର୍ଥାତ୍ ହତେ ହବେ ଏକଟି ରାଜନୈତିକ ଦଳ । କେବଳାନ ଆନ୍ଦୋଳନ ହଡ଼ା ହିସଲାମୀ ବାଟ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ସଂଖ ନାୟ । ଯେହେତୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହଚେ ଏକଟି ରାଜନୈତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅତିଏ, ସାମାଜିକ ଇସଲାମେର ଦିକେ, ଦେଶ ଇସଲାମେର ସୁନାନ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୁ' ଏକଟି ବିଷୟରେ ନିକେ ନାୟ । ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ସାମାଜିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ଅଙ୍ଗ ସରବର ଦଲାଟିକେ ଏହି ଆକାଶନ ଓ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଦିକ୍ୟା ଚାଲିଯେ ଯେତେ ହବେ । ରାଶୁଲ୍ଜାହ୍ (ସା: ୧) ଏହାଇ କରେଛେ । ଅତଏବ, ସେ ଦଳ ବେଳେ ସୁନିଦିଷ୍ଟ କରେକାଟି ଇସଲାମୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତର ଦିକେ ଡାକେ, ସାମାଜିକଭାବେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ସମାଜେ ଇସଲାମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତର ଦିକେ ଡାକେ ନା - ଶେଷ ଶର୍ତ୍ତିକ ଇସଲାମୀ ଦଳ ହେବେ । ଅନୁରାପେ କେବଳ ସାମାଜିକ ଦଳ ନାୟ ଏବଂ ଇସଲାମକେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତର କରେ କରିବାକୁ ଏହାର ପାଇଁ ଅନ୍ତରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରାଜନୈତିକ ପାଇଁ କରେନ୍ତିକ ସଂହାର ଚାଲିବେ ।

କରିବାର ପାଇସାଳାନି ନିଜେରେ ଏବେବେ ବିଜୟିତ କରିବାର ପାଇଁ ପରିବାର ଏବଂ ମୁଶାଲିମ ଦେଶେ ବାସିଯି ରାଖି ଜାଲିମ ଶାସକରୀ ଏବେଇ ଏବେଇ । ଆତଏବ, ଏକଟି ସାରିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଧିକାରୀ-ବ୍ୟକ୍ତିଗତ-ଭାବରେ ଓ ଅନୁରାପ କାହେବେ ସାମାଜିକଦେଶେ ମୁଶାଲିମଙ୍କରେ ବନ୍ଧୁ ମାନେ କରାଯିବେ । ତାହିଁ ସେ ଦଳ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷଭାବେ ଏବର ରାଷ୍ଟ୍ରୀର ଶାଖେ ମୁଶାଲିମ ଭୂମିତେ ତାଦେର ଚାନ୍ଦାତ୍ତ୍ଵର ବିଷୟକେ ଦାଁଢାନ୍ତେ ହେବେ ତାକରେ ବିଜୟିତ ହେବେ ତା ସାରିକ ଇସଲାମୀ ଦଳ ହତେ ପାରେ ନା ।

**ତୃତୀୟ:** ଇସଲାମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତର ଲାକ୍ଷ୍ମୀ ଦଲାଟିର ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପଦ୍ଧତି ହତେ ହବେ ଶୁଣ୍ଡାତ ଇସଲାମେର ଭିତ୍ତିତେ ଏବଂ ରାଶୁଲ୍ଜାହ୍ (ସା: ୧) ଏବଂ ଦେଖାନ୍ତେ ପାଇଁ । ରାଶୁଲ୍ଜାହ୍ (ସା: ୧) ଆମଦେଶରେକେ ଏକଟି ଅନେକାମ୍ରି ସମାଜେ ଇସଲାମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତର ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପଦ୍ଧତି ଦେଖିଯେ ଗେହେନ୍ । ଦଲାଟିକେ ପୂରୋପୂରି ସେଇ ପଦ୍ଧତି ଅନୁଷ୍ଠାନ କରାଯିବେ । ଯଶେର ଦେହାଇଁ ବା କୌଣସିଲେର ଆଜୁହାତେ ଏମନ କେନ ପଦ୍ଧତାତର ଆଧ୍ୟ ଦେଖା ଦେଖାନ୍ତେ ଯା ଇସଲାମ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରେ । ଯେତାରେ କରାଯିବାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସରକାରର ବ୍ୟାବସ୍ଥାକେ ଇସଲାମ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରନ୍ତେ ଲା । ଅନୁରାପ ଦଲାଟିର ଜଞ୍ଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମେ ଆଧ୍ୟ ଦେଖା ଦେଖାନ୍ତେ ଲା ହେବେହୁ ଇସଲାମୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତର ପଦ୍ଧତିର କୋନ ପଦ୍ଧତିକେ ରାଶୁଲ୍ଜାହ୍ (ସା: ୧) ନେନ୍ତି । ତିନି ଯେମେ ଯୁଦ୍ଧ ପରିଚାଳନା କରାଯିବେ ବସିଥିଲୁ ମନୀନାତେ ଇସଲାମୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତର ପର । କାର୍ଜେଇ କୋନ ଦଳ ଉପରୋକ୍ତ ପଦ୍ଧତିଙ୍କୁର ଆଧ୍ୟ ନିଜେ ଦେଖା ସାରିକ ଇସଲାମୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବେ ନା ।

**ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଶ୍ଵତ:** ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପାଇଁ ଦଲାଟି ହତେ ହବେ ଆପୋର୍ୟିନ । କୋନ ଭାସ୍ତୁଭାବେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାର୍ଥିକ ପଥ ଥେବେ ବିଚୁତିର କୋନ ଦୃଷ୍ଟି ତାଦେର ଥାକାତେ ପାରିବେନା । କେବଳା ରାଶୁଲ୍ଜାହ୍ (ସା: ୧) ତାର ଓ ତାର ସାହବାଦେର (ବା.) ଉପର ଶତ ଜୁଲୁମ-ନିର୍ଯ୍ୟାତନ ସେବେ ଓ ଇସଲାମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତର ଥାମେ ତିନି କଥାନେ କୋନ ଆପୋରଫକ୍ର ପ୍ରକାଶ ପେବେ ତିନି ବଲେଛିଲେ, “ତାରୀ ଯାଦି ଆମର ଦାନ ହାତେ ଦୂର୍ଘ୍ୟ ଓ ବାମ ହାତେ ଦୂର୍ଘ୍ୟ ଏଣେ ଦିଲେ ଯାଏତେ ଆମି ଏହି କାଜ ପରିତାଗ କରି ତରୁ ଆମି ତ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତମ ଲା ଯତକଣ ଲା ଆଲାହ୍ ଏକାଜକେ ସଫଳ ଓ ଜୟଯୁକ୍ତ କରେନ ଅଥବା ଏକାଜ କରତେ କରନ୍ତେ ଶହିଦ ହେଁ ଯାଇଁ ।” ତିନି (ସା: ୧) ଆରୋ ବଲେନ, “ଜାଲିମ ଶାସକରେବ ସାଥନେ ହକ କଥା ବଲା ସବେତମ ଜିହାଦ ।” ଆତଏବ ଦଲାଟି ଶାସକଗେଷ୍ଠୀର ଶତ ଜୁଲୁମରେ ଯାଥା ନାଟ କରିବେନା ଏବଂ ଆପୋର୍ୟିନ ଆବେ ଇସଲାମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତର ପଥେ ତାର ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିବେ ଯାଏ । ଅନୁରାପଭାବ, କୋନ ଲୋତ ପଢ଼ୁ ବା ସଂସଦେ ଦୁ'ଏକଟି ଆସାନେ ଲୋତେ ଦେ ଆନ୍ଦୋଳନର ପଥ ଥେବେ କାହିଁ ।

ଆସବେନା । ଇସଲାମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନା ହେଁଯାର ଆଗ ମୁହଁତ ପରିଷ୍ଠ ଏହି ଆପୋର୍ୟିନ ସଫ୍ରାମ ଚାଲିଯେ ଯାଉ୍ଯା ହବେ ଶେଇ ଦଳେର ପତ୍ରତାର ଚିନ୍ତ ।

**ପଥସଂଖ୍ୟା:** ଦଲାଟି ଇସଲାମେର ସାତକାର ଶତାବ୍ଦୀ ଅର୍ଥ ୨୩-ପ୍ଲଟିନ-ଜୁଲୁମରେ କିମ୍ବା ଏବଂ ତାଦେର ଇସଲାମ ବିବରେ ଓ ସାମାଜିକାରୀ ପ୍ରକାରରେ ତାଦେର କରନ୍ତେ ବିରକ୍ତ କରିବେ । ମୁଶାଲିମ ଭୂମିଙ୍କୋତେ ତାଦେର ସକଳ ଚାନ୍ଦାତ୍ତ୍ଵକେ ଉତ୍ସାହ କରିବେ କରିବାର ପାଇସାଳାନି ନିଜେରେ ଏବେବେ ପରିବାର ପାଇଁ ପରିବାର ଏବଂ ମୁଶାଲିମ ଦେଶେ ବାସିଯି ରାଖି ଜାଲିମ ଶାସକରୀ ଏବେଇ ଏବେଇ । ଆତଏବ, ଏକଟି ସାରିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଧିକାରୀ-ବ୍ୟକ୍ତିଗତ-ଭାବରେ ଏହାର ପାଇଁ ଅନୁରାପ କାହେବେ ସାମାଜିକଦେଶେ ମୁଶାଲିମଙ୍କରେ ବନ୍ଧୁ ମାନେ କରାଯିବେ । ତାହିଁ ଯେ ଦଳ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷଭାବେ ଏବର ରାଷ୍ଟ୍ରୀର ଶାଖେ ମୁଶାଲିମ ଭୂମିତେ ତାଦେର ଚାନ୍ଦାତ୍ତ୍ଵର ବିଷୟକେ ଦାଁଢାନ୍ତେ ହେବେ ତାକରେ ବିଜୟିତ ହେବେ ତା ସାରିକ ଇସଲାମୀ ଦଳ ହତେ ପାରେ ନା ।

**ଘଟତ:** ଇସଲାମୀ ବାଟ୍ରୀର ବାଟ୍ରୀର ସାମାଜିକର ଦଲାଟିର ପୁଣ୍ୟକ୍ଷତ ଧାରଣ ଥାକବେ ଯାଏତେ କାହିଁ ଆଲାହ ପ୍ରଦତ୍ତ ବିଜୟରେ ଇସଲାମୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କରିବା ଯାଏ ତାର ଅର୍ଥାତ୍, ପରିବାରିନ୍ଦିତ, ଶିକ୍ଷା ସବାକିଛୁ ଇସଲାମେର ଭିତ୍ତିତେ ଦେଲେ ଶାଜାତେ ଓ ପରିଚାଳନ କରାଯିବେ ପାରେ । କେବଳ ଇସଲାମୀ ଆବେଗ ନିର୍ଭବ କିମ୍ବା ଇସଲାମୀ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ପର୍କ ଦାନ କାହିଁ କରିବାକିମ୍ବିନ କୋନ ଦଳ ସାରିକ ଇସଲାମୀ ଦଳ ହତେ ପାରେ ନା ।

**ଘଟତ:** ଇସଲାମୀ ବାଟ୍ରୀର ବାଟ୍ରୀର ସାମାଜିକର ଦଲାଟିର ପୁଣ୍ୟକ୍ଷତ ଧାରଣ ଥାକବେ ଯାଏତେ କାହିଁ ଆଲାହ ପ୍ରଦତ୍ତ ବିଜୟରେ ଇସଲାମୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କରିବା ଯାଏ ତାର ଅର୍ଥାତ୍, ପରିବାରିନ୍ଦିତ, ଶିକ୍ଷା ସବାକିଛୁ ଇସଲାମେର ଭିତ୍ତିତେ ଦେଲେ ଶାଜାତେ ଓ ପରିଚାଳନ କରାଯିବେ ପାରେ । କେବଳ ଇସଲାମୀ ଆବେଗ ନିର୍ଭବ କିମ୍ବା ଇସଲାମୀ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ପର୍କ ଦାନ କାହିଁ କରିବାକିମ୍ବିନ କୋନ ଦଳ ସାରିକ ଇସଲାମୀ ଦଳ ହତେ ପାରେ ନା ।

## অধ্যায় ৫ – বিলাক্ষণ প্রতিষ্ঠান পদ্ধতি

### ১. সমাজ পরিবর্তনের পদ্ধতি

সমাজ ও রাষ্ট্রে ইসলামিক ব্যবস্থা ফিরিয়ে নিয়ে আসতে হলে সমাজ পরিবর্তনের ইসলামিক পদ্ধতি সম্পর্কেও সমান্বিত ও স্বচ্ছ ধারণা লাভ করতে হবে যাতে আমরা কাঞ্চিত পরিবর্তনের ধারণায় সমাজকে পরিচালিত করতে পারি। মুসলিম উম্মাহ'র অধিষ্ঠাপনের এই দীর্ঘ সময়কালে অনেক সৎ সংক্রান্ত ও অনেক সাহস্রী আন্দোলনের আবিস্তর ঘটেছে। তারা আন্তরিকভাবেই উম্মাহ'র এই খারাপ অবস্থা পরিবর্তনের কর্তৃত্বে আ করছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে তাদের মাধ্যম আনেকেই সমাজ সম্পর্কে পশ্চিমা দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা অনেকথেই ধ্রুভাবিত হয়েছেন – অর্থাৎ তারা মনে করেছেন সমাজ হলো কেবল অনেকগুলো ব্যক্তির সমষ্টি। তাই তারা চেষ্টা করেছেন ব্যক্তিকে অল মুসলমানে পরিণত করতে; তাকে অল আদম কায়দা, ধর্মীয় রীতি-নীতি শেখাতে এবং চিন্তা করেছেন যে ব্যক্তিগুলো যথন ভাল হবে যাবে। যদি তাদের আন্তরিক চেষ্টার ফলে অনেক মাঝে সে সব আন্দোলন ও কর্মসূচীতে অঙ্গৃত হয়ে হোল কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক সত্য হলো সমাজের বাস্তব অর্থাৎ সমাজে বিদ্যমান অপরাধ, দুর্ব্লিত, সন্ত্রাস, নিজাপতাইনতা, বিশ্বাস্থা, নেতৃত্বাত্মক জন্ম মুক্তি অর্জনের জন্ম মুক্তি প্রাপ্তি প্রয়োজনীয় শক্তি অর্জনের জন্ম মুক্তি এবং এগুলো দিন দিন বেড়েই চলেছে।

বস্তুতঃ সমাজ বলা হয় মানুষের মধ্যে সমষ্টিকে যা একই চিন্তা, একই অনুভূতি এবং একই ব্যবস্থার বক্ষনে আবক্ষ। শুধু কাঞ্চিত মানুষ একটিত হওয়াকেই সমাজ বলেন। অনেক মানুষ কোথাও একটিত হলে তাকে একটি দল বা সমাজের বলা যেতে পারে, সমাজ নয়। নে সব উপাদান একটি সমাজকে সংগঠিত করে, সে গুলো হচ্ছে কর্তৃপক্ষ সম্পর্ক তথা বীতি লীতি। অন্য ব্যবস্থার বলা যায় সমাজ হচ্ছে ব্যক্তি, চিন্তা, আবেগ-অনুভূতি এবং বিনয়। পদ্ধতিগুলোর সমষ্টির নাম। তাই কোন সমাজকে পরিশুল্ক করতে হলে সে সমাজে বসবাসকারী ব্যক্তিদের চিন্তা, অনুভূতি এবং সেখানে প্রচলিত নিয়ম-নীতি, শাসনব্যবস্থা ইত্যাদির শুল্ক তা সাধনের মাধ্যমেই কেবল তা করা সম্ভব।

যথন মানুষ কোথাও দলবদ্ধ হয়ে একটি সমাজ প্রতিষ্ঠা করে তার ভিত্তি হিসেবে কাজ করে এখন কিছু ধারণা, বিশ্বাস ও আবেগ- অনুভূতি যা তাদের স্বার মধ্যে বিদ্যমান। সেই সাথে তারা নিশ্চিহ্ন কিছু পদ্ধতিতে তাদের চাহিদা ও প্রবর্তিগুলো পূরণে একটা একান্মত প্রতিষ্ঠা করে যা তাদের সাধারণ বিশ্বাসের সাথে সংশ্লিষ্ট। তারপর তারা একটি কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করে যা বাস্তবে এসব নিয়ম-পদ্ধতি প্রয়োগ ও বক্ষা করার জন্ম যথাযথ ব্যবস্থা নেয়। এই কর্তৃপক্ষটিই হলো রাষ্ট্র বা সরকার। অতএব সমাজ নির্বাচিত উপাদানগুলোর সময়মে গঠিত :

১. বাস্তু;

২. ব্যক্তিগৱের (জনসাধারণের) মধ্যে প্রচলিত বা লালিত সাধারণ (Common) বিশ্বাস প্রসূত আবেগ-অনুভূতি;  
৩. জনগণের সাধারণ (Common) বিশ্বাস প্রসূত আবেগ-অনুভূতি;

৪. তাদের পারম্পরিক সম্পর্কের নিয়ম পদ্ধতি এবং তা বাস্তবায়ন ও বক্ষা কর্তৃর জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষ (বাস্তু/সরকার/সামাজিক নেতৃত্ব ইত্যাদি)।

সমাজের বর্তমান দুরবস্থার আবারা যদি ধ্রুক্ত পরিবর্তন আনতে চাই তাহলে সমাজ ব্যবস্থার প্রত্যেকটি উপাদান নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে হবে এবং সেগুলো পরিবর্তনের জন্য যথাযথভাবে চেষ্টা চালাতে হবে। বাস্তুগুলো সাধারণ এবং পরিবর্তনের জন্য কাজ করেছেন তাকালে দেখা যায় তিনি (সাঃ) যে সমাজে এসেছেন তা পরিবর্তনের জন্য কাজ করেছেন এবং এজন্য সমাজের সবগুলো উপাদানের দিকেই তিনি (সাঃ) মনেয়োগ দিয়েছিলেন। এবিদিকে তিনি বিভিন্ন ব্যক্তির কাজে ইসলামের দাতওয়াত পোছে দেখ্যা এবং তাঁর দাতওয়াত যাহাঙ্করীদের ইসলামী ব্যক্তি হিসেবে গঠনের কাজ করছেন, অন্যদিকে একই সাথে তিনি এই সমাজে প্রচলিত সমস্ত ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাসের মূলে আয়ত করেছেন, এসবের বিষয়ে প্রকাশ্যে প্রচারণা চালিয়েছেন এবং কঠোর বক্তব্যের মাধ্যমে ঐ সমাজের নেতৃত্বালোকে প্রতি চালাঞ্জ ঝুঁড়ে দিয়েছিলেন। এর পাশাপাশি তিনি ইসলাম প্রতিষ্ঠা ও ইসলামের বিবরণকারীদের মৌকাবিলায় প্রয়োজনীয় শক্তি অর্জনের জন্ম মুক্তি এবং পার্শ্বগামীশের বিভিন্ন শক্তিশালী গোপ্যের নেতৃত্বের কাছে ইসলামের দাতওয়াত প্রদান ও তাদের সাহায্য লাভের কাজ চালিয়েছিলেন।

বর্তমান যুগে বাস্তুগুলো সাধারণ একটিত অনুসরণে আমাদের এই অনেকসমাজী, জাহান সমাজকে পরিবর্তন করতে হলে আমাদের কর্তৃপক্ষ হচ্ছে – প্রথমত, বাস্তুগুলো হ (সাঃ) এর অনুসরণে প্রথমে কিছু ব্যক্তিকে আহ্বান করে একটি দল গঠন করতে হবে এবং তাদেরকে ইসলামী ব্যাক্তিত্ব হিসেবে গাঢ় তৈরি করতে হবে, পিছিয়েও, এ দলটিকে নিয়ে বর্তমান সমাজে জীবন সম্পর্ক প্রচলিত বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা ও মতবাদগুলোকে পরিবর্তন করার জন্য কাজ করতে হবে যার প্রতিক্রিয়া হচ্ছে প্রকারণে এসবের বিরক্তে কথা বলা এবং এসবের বিপক্ষে জনসমত্ব তৈরি করা। একই সাথে দলটি সমাজের মানবেক জৰুরি ক্ষমতা বিশেষতঃ শাসকবংশোদ্ধৃতির সব জুনো ও অন্যান্যের প্রতিবাদ জৰাবে অর্থাৎ ইসলামী রাজনীতির তিউনিতে মানুষকে সংগঠিত করবে এবং সমাজ ও রাষ্ট্রে ইসলামী প্রতিষ্ঠার তাক দিবে। তৃতীয়ত, যথন জনগণ আস্থার সাথে বুকাতে পরিবে যে একমাত্র ইসলামী জীবনদৰ্শ দ্বারাই তাদের সমাজ ও রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত এমন ব্যাপক জনসমত্বকে ভিত্তি করে, সমাজের নেতৃত্বপ্রাপ্তীয় মানবাদের সহযোগিতায় বর্তমান শেষোভ্যু প্রশংসন করে সেখানে ইসলামী খিলাফত সরকার প্রতিষ্ঠা করবে যার মাধ্যমে সামগ্রিকভাবে সমাজে ইসলাম বাস্তবিত হবে।

## ২. খিলাফত প্রতিষ্ঠায় রাস্তালুহ (সাঃ) এর পক্ষতি

খিলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য আমাদেরকে অবশ্যই রাস্তা (সাঃ) কে পথপ্রদর্শক হিসাবে এবং কর্তব্য করতে হবে: কর্তব্য এ কর্তব্য সম্পদনের ক্ষেত্রে তাঁকে (সাঃ) অনুসরণের আদেশের নামাজ, রোজা, ইব্র ইত্যাদি আরো অন্যান্য কর্তব্যের ক্ষেত্রে তাঁকে অনুসরণের আদেশের মতই। রাস্তা (সাঃ) মধীনায় প্রথম ইসলামিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তালালা) র কাছ থেকে সরাসরি নিক বিনেশ্বন পেয়েছিলেন তাই তাঁর পক্ষতি হচ্ছে ইসলামিক রাষ্ট্র (খিলাফত) প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আল্লাহ র দেয়া পদ্ধতি। আল-কুর'আনে ইব্রাহিম হচ্ছে,

“বল: এটাই আমার পথ। আমি আল্লাহ'র দিকে স্থানকে মানুষকে আহ্বান করি এবং আমার অনুসরীরাও।” [সূরা ইউসুফ: ১০৮]

প্রথমে রাস্তা (সাঃ) তাঁর (সা�ঃ) আহ্বান পরিবারের সদস্যবৃন্দ ও তাঁর (সাঃ) সারা জীবনের সাথী আর বকর (বাঃ) এর কাছে নিয়ে পিয়েছিলেন। পরবর্তীতে বিবি খাদিজা (বাঃ) ও আবু বকর (বাঃ) এর সহযোগিতায় মক্কার মানুষের কাছে তিনি এই আহ্বান পৌছে দিতে শুরু করেন। তিনি (সাঃ) তাঁদের কাছেই প্রথমে যান যাদেরকে তিনি আগে থেকে চিনতেন এবং যাদের ব্যাপারে তিনি ছিলেন আশাবাদী। এভাবে দীর্ঘ সময়ের মধ্যে যান যাদেরকে তিনি আগে মক্কা লগরীতে তাঁর (সাঃ) দাওয়াত সুপরিচিত হয়ে গেছে। প্রথমিক পর্যায়ে (যা ছিল তিনি বহু হাঁটী) ব্যক্তিগত তাঁর মক্কার অধিবাসীদের কাছে ইসলাম নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং এই সময় মক্কার ঝুগারিক সম্পদায় ও তাঁদের জীবন পক্ষতির সাথে সরাসরি কেোনও বিষয় হয়েন।

এ পর্যায়ে কুর'আনের নির্দেশনা অনুযায়ী ইসলামের অনুসারীদের ব্যতীত, অনুভূতি ও আচরণ গঠন করার প্রতি মনোযোগ দেয়া হয়েছিল। রাস্তা (সাঃ) মুসলমানদের এমন একটা দল তৈরীতে মনোযোগ হয়েছিল যারা সমাজের সাথে অবিশ্বাস প্রকাশ দেখের মেঝে কোনও পরিণতি ফোগ করার জন্য প্রস্তুত থাকবে। প্রাথমিক পর্যায়ে রাস্তা (সাঃ) সে সমাজ থেকে উর্ধ্ব আসা তাঁর (সাঃ) অনুসারীদেরকে ইসলামের চিঞ্চু-চেতনা, বিশ্বাস-মূল্যবোধ ইত্যাদি অত্যন্ত গভীর আবে বুবিয়ে আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তালালা) র উপর তাঁদের বিশ্বাসকে দৃঢ় করলেন। রাস্তা (সাঃ) ও তাঁর অনুসারীরা আলাদা আলাদা ব্যক্তি হিসাবে কাজ করলনি। রাস্তা (সাঃ) সাহাবী আরকন (বাঃ) এর মুগ্ধে তাঁদেরকে একত্রিত করে কুর'আনের দেয়া ছাঁতে তাঁদের চরিত্রকে গঠন করতেন। রাস্তা (সাঃ) এর সাহাবা (বাঃ) রা আরকন (বাঃ) এর গৃহে একত্রিত হতেন, ইসলাম সম্পর্কে শিখতেন, একসাথে

ইবাদত করতেন, ভবিষ্যৎ সংগ্রহের জন্য নিজেদের মনমানসিকতা প্রস্তুত করতেন এবং এসব কিছুই করতেন একটা দল হিসাবে।

### প্রকাশ ও ব্যাপক দাওয়াতের পর্যায়

নিখোঁজ আয়াত নাজিল হওয়ার মাধ্যমে দল গঠনের পর্যায় থেকে ব্যাপক ও প্রকাশ্য গলসংযোগের পর্যায়ে যাওয়ার জন্য রাস্তা (সাঃ) কে নির্দেশ দেয়া হয়।

“অতএব, আপনি প্রাকাণ্ডে শুনিয়ে দিন যা আপনাকে আদেশ করা হয় এবং মুন্বিরিকদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন।” [সূরা আল-হিজ্র: ৯৪-৯৬]

দাওয়াতের এই পর্যায়ে রাস্তা (সাঃ) কুরাইশদের মধ্যে বিদ্যমান জাহেল সমাজ ব্যবস্থার প্রকাশ বিরোধিতা শুরু করতেন। তিনি (সাঃ) ইসলামকে জনগণের মনে যোগের ক্ষেপ্তবিদ্যুতে নিয়ে আসাৰ জন্য কর্তৃপক্ষে সুনির্ণিষ্ট উদ্যোগ নিলেন। উদ্যোগ হৱারণ প্রক্রিয়া ও ওমর (বাঃ) ইসলাম প্রাণে করেন, রাস্তা (সাঃ) মুসলমানদের দুটি সারি তৈরী করে একটাকে হ্যারত হামায় (বাঃ) ও অন্যটাকে হ্যারত ওমর (বাঃ)। এর নেতৃত্বে প্রকাশণ কাঁ বাব চারিদিকে প্রদর্শিত করালেন। এই ঘটনা কুরাইশদেরকে স্তুতি করে দিয়েছিল। এই ঘটনার পর থেকে মুসলমানরা প্রাকাশে কাঁবা প্রাণে ইবাদত করা শুরু করেন। এই ঘটনা পর থেকে মুসলমানদেরকে একটা সুসংগঠিত দল হিসাবে উপস্থাপন করালেন যারা প্রচলিত মূল্যবোধ, চিঞ্চু-চেতনা, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, আচার-অনুশীলন, আবেগ-অনুভূতি, শাসন ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাসহ সমস্ত সমাজ কাঠামোক বদলে দেওয়ার ব্যাপারে ছিলেন পুরোপুরি বোগতসম্পন্ন ও দৃঢ় প্রতিষ্ঠ। সমাজকে পরিবর্তনের জন্য তাঁর আপোসাহিনভাবে জাহেল সমাজের মুহূর্মুরি হলেন। তাঁর আলাহ যে সত্য নাহিল করেছেন তা দ্বারা মিথ্যাকে দূর্বিভূত করার বিবামহিন সংগ্রাম শুরু করলেন।

দাওয়াতের এই পর্যায়ে রাস্তা (সাঃ) জাহেল সমাজের অভিজ্ঞতাত্ত্ব ও ধন সম্পদ কেন্দ্রিক মূল্যবোধগুলোকে আঘাত করলেন, সমাজের অভিবী ও বিষ্ঠিত শ্রেণীর প্রতি কুরাইশ নেতৃত্বের বিনুবী নীতি ও তুষ্ণ-তাছিম্বের মোকাবেলা করলেন, তাঁদের দেন্দিন অর্থনৈতিক চর্চাকে নিষ্পা করলেন।

তৎকালীন সমাজ যাবস্থার ধারক ও নিয়ন্ত্রণকারী কুরাইশ জেতুরুকে দ্যাঙ্গে করলেন:

“এবং হোক আরু লাহাবের হস্তদয় এবং সে নিজেও। কেনন কাজে আসেনি তার ধন সম্পদ যা সে উপার্জন করেছে। সতরুই সে প্রেৰণ করবে লেজিহান অধিতে এবং তার স্ত্রীও; যে ইকুন বহন করে, গলায় খেজুরের বাণি নিলে।” [সূরা লাহুব: ১-৫]

ব্যাপক জনসংযোগের পর্যায়ে ইসলামিক ধারক দলকে আবশ্যই অত্যন্ত সাহসী ভূমিকা নিতে হবে যেমনভাবে রাস্তা (সাঃ) ও তাঁর সহবাগণ (বাঃ)। কর্তৃপক্ষ সৎ ইসলামিক অন্দেলগুলকে অবশ্যই আমাদের বর্তমান সমাজে প্রচলিত পুঁজিবাদ, গণতন্ত্র, সমাজজীবন, ইত্যাদিসহ আরো যা বুদ্ধবৰ-জাহানে মতবাদ ও চিন্তা-চেতনা আছে প্রেঙ্গলোর আঙ্গি, দূর্বীলি ও উজ্জ্বলের প্রমাণে জনগণের সমাজে উপষ্ঠপাল করতে হবে এবং তার

বিপরীতে ইসলামের সত্য ও ন্যায়ের বালীকে উপস্থাপন করার মাধ্যমে আদর্শিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও রাজনৈতিক সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। একই সাথে শাসকগোষ্ঠীর প্রতিরোধ, ন্যূনসত্তা, বড়ুয়াজ এবং জনবিচারী নীতিকে জানাতে হবে এবং সব জুলুম ও অন্যায়ের প্রতিবন্দ করার মাধ্যমে রাজনৈতিক সংগ্রাম ঢালিয়ে যেতে হবে। যারা কোনও সমাজের প্রাণ থেকে বিবরত হবে তারা রাসূল (সা:) এর পদ্ধতিকে অনুসরণ করতে ব্যর্থ হবে।

### বাস্তু ব্যবস্থাকে অপশারণ করার পর্ব

শোকের বৎসরের পর রাসূল (সা:) মক্কার বাইরের বিভিন্ন গোদের কাছে নিজেকে উপস্থাপন করতে হলে এ সমাজে ইসলামের ভিত্তিতে সব কিছু পরিচালনা করার ব্যাপারটিকে একটি জনমতে পরিণত করতে হবে; আর এর উপর হচ্ছে সমাজের সর্বার্থসম্মত সমাজ ও রাষ্ট্রের ক্ষমতি ও অবিবৃষ্টপনাকে দ্বারা সম্প্রসারণ করাতে হবে; আর এর উপর হচ্ছে সমাজের সর্বার্থসম্মত সমাজের প্রতি বিদ্যমান শাসকগোষ্ঠীর জুলুম ব্যঙ্গনাকে তুলে ধরা। কীভাবে এ সকল শাসকগোষ্ঠীর অর্থ-সম্পদ লুটপাট করাতে, দিনের পর দিন জনগণকে বৌলিক অধিকার বর্ধিত করাতে, তাদের সার্বভ্যূবাদী বিদেশী প্রভুদের পদলেহন করতে এবং দেশের সম্পদ ও নিয়ন্ত্রণ তাদের হাতে তুলে দিয়ে এসব কিছু পরিকল্পনাকে উন্মেচন করে দিয়ে জনগণের সমন্বে তাদের ষষ্ঠপ ধোকাশ করে দিতে হবে এবং জনগণকে সাথে নিয়ে সম্মত সকল জাতিন্ত্রিক উপায় তাদের এসব কর্মসূতের বিবরণে তৈরি প্রতিবাদ জানাতে হবে এবং প্রতিরোধ গঠে তুলাতে হবে। ক্রমাগতভাবে এসব কর্মসূতীর মাধ্যমে এসব শাসকগণের পূরোপুরি জনগণের ঘূর্ণ পাত্রে পরিণত করতে হবে।

শোকের বৎসরের পর রাসূল (সা:) এর হিজরতের পূর্ব পর্যন্ত মুসলাম বিন উমায়ের পুরোপুরি জনগণের প্রতিবর্তন আনন্দে আনন্দিত, এবং এই সমাজের ব্যবস্থার কার্যকারিতা ও প্রশংসন ক্ষেত্রে উপস্থাপন করতে হবে। ধর্মাবিহীক ও ব্যাপকভিত্তিক আলোচনার মাধ্যমেই কেবল জনমত তৈরী করার যায়। যারা সমাজ পরিবর্তন করতে চায় তাদেরকে অবশ্যই সমাজের জনসাধারণের সাথে মিশতে হবে। এই প্রক্রিয়ায় জনবিচ্ছুতার কোনও স্থান নেই। একটা দীর্ঘ ও কঠকর বুঝিবিভিত্তিক ও রাজনৈতিক সংঘান্তের শিরে সমাজকে অবশ্যই ইসলামী মতামতে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে হবে। তাই ইসলাম প্রতিশ্রুত কোন কাজে আসবেন আর রাষ্ট্রব্যবস্থা হাতে না থাকা অবস্থায় জনমতকে দীর্ঘ সময় একটা বিষয়ে এমন এমন ধরণে জনগণকে পরিচালিত না করালে। জনমত কোন কাজে আসবেন আর রাষ্ট্রব্যবস্থা হাতে না থাকা অবস্থায় জনমতকে দীর্ঘ কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে জনগণকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিতে পারে। অতএব, ইসলামী রাষ্ট্রের ব্যাপারে জনগণত তৈরী হওয়ার পর জৰুরী হচ্ছে জনগণকে সংগঠিত করে একটি গণআলোচনা হিসেবে কর্মসূত যাবতী করার পথে আনন্দে আনন্দ হচ্ছে একটি বাস্তব কর্মসূত যাবতী করার মাধ্যমে।

সক্রিয় বা নীরব সমার্থনের মাধ্যমে। যদি এই সমর্থনকে বিবেকে পরিষেব পরিণত করা যায় এবং অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেয়া যায় তাহলে এই ব্যবস্থা বা শাসকের ভিত্তি নড়ে যায় এবং এর পতন ঘটানো সম্ভব হয়। এ ব্যাপারটিই হলো জনমত পরিবর্তন আর একটি সমাজকে ভেঙে আরেকটি সমাজ প্রতিষ্ঠা করার পথে জনমতের এই পরিবর্তন ঘটানো অপরিহার্য একটি বিষয়।

যেহেতু জনমত একটি সমাজ মান করতের ভিত্তি কাজেই বর্তমান সমাজকে ইসলামী সমাজে পরিবর্তন করতে হলো এ সমাজে ইসলামের ভিত্তিতে সব কিছু পরিচালনা করার ব্যাপারটিকে একটি জনমতে পরিণত করতে হবে; আর এর উপর হচ্ছে সমাজের সর্বার্থসম্মত সমাজ ও রাষ্ট্রের ক্ষমতি ও অবিবৃষ্টপনাকে দ্বারা সম্প্রসারণ করাতে হবে। এবং জনগণের প্রতি বিদ্যমান শাসকগোষ্ঠীর জুলুম ব্যঙ্গনাকে তুলে ধরা। কীভাবে এ সকল শাসকগোষ্ঠীর অর্থ-সম্পদ লুটপাট করাতে, দিনের পর দিন জনগণকে বৌলিক অধিকার বর্ধিত করাতে, তাদের সার্বভ্যূবাদী বিদেশী প্রভুদের পদলেহন করতে এবং দেশের সম্পদ ও নিয়ন্ত্রণ তাদের হাতে তুলে দিয়ে এসব কিছু পরিকল্পনাকে উন্মেচন করে দিয়ে জনগণের সমন্বে তাদের ষষ্ঠপ ধোকাশ করে দিতে হবে এবং জনগণকে সাথে নিয়ে সম্মত সকল জাতিন্ত্রিক উপায় তাদের এসব কর্মসূতের বিবরণে তৈরি প্রতিবাদ জানাতে হবে এবং প্রতিরোধ গঠে তুলাতে হবে। ক্রমাগতভাবে এসব কর্মসূতীর মাধ্যমে এসব শাসকগণের পূরোপুরি জনগণের ঘূর্ণ পাত্রে পরিণত করার পথে।

এর পশ্চাপাণি সামাজিক অপন, বাজারেতিক অপন সর্বার্থ ইসলামী ব্যবস্থার কার্যকারিতা ও শ্রেষ্ঠত্বকে জোরেশের উপস্থাপন করতে হবে। ধর্মাবিহীক ও ব্যাপকভিত্তিক আলোচনার মাধ্যমেই কেবল জনমত তৈরী করার যায়। যারা সমাজ পরিবর্তন করতে চায় তাদেরকে অবশ্যই সমাজের জনসাধারণের সাথে মিশতে হবে। এই প্রক্রিয়ায় জনবিচ্ছুতার কোনও স্থান নেই। একটা দীর্ঘ ও কঠকর বুঝিবিভিত্তিক ও রাজনৈতিক সংঘান্তের শিরে সমাজকে অবশ্যই ইসলামী মতামতে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে হবে। তাই ইসলাম প্রতিশ্রুত কোন কাজে আসবেন আর রাষ্ট্রব্যবস্থা হাতে না থাকা অবস্থায় জনমতকে দীর্ঘ আদেলান্তর কর্মীরা সব ক্ষেত্রে জনগণের অধিকার আদায়ের সংশ্লেষণে তাদের সাথী হবে, উচ্চাহ'র স্বার্থকে সংরক্ষণ করবে এবং উচ্চাহ'কে তার উপর চাপায়ে দেওয়া অস্থায়, অত্যাচার ও জুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার জন্য উৎসাহিত করবে। এভাবে ইসলামী রাষ্ট্রের দাবী জনমতে পরিণত হবে।

বিষ্ণু ইসলাম প্রতিষ্ঠা করাকে একটি জনগনতে পরিণত করাই লক্ষ্য অর্জনের একমাত্র ধাপ নয়; কেননা কোন একটি বাস্তুর কাজের দিকে এই জনগনতকে পরিচালিত না করালে জনগনত কোন কাজে আসবেন আর রাষ্ট্রব্যবস্থা হাতে না থাকা অবস্থায় জনমতকে দীর্ঘ সময় একটা বিষয়ে এমন এমন ধরণে জনগণতকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিতে পারে। অতএব, ইসলামী রাষ্ট্রের ব্যাপারে জনগণত তৈরী হওয়ার পর জৰুরী হচ্ছে জনগণকে সংগঠিত করে একটি গণআলোচনা হিসেবে কর্মসূত যাবতী করা। এই গণআলোচনা হিসেবে একটি বাস্তব কর্মসূত যাবতী করার মাধ্যমে।

### ৩. জনমত পরিবর্তন এবং গণআলোচনান সৃষ্টির গুরুত্ব

সমাজ পরিবর্তন করতে হলো সমাজের প্রতেক্ষ্যকেই পরিবর্তন করতে হবে এমন কোনও আবশ্যিকতা নেই। যা আবশ্যিক তা হল সাম্প্রতিক মতামত বা জনমতের পরিবর্তন সাধন। কোন সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা বা শাসক টিকে থাকে এই ব্যবস্থা বা শাসকের প্রতি জনগণের

জনমতকে একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য আর্জনে পরিচালিত করা হবে এবং এই গণআনন্দলগের চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে বিদ্যমান সরকার দ্বারা প্রয়োজন প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠান এবং তদস্থলৈ ইসলামী শাসনব্যবস্থা। অতএব, গণআনন্দলগের ইচ্ছে জনমত বা গণজাগরণের টিক পরবর্তী ধাপ।

আমরা যদি বাস্তুল্লাহ (সাঃ) এর পক্ষিতির দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাবো যে, তার ইসলাম প্রতিষ্ঠার পথে এই ধাপগুলো ছিলো। তিনি মাকায় ইসলামকে একটি জন্মতে পরিণত করার লক্ষ্যে ব্যাপক ধ্রুব হারান চালিয়েছেন। মাকায় যেখানেই জনসমাজ হতে সেখানেই বাস্তুল্লাহ (সাঃ) ঢালে যেতেন এবং ইসলামকে তুলে ধরতেন আর কাফেরদের বিশাস ও বীতি-নীতির কাফোর সমালোচনা করতেন। তিনি মাকার তৎকালীন কাফের গেও তব স্বরূপ জনগণের সামনে উয়েচান করে দিতেন। ‘আর লাহারের হস্তধর ধ্রুব হোক’ বা ‘আপনি কি এই লোকিটিকে দেখেছেন যে কিয়মতকে অধিকার করে এবং এইমদের তাড়িয়ে দেয়’ – কুরআনের এসব আধ্যাতের মাধ্যমে তিনি আবু লাহাব, আবু জাহেল – এসব সমাজগতি বা শাসকদের বিকাশকে জন্মত দেখিতে করেছিলেন এবং এদের বিরুদ্ধে মানুষকে সংগঠিত করে ইসলামী গেওত্তু প্রতিষ্ঠার আয়োজন জানিয়েছিলেন। এভাবে একসময় ইসলাম মাকার সর্বাঙ একটি আলোচনার বিষয়ে পরিণত হয়। অনুরূপে, তিনি মদীনা থেকে ইসলাম এবং আগত প্রতিনিধিত্বের সাথে ঝুঁসাব বিন উমায়ের (সাঃ) কে পাঠিয়ে ছিলেন, যিনি মদীনার ঘরে ঘৰে ইসলামকে পেছে দিয়ে মদীনার সমাজে ইসলামকে একটি জনমত পরিচিত করেছিলেন এবং মদীনার বিদ্যমান সরকার দ্বারা প্রয়োজন পাতেন এবং তদস্থলৈ ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন।

আমাদেরকেও বর্তমান সমাজের পুঁজিবাদী শাসনব্যবস্থা ও শাসকগোষ্ঠী বিরুদ্ধে জনমত তৈরী করতে হবে এবং পরিচয়ে এই জেগে উঠা জনগণকে পরিচালিত করতে হবে একটি গণআনন্দলগের দিকে যার মাধ্যমে আমরা প্রচলিত শাসনব্যবস্থা পরিবর্তন করে ইসলামী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে পারবো।

#### ৪. সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামের অপরিহার্যতা

ইসলামের ভূমালগু থেকেই ঈমান ও কৃকরের মাধ্য আপোহীন দ্বন্দ্ব ও সংগ্রাম চলে আসছে। আলাহ (সুবহানাহ ওয়া তা�'আলা) পরিব কুর্স আগে ইসলাম ও কৃকরের বিষয়টি সুল্পষ্টরূপে প্রকাশ করে দিয়েছেন এবং ইসলামদেরকে এ মর্মে সতর্ক করে দিয়েছেন যে তারা যেন কখনই কাফের শক্তিকে নিজেদের বন্ধু বা নিজ হিসাবে নেয়। আলাহ (সুবহানাহ ওয়া তা�'আলা) বলেন,

“হে ইমানদারগণ, তোমরা নিজেদেরকে ব্যুত্তি অন্য কাউকে অত্তু অব্দ বন্ধু হিসাবে অহণ করোন। তারা তোমাদের সাথে শক্রত করতে বিল্মুত্ত জুটি করেন; তারা শুধুমাত্র তোমাদের অসংহারী কামনা করে। বাস্তবে শক্রত তাদের মুখ হতে প্রকাশ হয়ে পড়েছে আর তাদের অন্তরে যা আছে তা আরও ভয়াবহ।” [সুরা আল ইমরান : ১১৮]

বিলাফত প্রতিষ্ঠার আনন্দলক্ষণীদের এটা সুল্পষ্টরূপে বুঝে নেয়া প্রয়োজন হে, বর্তমান পৃষ্ঠামুহু এবাই সংখ্যবদ্ধ হয়ে ইসলামানন্দেরকে বিভঙ্গ করার জন্য, তাদের ভূমিতে নিজেদের দখলদারিত প্রতিষ্ঠার জন্য এবং পৃথিবীতে ইসলামের নেতৃত্ব মাথা তুলে না দাঁড়িতে দেখার জন্য ১৯২৪ সালে খিলাফত দ্বারা প্রয়োজন হচ্ছে। এদেরই পূর্বপূর্ববর্ষীয় শাতকের ইসলাম ও ইসলামানন্দের নিশ্চিহ্ন করার জন্য ঝুঁসিট পরিচালনা করেছে। ইসলামের আবিভাবকালে ইসলামবিদ্যার শক্তিগুলো ছিলো, যথা-মাকার কাফের নেতৃত্ব এবং তৎকালীন পরামুক্তি রোম ও পারস্য – বর্তমান যুগে সাম্রাজ্যবাদী কাফের বাস্তুসময় হচ্ছে তাদেরই আরো শক্তিশালী ও সংবর্ধনী প্রতিরূপ। এসব কাফের শক্তি ও রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে প্রধান হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ ও ইউনিয়ন, ভারত, ইসরাইল, রাশিয়া এবং ফ্রান্স।

এই সমাজবাদীর বিশ্বেতোঁ তাদের নেতৃত্ব আবেরিকা ব্যাপক প্রচারাভিযান চালিলে যাচ্ছে যাতে শুধুমাত্র পুঁজিবাদকেই মুসলিম ভূমিস্থূরের উপর পারিয়ে দিতে পারে। তারা মুসলিম উন্মাদ প্রণালীগুলি এবং খিলাফত রাষ্ট্রের অধীনে অশান্ত জাতি থেকে থত্ত্ব একটি একক ঐক্যবর্জ জাতি হিসেবে বিশ্বকাষে মুসলিমদের পুরোবিভাগের ভয় ভূত। সাম্রাজ্যবাদীরা এই তোবে আতঙ্কিত যে বিশ্বের নেতৃত্বে মুসলিমরা হয়েতো আবারো ফিরে আসবে এবং শুধু মুসলিম ভূমিগুলোতেই নয় বরং পুরো বিশ্বের উপরই তাদের বর্তমান প্রভাব ও শার্থের অবশ্যন থাইবে। এই সত্ত্বটি বুরাতে ধোরে আবেরিকাসহ বাকি সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদকে মুসলিম ঝুরিগুলোতে প্রতিষ্ঠিত করার বিষয়ে গেমেটে। এই পাশাপাশি এই মিশনের আরো যা উদ্দেশ্য তা হলো, প্রাকৃতিক ও বিবিধ সম্পদ সমূহ মুসলিম ভূমিগুলোর অতীবীন লোড ও উক্ষাভিলো, মুসলিম ভূমিগুলোর ভৌগোলিক অবস্থান ও কৈশলগত সুবিধাকে করায়তে করা, মুসলিম রাষ্ট্রগুলোকে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলোর বিশাল মার্কেটে পরিণত করা এবং নিজেদের শিক্ষকারখানা পরিচালনার জন্য মুসলিমদের বিশাল তেল সম্পদ ও অণ্যাণ্য কাঁচামাল হত্তগত করা।

এসব সাম্রাজ্যবাদী কাফেরের রাষ্ট্রগুলো নিজেরাই সরাসরি আপোহ বিভিন্ন আজৰ্জাতিক জোট, অপর্ণিতিক ও সামরিক সংস্থাকে ব্যবহার করে সফ্টব্য সকল উপরে প্রবীরিত মুসলিমদের একমাত্র পুরোবিভাগ করার চেষ্টা করছে। একের পর এক তাদের ভূমিগুলোতে হালা দিছে, বাঙ্গের বন্যা বইয়ে দিছে, তাদের সম্পদ লুটে নিয়ে যাচ্ছে। আর তাদের এ সকল কাজে তাদেরকে সাহায্য করে যাচ্ছে বর্তমান মুসলিমদের নিজের জন্য কাঁচামাল হত্তগত তাঁবেদার শাসকবর্গ।

এসব ভার্জেন শাসকগুলোষি এবং তাদের বংশধরেরা যুগ যুগ ধরে বেমান সাম্রাজ্যবাদের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে তাদের কৌরাক হয়ে কাজ করছে অণ্যদিকে তারা নিজেদের মুসলিম জনগণকে সব ধরণের অধিকার বাধ্যত করছে। মুসলিমদের সম্পদ দখলদারদের

হাতে হৃলি দিয়ে তাদের উপর শোষণ নির্ধারিত চালিয়ে যাচ্ছে। তারা সামাজিকদের ক্ষেত্রে মুসলিমদেরকে তাদের দীর্ঘ দিকে ঠেঁকে দিচ্ছে;

মুসলিমদের উপর কাফেরদের আধিপত্য বিস্তরের জন্য বিশ্ব জুড়ে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোকে কাফেরদের অনুকূলে একের পর এক দাসত্বের ফুক্তি আবদ্ধ করছে, মুসলিম উচ্চাহ'কে দূর্বল ও ধৰ্মস বর্ষার জন্য কাফেরদের সব চাহুড় বাস্তবায়ন করছে, এবং জনগণের মধ্যে মুখ বুঝে সারে নেয়া বা ধোনে নেয়ার পরিবেশ সৃষ্টি করে যাচ্ছে যাচ্ছে করে কেউ মুখ খুলে সত্ত উচ্চারণের সাহস না করে। এতসব বৈরী আচরণের একটাই উদ্দেশ্য আর তা হলো উচ্চাহ'কে কুফর ও কাফেরদের কাছে মাথা নত করতে বাধ্য করা।

অতএব, খিলাফত প্রতিষ্ঠার আলোচনার কাছেরদের এবং তাদের তাঁবেদার শাসকদের বিষয়কে রাজনৈতিক সংগ্রাম করা অপরিহার্য হন এর মাধ্যমে মুসলিম দেশগুলো থেকে সামাজিক কাফেরদের চিন্তাগত, সংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামরিক ডিতঙ্গণের মৃজাঙ্গাটন করা সম্ভব হয়।

এই আলোচনার নেতা ও কর্মসূলদেরকে সামাজিকবাদী ষাণ্ডি এবং তাদের দেশীয় রাষ্ট্রদত্ত বা কট্টর্ণাতিক কতৃক সংলাপকে উৎসাহিত করা, রাজনৈতিক সংক্ষরণ সাধন, শশাসন ও গণতান্ত্র প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির নামে মুসলিম দেশগুলোর আভ্যন্তরীন রাজনীতিতে দেকেন ধরণের হস্তক্ষেপের বিষয়ক ক্ষেত্রে দাঁড়িতে হবে। একই সাথে ভারত-মার্কিন-ইউ-ইস্রাইল তথা কোন শক্র রাষ্ট্রে সাথে যথন কোন আয়োজিক বা মুসলিমদের স্বত্ত্বাধীন সম্পদিত হয় সেগুলো বাতিল করাৰ জন্য রাজনৈতিক সঞ্চালন চালাতে হবে। ভারত-মার্কিন-ইউ-ইস্রাইল তথা কোন শক্র রাষ্ট্রের সাথে কোন ধরণের সামরিক চৰ্কি কিংবা ট্রানজিট ইত্যাদি বিষয়কে ক্ষেত্রে দাঁড়িতে হবে। কেননা এসব হস্তক্ষেপ, ষাণ্ডি বা সমরোতার একটা মাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদেও দেশের উপর সামাজিকদের প্রভাবকে প্রতিষ্ঠ করা এবং তা চালিয়ে যাওয়া অথচ আলাই (সুব্রহ্মণ্য ওয়া তাঁ আলা) ষষ্ঠীতৰী মুসলিমদেরকে এটা অনুমোদন করতে নিষেধ করবেছেন এই বলে যে,

“আলাই কখনোই মুমিনদের বিষয়কে কাফেরদের জন্য কোন পথ রাখবেন না।”

[স্রূ নিমা : ১৪৪]

আলোচনার ক্ষেত্রে এই সংগ্রামে দেশীয় অর্থনীতির উপর সম্মতবাদী কাফেরদের অর্থনৈতিক হস্তক্ষেপকে প্রত্যক্ষ্যানের জোরালো আলোচনা জালাতে হবে। তাদের মুক্তবাজার অর্থনীতিক প্রত্যক্ষ প্রভাব রয়েছে মুসলিমদের উপর। যাত্রুবাজার অর্থনীতি আমাদের নিজের অর্থনীতিক উৎপাদনমূল্য অর্থনীতিতে পরিণত হচ্ছে বাধা দেয় বৃহৎ শিল্প স্থাপনে বাধা সৃষ্টি করবে যার পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিকবাদী ধনী রাষ্ট্রগুলো আমাদের দেশের উপর তাদের অর্থনৈতিক ও ব্যবসায়িক আধিপত্য বজায় রাখে, আমাদেরকে তাদের পথের বাজারে পরিণত করে এবং পরিণামে মুসলিম জনগণ ও তাদের ভূমির উপর কাফেরদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়।

মুসলিমদের অর্থনীতিতে সামাজিকবাদী প্রতিষ্ঠানসমূহের (যোমন আই-এম. এফ, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, এ.ডি.বি. ইত্যাদি) যে কোন ধরণের খরচদারী সম্পর্কের বক্তব্য করার জন্য শাসকদের বিষয়কে আলোচনা ও চাপ সৃষ্টি করতে হবে। সকল প্রকার অসম বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক ষাণ্ডি বাতিল করার জন্য শাসকদের বিষয়কে সংগৃহীত করে আলোচনা নথাতে হবে। একইভাবে মুসলিমদের জুলানী সম্পদ তেল-গ্যাস-কয়লা-ইউরেনিয়াম ও অন্যান্য খনিজ সম্পদ কখনোই বিদেশী কোম্পানীর হাতে তুলে দেখা যাবেনা। রাষ্ট্রগুলো (সাঃ) ইরশাদ করেন, “তিনটি জিনিষের মাঝে সকল মানুষ শর্ষিক / এগুলো হচ্ছে পানি, চারণ ভূমি এবং আঙুল /” সুতরাং, ভূলানী হচ্ছে গোমালিকানাধীন একটি সম্পদ এবং এ সম্পদ বিবেশীদের হাতে তুলে দেখার সকল ষড়যন্ত্র প্রতিষ্ঠত করতে হবে যেন সামাজিকবাদী এসব কোম্পানীকে এদেশ থেকে চিরতার বের করে দেখা যায় এবং আমাদের নিজেদের সম্পদের উপর নিজেদের পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হয়।

এভাবে খিলাফত প্রতিষ্ঠার আলোচনার অন্যতম কর্মসূচী হতে হবে জনগণকে সামাজিকবাদী কাফের ষাণ্ডির বিষয়কে সঠিত করে সঠিত করে করার ও তাদের বিষয়কে ক্ষেপিয়ে তোলা এবং তাদের দেশীয় তাঁবেদার শাসকদের বিষয়কে জনগণকে সংগৃহীত করে গোত্রাবেগোত্রান ও গণপ্রতিরোধের মাধ্যমে চূড়ান্তভাবে তাদেরকে অপসারণ করা। সেমিনার, লিফলেট, পোস্টার, বক্তৃতা, সমাবেশ, মিছিল, ইত্যাদি সঙ্গীত দেশের অভিভাবক সামাজিকবাদীদের সব নতুন নতুন পরিকল্পনা ও মুক্তির পুরোপুরি উন্মোচন করে তা উভে ধরতে হবে জনগণের সামনে, দেশে দিতে হবে কীভাবে আধিকার বিষ্ঠিত হচ্ছে তারা, কীভাবে তাদের সীমান ও ইসলামের বিষয়কে বিষয়ক হচ্ছে তাদের উপর সামাজিকবাদীদের ধারা বিস্তার করছে এমন ধরণে। একই সাথে জনগণকে আহ্বান করতে হবে এসবের বিষয়ক সোজার হওয়ার, নিজেদের ভূমিতে তাঁবেদার শাসকদের প্রতাখ্যান করার, তাদের মে কোন সেশনবিবো-গুগুবিবো-ইসলামবিবোহী সিদ্ধান্তের বিষয়কে আলোচন করার।

যখন সামাজিকবাদীদের সকল ষড়যন্ত্র ও তাদের বসানো তাঁবেদার শাসকদেরকে জনগণ নিজেদের ও ইসলামের চরম ষাণ্ডি হিসেবে চিহ্নিত করতে পারবে এবং এদের বিষয়কে বিষ্কুদ ও সংগৃহীত হয়ে এদের কাছ থেকে মুক্তির পথ খুজে নেওয়া তথ্য জনগণকে নিয়ে একটি গণ-আলোচন পরিচালন করে যিলাফত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দিকে তাদের নিয়ে যেতে এই খিলাফত তাঁবেদারকে জালেম শাসকদের হাত থেকে মুক্ত করবে, তাঁদের অধিকার ফিরিয়ে দেবে এবং একই সাথে এই ষাণ্ডি গুলিফাট রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাতা ইসলাম ও মুসলিমদের চিরশ্রেষ্ঠ সামাজিকবাদী কাফের রাষ্ট্র ও শক্তিশালীর বিদ্যম ঘন্টা বাজাবে যাতে করে গৃহিতীভূত ইসলামই একমাত্র বিজয়ী জীবনব্যবস্থা হিসেবে কঢ়ত্ব করতে পারে।

## অধ্যায় ৬ – ইসলাম প্রতিষ্ঠার আলেক্সান্দ্রিয়ার গুণবলী

### ১. ইসলামের দাওয়াত বহনকারীর গুণবলী

আলাহ (সুবহানহ ওয়া তা'আলা) বলেন,

“তোমরাই সর্বোভূম জাতি, মানবজাতির কল্যাণসাধনের জন্য তোমাদের উভ্র ঘটানা হয়েছে, তোমরা সৎ কাজে আগ্রহ করবে এবং অসৎকাজে নিষেধ করবে।”

[সুরা আলি ইমরান : ১১০]

তিনি আরো বলেন,

“তার দেয়ে উভ্রম কথা কর, যে মানুষকে আলাহ'র প্রতি আস্রান করে, সৎকাজ করে প্রথম আয়াতে ফুসলিমদেরকে সর্বোত্তম জাতি বলা হয়েছে এবং তার কারণ হিসেবে বলা হয়েছে যে তারা বাকি মানবজাতিকে সৎকাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করে – অতএব বেরো গেলো, এ কাজ একটি শ্রেষ্ঠত্বসূচক কাজ।

প্রথমত: ইসলামের দাওয়াতকে খালুয়াতের কাছে পৌছে দেয়া এবং ইসলামকে সমাজে ফিরিয়ে আনা এটা হতে হবে তার জীবনে মূল ক্ষেপিবিদ্যু। এটাকে ধ্যেই সাজাতে হবে তার অন্য সব কর্মকাণ্ড যেমন : জীবিকা, পেশা, পঞ্চাশোন্ন, বিয়ে, জীবন-যাপনের মান ইত্যাদি। এসব ব্যাপারে একদিকে যেমন সে শারী'আই নির্ধারিত হালাল-হারামকে সৃষ্টিভাবে মেনে ঢালে তেমনি অন্যদিকে এমনভাবে এঙ্গোলাকে বিন্যস্ত করবে যাতে করে এঙ্গোল কোণটা তার দাওয়াত কার্যে বাধা হয়ে দাঁড়িতে না পারে। তার প্রধান লক্ষ্য থাকতে হবে ইসলাম প্রতিষ্ঠা এবং আর সব কিছুকে এ লক্ষ্য অর্জনের সহযোগিতাপে সাজাতে হবে। আলাহ তাআলা বলেন,

“যদি তোমাদের পিতারা, তোমাদের পুত্ররা, তোমাদের ভাইয়া, তোমাদের স্ত্রীরা, তোমাদের আজীবন, আর ঐসব সম্পদ যা তোমরা অর্জন করেছো আর ঈ যবসা যাচ্ছ তোমরা মন্দ পড়ার আশংকা করছো অথবা ঈ গৃহসমূহ যেখানে অতি আনন্দে বসবাস করছে, (এসব কিছু যদি) আলাহ ও তাঁর রাশুলের দেরে এবং তাঁর পথে সংহার করার

চেয়ে তোমাদের নিকট অবিক প্রিয় হয় তবে অপেক্ষ কর যে পর্যন্ত না আলাহ তাঁর শাস্তির) নির্দেশ পঠিয়ে দেন।” [সুরা তত্ত্বা : ২৪]

ছিটিয়ত: তার ব্যাঙ্গিত চার্চে ও আমাজনে সে হওয়া উচিত সবার অনুসরণযোগ্য দৃষ্টিতে কেননা, মানুষ একজনের কথা খনে বাতুক উত্তুক হয় যার চেরেও বেশী উত্তুক হয় তার কাজে। তদুপরি কথা ও কাজের মধ্যে পার্থক্য পেলে মানুষ কথাও হাহণ করতে চায়ন। অতএব সে মানুষকে যা বলবে সর্বাঙ্গে তার নিজের মাঝেই সেটা থাকা উচিত। আলাহ তাঁরা বলেন,

“তোমরা কি লোকদেরকে সৎকাজে আদেশ করতেছে এবং তোমাদের নিজেদের বেলায় ভুলে থাকছো?” [সুরা বাকুরা : ৪৪]

তুলে থাকছো?” [সুরা বাকুরা : ৪৪]

তৃতীয়ত: তাকে চিন্তাভাবনা করে এবং লক্ষ্য ঠিক করে কাজ করতে হবে। একইসাথে তাকে তার লক্ষ্য অর্জিত হচ্ছে কিনা এবং বাস্তবে সে ফল লাভ করতে কিনা সবসময় সেটা হিসেব-নিকেশ করে দেখতে হবে। কেবল আবেগ নিভর বিষ্ণ চিন্তাহীন, লক্ষ্যহীন কাজে কেনন ফল আসে না। লক্ষ্য এবং লক্ষ্যে পৌছানোর মূল্যমন সময় এ দৃষ্টি নির্ধারণ না করে এমনি এমনি কাজ করতে থাকলে কাজে গুরুত্বলাভ ও আসবে না। আবার, একটি কাজ একভাবে করে ফললাভ হচ্ছে কিনা তা নিয়ে সচেতন না থাকলে ফললাভ করার অন্য উপায়ের চিন্তা ও মাথায় আসবে না। রাস্তজুলাই (সাঃ) বলেন,

“প্রতিটি বিষয় চিন্তা-ভাবনা করে এহণ করবে। যদি এর পরিণাম উভয় মনে হয়, তবে তা করবে।” (মুসলিম)

তিনি (সাঃ) আরো বলেন,

“সুচিত্তি কর্মপ্রাপ্তির সমতুল্য কোলত বুদ্ধি নেই।” (মেশকাত)

লক্ষ্য ঠিক করার পাশাপাশি আরো যে গুণটি থাকা দরকার তা হলো লক্ষ্য অর্জনে দৃঢ় সংকল্প। সঞ্চার সকল উপায় তাকে আপ্রাপ্ত চেষ্টা করতে হবে লক্ষ্য পৌঁছার। দৃঢ় সংকল্প না থাকলে সে লক্ষ্য স্থির করার প্রয়োগ বীরগতিতে চলাতে থাকবে।

চতুর্থ: তাকে চিন্তালি ও সৃষ্টিলি হতে হবে। অর্থাৎ মানুষের কাজে দাওয়াত পৌছে দেয়ার নতুন নতুন কৌশল ও পদ্ধতির উভাবক হতে হবে। তাহলে সে সব ধরণের পরিষ্কৃতি ও সুযোগকে কাজে লাগিয়ে দাওয়াত কর্বে সাবেচ ফল লাভ করতে পারবে। এর পাশাপাশি তাকে বিচক্ষণ হতে হবে এবং দাওয়াহ র পথে একই ঝুল যাতে বারবার না হয় সে ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে। রাস্তজুলাই (সাঃ) বলেন,

“মু’মিন কথনো একই গতে দু’বার দংশ্মিত হয় না।” (বুখারী, মুসলিম)

অর্থাৎ, পুনঃ পুনঃ একই ঝুল করেন।

তার দাঙ্গয়াতের পক্ষটি হওয়া উচিত হস্তযাহী ও সবার বেঁধগম্য। আর এটা তখনই  
সঙ্গে যখন সে প্রতিটি মানুষের আলাদা বাস্তবতা বুঝতে। তখন সে যার যাব বাস্ত  
বতা অনুযায়ী তার কাছে ইসলামকে উপস্থাপন করতে পারবে। তা নইলে তার দাওয়াত  
হবে প্রভাবশূন্য এবং তা মানুষকে বিরক্ত করবে। আলাহ (সুবহানহু ওয়া তাঁ আলা)  
বলেন,

“মানুষকে তোমার রবের দিকে আঙ্গুল কর ধঙ্গি ও সুন্দর ভাস্তব মাধ্যমে।”  
[সূরা নাহল: ১২৫]

বাশুল্লাহ (সাঃ) বলেন,

“জোকের সাথে এমন কথা বলো যা তরু বোরে, আর যা বোরে না তা ভাগ কর।”  
পক্ষম : তার মধ্যে গেৰতেৰ উগৱালী থাকতে হবে। তাহলে সে লোকজনকে দাওয়াতের  
মাধ্যমে জয় কৰার পর তাদেরকে একসাথে থারে বাখতে পারবে। সে যদি লোকজনকে  
নেতৃত্ব দিয়ে একটি নিশ্চিত লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত করতে না পাবে তাহলে তার  
দাওয়াতের ঢাঁক ফল লাভ সে সম্ভব হবে না। অচান্তা, তার মধ্যে নেতৃত্বের উগৱালী না।  
থাকলে সমাজের লোকজন তার পিছনে সমবেত হতে ভৱসা পাবে না।

ষষ্ঠি : তাকে অবশ্যই সাহসী হতে হবে। এই সাহস হতে পাবে যে কোন পরিস্থিতিতে সত্য  
উচ্চারণের ক্ষেত্রে, অন্যান্যের প্রতিবাদ-প্রতিবেদের ক্ষেত্রে অথবা যেকোন বাধাৰ মুখ্য  
সমাজে ও রাষ্ট্রে ইসলামের বাণীকে এগিয়ে নিবে যাবার ক্ষেত্রে। দূর্বলতা, ভীরুৎ,  
কাগৰ্ঘৰতা – এসব তাৰ চৰিত্ব পেতে দূর কৰতে হবে। দূর্বলতিত, ভীরুৎ, কাগৰ্ঘৰ কথালো  
ইসলামেৰ নেতৃত্ব দিতে পারবে না, কেননা এপথে আলেক বিপদপদ ও পরীক্ষা রয়েছে।  
বাশুল্লাহ (সাঃ) বলেন,

“(একজন) ব্যক্তিৰ মধ্যে যা খারাপ তা হলো কৃপণতমৰ লোত এবং কাপুরুষতা।” (আবু  
দাউদ, আহমদ)

সঙ্গম : তাকে যথেষ্ট পরিমাণে দৈবক্ষিণী হওয়া উচিত। কেৱল, একজন অনেক বাধা-  
বিপত্তি, নিন্দা, অপমান, নির্যাতন এবং পার্থিব ক্ষতি বয়েছে। এজান্তিৰ বয়েছে, দিনেৰ পূৰ  
দিন কাজ কৰার পৰও কালিঙ্গত কৰল না পাওয়ায় হতান্তৰত হবৰ সম্ভাৰণ। দৈৰ্ঘ্য ছাড়া  
এসবকে আতঙ্কে কৰা সম্ভব নহ। সে যদি কোৱা কৃতু কথায় সহজেই উত্তেজিত হয়ে পঠে  
তাৰে সে তাৰ লক্ষ্য আৰ্জনে ব্যৰ্থ হবে। তাৰ লক্ষ্য কৰ্মণ কৰ্ম উচিত যে ব্যৱহাৰ আলাহুৰ কাছে প্ৰার্থণা কৰা  
এবং তাৰ সাহবী (সা.)-দেৱ এ কাজ কৰতে লিয়ে কৰতো কৰ্তৃতি ও নিষ্ঠাতম সহজ কৰতে  
হয়েছে। হতশা আসতে চাইলো তাৰ স্বৰূপ কৰা উচিত নহ (আঃ) কে যিন তাঁৰ সম্প্ৰদায়  
কতৃক অমুগত প্ৰত্যাখ্যাত হয়ে ও একটোনা লক্ষণত বহুৰ তাঁৰ সম্মতিদৰ্যেৰ মাবে আলুন  
কালজীয়ে চালিয়ে গৈছেন।

অষ্টম : সে হনে সবার বিশ্বস্ত। তাৰ ব্যাপারে মানুষেৰ মাঝে যেন এমন কোন সন্দেহ কাজ  
না কৰে যে সে প্রতৰণা কৰতে পাৰে বা ইসলামেৰ দিকে আঞ্চলিকে পিছনে তাৰ অন্য  
কোন উপলক্ষ আছে, সে বিপদেৰ মাঝে হেঁড়ে দিয়ে পালনৰ ইত্তাদি। যদি সে ওয়াদা  
ৰক্ষকাৰী ও আমানতদাৰী এন্দুটি ঘোৰে পৰিচয় দিতে পাৰে তাহলেই সে পাৰবে লোকেৰ  
মাঝে একপ বিশ্বাস আৰ্জন কৰতে। বাশুল্লাহ (সাঃ) বলেন,

“হার মধ্যে আৰান্ত নেই তাৰ মধ্যে কুবানত নেই, আৱ যাব মধ্যে প্ৰতিক্রিতি পালনেৰ  
কুণ নেই, তাৰ মধ্যে দীনত নেই।” (বুখারী)

নবম : ধৰে বাইৰে তাকে হতে হবে দায়িত্বলী। তাৰ আশেপাশেৰ মানুষদেৰ খৌজ  
খবৰ নেয়া, তাৰে বাধাৰ বাধা দেখাবলী কৰা ও পায়োজনে সাহায্য কৰা হওয়া উচিত তাৰ  
অভিমান। তাহলে তাৰ দাওয়াত তদেৰ মানে বেখাপাত কৰবৈ। হয়ৰত আৰু বৰকৰ (সা.)  
একই দিনে বোৰা বেখাহজোন, দৰিদ্ৰকে সাহায্য কৰৱেছেন, অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখত গিযোছেন  
আবাৰ বীণেৰ দাওয়াত চালিয়ে গৈছেন। এৰকমই হওয়া উচিত দা ওয়া-বহুনকাৰীৰ  
বৈমাঙ্গল্য।

দশম : ধৰে বাইনেৰ দাওয়াত বহুন তাকে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হতে হবে বিষ্ণু ব্যৱতৰ সাথে।  
মানুষেৰ প্রতি তাৰ নৈতিক, আলেবাসা এবং তাদেৰকে হৃদয়েতেৰ আলেগোত আলানৰ জন্য  
বাকুলতা এসব তাৰ অঙ্গে থাকা অপৰিহাৰ্য। তাহলে নে মানুষেৰ হিয়ুপাত হ'ব উঠবে।  
কঠোৰত মানুষকে দূৰে সৰিয়ে দেয় অথচ মানুষকে কাছে টানা এবং তাদেৰ ধৰে রাখা  
একজন দাওয়াত-বহুনকাৰীৰ অখ্যতম কাজ। আলাহু (সুবহানহু ওয়া তা'আলা) বলেন,

“আলাহুৰ অঙ্গৰে হুমি তাদেৰ প্ৰতি কেৱল চিৰ হযোছিলো; যদি হুমি কৃতি ও বৰ্ণন চিৰ  
হুত, তবে তাৰ তোমাৰ আশেপাশ থেকে সৱে যেত।” [সূরা আলে ইমরান: ১৫১]

বাশুল্লাহ (সাঃ) বলেন,

“নিষ্ঠায়ই আলাহ দয়ালীল, প্ৰতেকটি বিষয়েই নষ্ট ব্যবহাৰ তিনি পছন্দ কৰেন।” নষ্টতাপূৰ্ণ  
ব্যবহাৰেৰ ফলে তিনি যা দান কৰেন কৰ্তৃৱতাৰ কাৰণে তা দেন না।” (বুখারী)

হাদীনে উল্লেখ রয়েছে যে, বাশুল্লাহ (সাঃ) যখন একাধিক ব্যক্তিৰ সাথে একত্ৰে কথা  
বলতেন তখন প্রাণকেই মনে কৰতো যে বাশুল্লাহ (সাঃ) তাৰ প্ৰতি স্বচেতো বেশী  
মনোযোগ দিছেন।

পৰিমাণে : সবসময়ই তাৰ কাজে সফলতা দেয়াৰ জন্য আলাহুৰ কাছে প্ৰার্থণা কৰা  
তাৰে সে তাৰ লক্ষ্য আৰ্জনে ব্যৰ্থ হবে। তাৰ লক্ষ্য কৰ্মণ কৰ্ম উচিত যে ব্যৱহাৰ আলাহুৰ  
এবং তাৰ সাহবী (সা.)-দেৱ এ কাজ কৰতে লিয়ে কৰতো কৰ্তৃতি ও নিষ্ঠাতম সহজ কৰতে  
হয়েছে। হতশা আসতে চাইলো তাৰ স্বৰূপ কৰা উচিত নহ (আঃ) কে যিন তাঁৰ সম্প্ৰদায়  
কতৃক অমুগত প্ৰত্যাখ্যাত হয়ে ও একটোনা লক্ষণত বহুৰ তাঁৰ সম্মতিদৰ্যেৰ মাবে আলুন  
নাত থাকবে।

এমনই হওয়া উচিত একজন দাওয়াত-বহনকারীর গুণবলী। এমন মুরিন্দের ও দাওয়াত-বহনকারীর বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে গিয়ে আলাহ্ তাঁআলা বলেন,

“নিচয়ই আলাহ্ মুরিন্দের জীবন ও সম্পদ জন্মতের বিনিময়ে ঝঁঝ করে নিয়েছেন ...  
তারা তওরাকারী, ইবাদতকারী, আলাহ্ র শংসকারী, সিয়াম পালনকারী কৃত্ত ও  
সিজদাহকারী, সংকরের নির্দেশ দানকারী ও অসৎকার্জ নিয়েকারী এবং আলাহ্’র  
সীমাসমূহের (হালাল-হারামের) সংরক্ষণকারী; আর তুরি অমন মুরিন্দের  
সুবহদ্রাণ ভুনিন্নে দাও।” [সুরা তওবা : ১১২]

যদি একজন দাওয়া-বহনকারী উপরোক্ত গুলাবলী অর্জন সাচ্ছে হয়। তবে আশা করা যাবে আলাহ্ তাঁআলা আমাদের এ বলে ওয়াদা দিয়েছেন যে,

“তেমাদের মধ্যে যারা ইবান আনে এবং সংকোচ করে আলাহ্ তাদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন  
যে, তিনি তাদেরকে পুরুষীতে খিলাফত দান করবেনই, যেমন তিনি খিলাফত দান  
করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে।” [সুরা নূর : ৫৫]

## ২. ইসলামের দাওয়াত বহনকারীর দৈনন্দিন কার্যাবলী

ইসলামের দাওয়াত বহন উদ্বৃক একজন খন্থন চিন্তা করে দেখাবে যে কত শ্রেষ্ঠতম বিষয়  
সে বহন করতে, কত বড় আশামূলত সে নিজের কাঁচে তুলে নিয়েছে, তখন এ কাজের জন্য  
নিজেকে যথাযথভাবে প্রস্তুত করা তার অন্যতম কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়। আর নিজেকে এজন  
যোগ্য করে গতে তুলতে হলে তার দৈনন্দিন কাজগুলোকে এ লক্ষ্য আর্জনের উপযোগী  
করে সাজাতে হবে।

ইসলামের দাওয়াত বহনকারীরকে উপলব্ধি করতে হবে যে তাঁ বহনকৃত বিষয়টি কত  
অরী। এটাও তাকে বুবাতে হবে যে কত বড় বাধা রয়েছে এ পথে যেগুলো অতিরিক্ত  
করে তাকে গুরু পোষিতে হবে। একজন দাওয়াত বহনকারীকে নিজের বর্তমান ব  
দুর্লভতাগুলো নিয়ে চিন্তা করতে হবে: নিজের কোন কোন বিষয়গুলোকে ঠিক করতে হবে  
এবং লক্ষ্য আর্জনে আরো কঢ়ত্তুক সামর্থ্য ও যোগ্যতা অর্জন করতে হবে তাকে তা চিহ্নিত  
করাতে হবে। তার প্রতিদিনের কাজের তালিকার এই বাজগুলোকে অঙ্গুলি করতে হবে  
যেগুলো তার বর্তমান দুর্বলতা ও অদক্ষতাগুলো কাটিয়ে ইসলামের দাওয়াত বহনে  
ক্রম যাবে তাকে অধিকতর যোগ্য করে তুলবে। নিজের বিষয়গুলোকে সাধারণতাৰে  
একজন দাওয়াত-বহনকারী তার দৈনন্দিন কাজের অঙ্গুলি করতে হবে:

প্রথমত: প্রতিদিনই আলাহ্’র (সুবহনাহু ওয়া তাঁআলা) সাথে তার ব্যক্তিগত সম্পর্ক সুড়ত  
করবাত সে সদা সাচ্ছে থাকবে। এর মানে হচ্ছে, ব্যক্তিগত জীবনে শারী’আঁ’র সমস্ত

ফরয়ঙ্গলো নিষ্ঠার সাথে পালন করা, হরামগুলো পুরোপুরি বর্জন করা এবং যথাসাধ্য নকল  
ইবাদত করা।

ছিতীয়ত: তাকে প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ফুর্স আল তেলো ওয়াত করতে হবে। এই  
কুর’আনের বালী সে অন্যের কাছে বহন করে নিয়ে যাচ্ছ, একে সে সমাজে প্রতিষ্ঠা  
করতে চায়ে, সে নিজেই যদি ফুর’আন পাঠ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে তাহলে কি ভাবে হবে?  
ওহাড়ও দাওয়া-বহন করতে নিয়ে সমাজে যে বাধা, অপমান ইত্তদীন সম্মুখীন হতে  
যে মানসিক যাতনা তৈরী হয় ফুর’আন পাঠে তা অপসারিত হয়। কুর’আন অঙ্গরকে প্রশংসন  
করে। তার উচিত হবে ফুরাওনকে অপসার পড়া, এর অর্থ নিয়ে চিন্তা করা এবং তাফসীর  
অধ্যয়ন করা।

তৃতীয়ত: অবশ্যই তার দৈনন্দিন কাজের অন্যতম অংশ হবে বাস্তবে এই দাওয়াতকে  
আরেকজনের কাছে পৌছে দেয়া, আরো করার কাছে নেয়া যাব সর্বোচ্চ অন্যসমান  
করা। পরিচিত-অপরিচিত, বয়ঃ, আতীয়, ব্যক্তিগুলোর সহকর্মী প্রতিক্রিয়া করাতের কাছে এই  
দাওয়াত নিয়ে যাওয়া যায়। এ সুযোগ সুইচে বের করতে সে সদা সাচ্ছে প্রাক্করণে। ইসলামের  
আহ্বানকে সমাজের কাছে নানা উপায়ে সৌজন্যে দেয়ার চিহ্নই তার সারাদিনের প্রধান চিন্তা  
হওয়া উচিত।

চতুর্থ: তাকে অবশ্যই প্রতিদিনকার জাতীয় ও আজৰ্জাতিক খবরাখবর জানতে হবে এবং  
এর তিনিটে রাজনৈতিক পরিষ্কৃতির বিশেষ দাঁড় করাতে হবে। এটা এজন্য যে, তার  
পুরো কাজটাই রাজনৈতিক কাজ যাব অংশ হচ্ছে জাতেন শাসকদের বিরুদ্ধে লঞ্চাই করে  
তাদের দুর্বল করে ফেলা এবং ইসলামের শার্ফদের মুখোশ উত্থান করে দেয়া। এই কাজ  
করা তার পক্ষে সঙ্গে হবেনা যদি না সে তাদের প্রতিদিনকার নিতি নতুন অপকর্তা, ভূলুম  
এবং জনগণের বাপাপারে তাদের ক্ষতিকর পরিকল্পনা সহ্যের ব্যাপারে সংবাদের  
পোঁজ না রাখে। ফলশ্রুতিতে, সে জনগণের সাথে এভাবে জনসংযোগ করতে পারবেন যা  
দিয়ে সে জনগণকে শাসকদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলতে পারে এবং তাদেরকে দ্রাঘত  
আন্দোলন নামাত পারে। উপরোক্ত, এর ফলে সে যথা সময়ে যথোচিত কাজ সমাধা  
করতেও ব্যর্থ হবে এবং এমন সব সুযোগ হারিয়ে ফেলাবে যাব সদ্ব্যবহার করতে  
অঙ্গ সময়েই সে তার দাওয়াত ও আন্দোলনকে এক ধাপে আগেকদূর এগিয়ে নিতে  
পারতো। তাকে মনে রাখতে হবে যে, রাজনীতিতে একটা মাত্র দিনও অনেক লম্বা সময়  
যাতে পিছিয়ে পড়া যাবেনা কখনোই।

পঞ্চম: তার দৈনন্দিন কাজের একটি অংশ থাকবে ইসলামী জ্ঞানবাদীর জন্য। কেবলমা  
ইসলামী জ্ঞান ছাড়া আন্যের কাছে সঠিকভাবে ইসলামকে পৌছানো অসঙ্গুব। তাই  
নিত্যরয়োগ্য ইসলামের বিভিন্ন ধারায় নিবৰ্যোগ্য সূত্র থেকে সে প্রয়োজনীয় আলাজ্জনের  
চেষ্টা করবে এবং এটা দিয়ে তার দাওয়াত ও প্রচারকে সমৃদ্ধ করবে।

ষষ্ঠি: প্রতিদিন রাতে সে শোয়ার পূর্বে একটি সন্ধয়কে নির্দিষ্ট করে নিবে যখন সে তার  
সারাদিনের সমস্ত কাজগুলো হিসাব-নিকাশ করবে। কী তার করার কথা ছিল কিষ্ট করেনি,

কোন কাজটি করতেও লক্ষ্য আর্জিত হয়নি, কোন কাজে ভুল-ঝটি বা চিন্তার অভাব বা অঙ্গস্থা ছিল, ব্যক্তিগত ইবাদতে কি কি এগুটি হয়েছে এসব সেই খুঁজে বের করবে এবং পরবর্তী দিন কীভাবে এসবকে ঠিক করা যায় তা নিয়ে চিন্তা করবে। এভাবে সে উত্তরোবৃত্তি দিন কীভাবে এসবকে ঠিক করা যায় তা নিয়ে চিন্তা করবে। সামাজিক ভুল-ঝটি বা চিন্তার অভাব বা পরবর্তী দিন কীভাবে এসবকে ঠিক করা যায় তা নিয়ে চিন্তা করবে।

“ধৰংস তার জন্য ধার আজকের দিন গতদিনের চেয়ে উত্তম নয়।”

এই হচ্ছে একজন নাগোয়া-বহুনকরীর দৈনন্দিন জীবন। এ ব্যাপারে সঠিক দিক নির্দেশনা প্রাণ্যার জন্য আকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম দাওয়াহ-বহুনকরীদের অর্থাত্ত সাহাবাদের (রা.) দৈনন্দিন জীবনকে অধ্যয়ন করতে হবে। তাঁরা এরপরই হিসেবে। আবর আমরা যদি আগ্রহী হো আবে আমাদের দৈনন্দিন কাজগুলো সাজাই তাহলে তাঁরা দেখেন দুর্বিয়াতে ইসলামকে বিজয়ী করে সাফল্য অর্জন করেছেন এবং আহেরাতে পূর্বসূত্র হবেন - আমরাও একইভাবে দণ্ডিয়া ও আহেরাতে সম্মান লাভ করতে পারবেন, ইগলশআলাহ।

তাঁর মুনিন সাধীরাও বলে উত্তোলিল, আল্লাহ'র সাহায্য কখন আসবে? স্মরণ রাখ, নিচেই আল্লাহ'র সাহায্য নিকটেই।” [সূরা বাকরা : ২১]

আল্লাহ'ব (সুবহান্হ ওয়া তা'আলা) নিঃমই ২৭৫ মে ৮০খ কঠো, সংকট ও কঠো পরিস্থিতি অতিক্রম করার পূর্বে তিনি বষ্টি ও বিজয় দেন না। কাজেই, যারা ইসলামের বালী বহুন করবেন দুঃখ, কঠো, হতাশা, দারিদ্র্য, সীমাহীন কর্তৃন পরিস্থিতি ইত্যাদি তাদেরকে দিবেন বাথে এটিই স্বাতীনিক। অতাচারী বৈশিষ্ট্যসম্পর্কের বিভুত্ত, নির্যাতন ইত্যাদি দেন কিন্তুই বিশ্বসীদেরকে এই পরিব কাজ থেকে বিরত না রাখে এবং তাদের প্রত্যেক প্রতিজ্ঞাকে দুর্বল না করে। আল্লাহ' (সুবহান্হ ওয়া তা'আলা) আমাদেরকে জাগাইছেন যে, একটু চৰম আসহায় অবস্থায় উপনীত হওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি তার রাসূলদের প্রতিবে সাহায্য আর বিজয় পাঠাবলি।

আল্লাহ' (সুবহান্হ ওয়া তা'আলা) বলেন,

“অবশেষে যখন রাসূলগণ নিরাশ হবে পড়ুলেন এবং তাদের ধারণা জন্মাল যে, আমাদের বুবের ভুল হয়েছে, তখনই তাদের নিকট আমার সাহায্য এসে পৌছাল।”

[সূরা ইউসুক : ১১০]

ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকর্তৃদেরকে অনেক তাক ও সংখ্যামূলক ঘাঁথে দিয়ে যেতে হবে। খিলাফত প্রতিষ্ঠা করে ইসলামের কত্তু প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রায়োজন সীমাহীন তাক্ষা সীকার: এর জন্য প্রয়োজন দৈর্ঘ্য ও কঠো সহ্য করার ক্ষমতা। সম্পদ, পরিবার ও প্রাণের মূল্যে পার্দি দিতে হবে এই দুর্গম পথ। বিশ্বাসীরা এই পথ অতিথের সময় নিদর্শণ যত্নালায় প্রতিত হবে আব এর মাধ্যমেই আমাদের ধৰ্ম আমাদের তেজের থেকে তালকে মন্দের কাছ থেকে পথক করে নিবেন।

### ৩. ইসলামের জন্য তাগ-তিতিক্ষা ও সংরক্ষণ

ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকর্তৃদেরকে একথা বললেই তাক ও সংখ্যামূলক ঘাঁথে দিয়ে যেতে হবে। আদম (আঃ) থেকেই হক্ক ও বাতিলের, ইসলাম ও কুফরের যে দুই চলে আসছে তা নিষঙ্গ সংভোজেরই ইতিহাস। প্রত্যেক নবী ও সত্ত্বসূত্রেই নিজ নিজ মূলে যাগে বিরুদ্ধ শক্তির সাথে কঠোর সংগ্রাম ও ত্যাগ-তিতিক্ষার মধ্যে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। বর্তমান যুগেও এর বাতিধৰ্ম হবার কোন কারণ নেই। তাই ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলনকর্তৃদের এ পথে মরণগম সংযোগ ও ত্যাগ-তিতিক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে হবে।

প্রথমত: ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে অংশগ্রহণের কারণে সর্বপ্রথম পরিবার ও নিকট আবীয়দের কাছ থেকেই বাধা আসতে পারে। পরিবারের লোকদের ডিঃ মন-ঘানসিকতা কিংবা ইসলামী আন্দোলনের প্রতি বিরোপ মনোভাব যে কোন কিছুই হতে পারে এ বাধার কারণ। এ বাধা হতে পারে কেবল মুখ্যে বা ত্বরিকার কিংবা আরো সরাসরি। রাসূললাহ (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবীদের ক্ষেত্রে প্রাথমিক বাধা তাদের নিকট আবীয়দের কাছ থেকেই এসেছিল। তাঁরা দৈর্ঘ্যের সাথে সেটাকে অতিক্রম করেছিলেন এবং ক্রমাগত তাদের সুবিধে পেছে আসছে। রাসূললাহ (সাঃ) এর প্রতি তাঁর চাচা আবু জেহেল ও কুরাইশ বংশের অগ্রান্ত আবীয়রা সীমাহীন কঠিক্তি, লাঙ্ঘন্ত ও শারীরিক অত্যাচার চালিয়ে ছিলো। সুবিধার বিন উমায়র (রা.) এর মা তাঁত্বের দেহাই দিয়ে তাঁকে মৃহামদ (সাঃ) এর দীন ত্যাগ করতে বলেছিলেন। হবরত উমর (রা.) নিজে ইসলাম প্রহণে পূর্বে তার বোন ফাতিমা (রা.) ও অশ্বিপতি সাস্তকে (রা.) ইসলাম প্রহণের জন্য পিটিয়ে কিছু ঘটেনি যা তোমাদের পূর্ববর্তীদের ক্ষেত্রে ঘটেছে; তাদের উপর এমন এমন অভ্যন্তর ও বিপদ-আপদ এনেছিল এবং তারা এমন প্রকল্পিত হয়েছিল যে, স্বাক্ষর রাসূল ও

“তোমরা কি মনে কর যে, (বিনা শর্মে) জন্মাতে প্রবেশ করবে? অথব তোমাদের ক্ষেত্রে এমন কিছু ঘটেনি যা তোমাদের পূর্ববর্তীদের ক্ষেত্রে ঘটেছে; তাদের উপর এমন এমন কার্তিয় ধারা উভভাবে পরীক্ষিত হয়েছেন। তারা যে অবস্থাৰ মুখেয়ায় হয়েছেন আল্লাহ' তা কুর'আনে এভাবে বর্ণন করেছেন:

“তোমরা কি মনে কর যে, (বিনা শর্মে) জন্মাতে প্রবেশ করবে? অথব তোমাদের ক্ষেত্রে এমন কিছু ঘটেনি যা তোমাদের পূর্ববর্তীদের ক্ষেত্রে ঘটেছে; তাদের উপর এমন এমন অভ্যন্তর ও বিপদ-আপদ এনেছিল এবং তারা এমন প্রকল্পিত হয়েছিল তাদের উপর। বিলাল (রা.)-কে তার মানিব

উমাইয়া ইবনে খালফ ইসলাম ভাগে বাধ্য করতে তাঁর সুকের উপর ভারী পাথর চাপা দিয়ে দুপ্রবেলা মরণভূমির তঙ্গ বাল্বুর উপর ঝুঁইয়ে রাখতো ।

**ছিতীয়ত:** ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে জড়িয়ে আন্দোলনকারীকে ব্যক্তিগত পার্থিব ক্ষতি নিনে নিত হবে । হয়তো সে আন্দোলন বাদ দিয়ে উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে যেতে পারতো, কিংবা তার ব্যবসা বা কাফরীতে আরো বেশি সময় দিয়ে বেশী লাভ বা উৎসৃতি পারতে পারতো । এমনও হতে পারে যে আন্দোলনে যত্ন থাকবার অপযোগে তাঁর চাকরী চলে গোলো, বা ব্যবসা ব্যবহার হওয়া গোলো । আলাহ র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তাঁকে এসব তাগ নিনে নিত হবে । সে যদি বিশ্বাস রাখে যে যুরিক ও বিপদাপন্দ এসবই আলাইঁব কাছ থেকে সুনির্দিষ্ট করে দেয়া তহলৈ এ সময় দ্বৈর্য ধর্যন্ত তাঁর পক্ষে সহজ হবে । হয়তো আবু বকর (রা.) প্রতিষ্ঠিত কাপড়ের ব্যবসায়ী ছিলেন । ইসলামের কাজ করতে গিয়ে তাঁর এই ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হয় । অনুরূপে সাহাবীরা (রা.) মুকায়ে তাদের বড় বড় ব্যবসা হেতু নিয়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মনীশ্য বিভূত করেন ।

**তৃতীয়ত:** ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে অংশগ্রহণের কারণে সামাজিক প্রতিরোধ আসতে পারে । এটা হতে পারে নিন্দা, কটুবাক কিংবা শারীরিক লাঞ্ছন ইত্যাদি আকারে । যেমন কেউ ফ্লানাটিক, মৌলবাদী ইত্যাদি বলতে পারে । আন্দোলনকারীদের সাথে বিয়ে বা অন্যান্য সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে আপাত জানাতে পারে, এমনকি সামাজিকভাবে তাদের বয়সক্ষণ ও করতে পারে । এলাকায় বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তাদের কাজকে ব্যৱহৃত করার জন্য তাদের ভয়ঙ্গিত দেখাতে পারে, যারপিট করতে পারে । মুকায়ে সমাজে ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে বাস্তুলাহ (সাঃ) ও তাঁর সাহাবীদেরকে প্রচন্ড সামাজিক প্রতিরোধের মুখ্যামুখ্য হতে হয়েছিলো । কাফেররা একের পর এক ধার্তিনির্ধিণ পার্থিয়ে রাস্তাকে (সাঃ) আশুদাতা আবু তালিবের উপর সামাজিক চাপ সৃষ্টি করাছিলো তাঁকে নিবৃত্ত করার জন্য । এক্ষেত্রে তারা বাপ-দাদার প্রতিহ্যে, মুঁকবীদের সম্মান, মর্যাদা ইত্যাদির অঙ্গুহি আদেশগুলোর নেতৃত্ব এহুড়াও তাদের ব্যাপ্তি ও দুর্ঘটিত লোকদের বাস্তুলাহ (সাঃ) এর বিরুদ্ধে লোকিয়ে দেয় । একদিন তারা সবকলে একত্রে তার গলায় চান্দর পেঁচিয়ে শাস্তিক করার চেষ্টা করে; তাঁর উপর উত্তের ভূতি নিষেপ করে ইত্যাদি । মুসলমানদেরকে বাধি কেউ আশেয় বা নিরাপত্তা দেয় তাকেও তারা বাধ্য করে তা সারিয়ে নিত । কেন সম্ভূত ও জনবল সম্পর্ক লোকের ইসলাম এহুণ করলে আবু জেহেল তাঁকে বলতো, “তোর মান-মর্যাদা ভূলুন্তি বকরবো”, কেন ব্যবসায়ী ইসলাম নিলে সে বলতো “তোর ব্যবসা শেষ করব ও তোর ধন-সম্পদ ধৰ্মস করবো” । (মীরাতে ইবনে ইশাম) এভাবেই তারা নানা সামাজিক বাধা আরোপ করতো ।

**চতুর্থত:** ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকারীকে রাষ্ট্রীয় বাধার মুখ্যামুখ্য হতে হবে । এ বাধার স্তরগুলো হতে পারে নিম্নরূপ:  
বিভিত্তিয়া প্রাচরণ: ইসলামের জন্য আন্দোলনকারীদের জঙ্গী, রাষ্ট্রদোহী, ক্ষমতালোভী, বৰ্বর ইত্যাদি বাজ প্রচার করা যাতে তাদেরকে জনবিস্তৃণ করা যায় । মুকায়ে বাস্তুলাহ (সাঃ)

এর বিরুদ্ধে তারা কর্বি, গণক, পাগল, জাদুকর, ক্ষমতালোভী ইত্যাদি মিথ্যা প্রচারণা চালিয়ে মানুষকে তাঁর কাছ থেকে দূরে রাখতে চেষ্টা করতো ।

ইসলামের আন্দোলনে নিষেধাঙ্গ: সমাজের মানুষের কাছে যেন এই দাওয়াত না পৌছায় এজন্য আন্দোলনকারীদেরকে নিষিদ্ধ করা হতে পারে এবং জনগণের সাথে তাদের সম্পর্কতায় নিষেধাঙ্গ আসতে পারে । মুকায়ে বাস্তুল (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবীদের তিন বছরের জন্য একটি উপত্যকায় বায়কট করে অবরুদ্ধ করে রাখা হয়েছিলো । অনুরূপে, ইবনে দাগিন্না যখন আবু বকরবোকে (রা.) নিরাপত্তা আশেয় দেয়, তখন তাঁর উচ্চস্থরে কুরআন পাঠ শুনে মুকায়ের নামী-পূর্বৰ্ষী আবাস্তু হয়েছে দেখে তারা উচ্চ স্থানে কাঁচকেও নিষিদ্ধ করে । আফ্রিল ইবনে মাসউদ (রা.) শুকাশে বুরুঁআন পাঠ করযোগে তাঁকে প্রহার করে । এভাবে বিভিন্ন উপায়ে তারা তাদের নিষেধাঙ্গ কাঁচকের করতে পারে ।

প্রলোভন: আন্দোলনকারীদের কোনভাবেই দমন করা না গেলে শেষ চেষ্টা হিসেবে তাদেরকে প্রলোভন করে আন্দোলনের পথ থেকে সরিয়ে নেয়ার চেষ্টা হতে পারে । তাদেরকে তাঁরকে বড় অংকের টাকা দেয়া, অন্য দলে টেনে নিয়ে বড় কোন পদ দেয়া, তাদেরকে নিজেদের জোটে টেনে আনা ইত্যাদি । মুকায়ে কাফেররা কোনক্ষেত্রেই বাস্তুলাহ (সাঃ) কে থামাতে না পেরে পরিশেষে এই প্রত্যাব নিয়ে আসে যে, “তুমি নেতৃত্ব চাইলে আমরা তোমাকে আমাদের নেতা হিসেবে নেনে নিছি, সুলকী নারী চাইলে কুরাইশদের মে কোন ঘর থেকে পছন্দমত তোমাকে দশজন নারী বেছে নেয়ার প্রস্তা ব দিছি, সম্পদ চাইলে যে কোন কুরাইশের দেরে তোমাকে ধনী বানিয়ে দিছি” এবং এসবের বিনিময়ে তিনি যেন তাঁর ইহলাম প্রচার থামান । কিন্তু বাস্তুলাহ (সাঃ) এসবক্ষিছ ইবনে তাঁর প্রত্যাখ্যান করেন ।

কর্তৃর নির্যাতন/হত্যার প্রচেষ্টা: সববিকু ব্যর্থ হলে রাষ্ট্র ইসলামী আদেশগুলোর নেতৃত্ব কর্মান্বেদ উপর কর্তৃর নির্যাতন এমনকি তাদেরকে হত্যা প্রচেষ্টা চালাতে পারে । তাদের উপর নেতৃত্ব কর্তৃর নিষেধ পারে মামলা, রিমান্ড, প্রেক্ষতাৰ, জেল, হাজতবাস, নির্যাতন, এরূপ আরো আন্দেক কিছি । স্বয়ং বাস্তুলাহ (সাঃ) কে একাধিবিধাব কুরাইশীরা হতার চান্তি করেছিলো । একবার তারা তাঁর চাচা তালিবের কাছে এই প্রস্তা ব নিয়ে আসে যে তিনি যেন কুরাইশ বংশের অনাকোন সুদৰ্শন, সুর্যান যুবরাজের মুহাম্মদ (সাঃ) কে তাদের হাতে তুলে দেন এবং তারা তাঁকে হত্যা করবে । ইবনেতুর রাতে কুরাইশীরা তাদের সবগুলো থেকে একক্ষণ করে নিয়ে বাস্তুলাহ (সাঃ) কে হত্যার উদ্দেশ্যে একেব ইসলাম প্রহণের কারণে আশ্বা রাস্তুলাহ (সাঃ) কে হত্যার উদ্দেশ্যে একেব ইবনে তাঁর প্রতিষ্ঠান সাহাবী (রা.)-কেও তারা হত্যাত করেছিলো ।

ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকারীদের সামনে এসবই একধোগে আসতে পারে । এসব পরিস্থিতিতে নয় পেলে বা টুলে পেলে তাদের চলবেনা, বরং এটাই ইসলাম প্রতিষ্ঠার স্বাভাবিক পথ – এটা তাদেরকে ব্যবাতে হবে । সাহাবা (রা)-বা যখন এসব ব্যাপ্তিক

নির্যাতন্ত্রে নিকার হয়ে রাস্তালাই (সাঃ) এর কাছে এ সব থেকে নিষ্কৃতির জন্য আলাই'র কাছে প্রাথমনার জন্য বলেন, তখন উভের তিনি বলেন,

“তোমদের পূর্ববুঝে (আলাই' স্থির প্রতিশেব কারণে) এমন হয়েছে যে, মাটিতে গর্ত খুঁড়ে তার মাথা কঢ়াত দিয়ে কেটে দুর্করো করা হয়েছে, লোহার চিঙ্গলি দিয়ে তার শরীর থেকে হাড়ি-মাংস আলাদা করা হয়েছে। এতদস্তুর সে তার দীন ত্যাগ করেনি।”  
(বিচারী)

বিন্ধুর অতিথায় আস্দোলনকারীর উচিত এ পথে তার সব তাগ-তিতিক্ষা ও সংশ্লিষ্ট অন্য বন্দিকে বিজয় নিকটবর্তী হবার চিহ্ন এবং আলাই'র সাথে তাঁর নেকটা বাঁজি ও অনেকাত্তর সিঁড়ি হিসেবে দেখা। তবেই তার জন্য সহজ হবে এসবকে অতিক্রম করে বিজয় আর্জন করা।

#### ৪. ইসলামের দাণ্ডযাত বহুলকরীর পুরকার

“তোমান যুগে যারা সত্যকারীভাবে ইসলামের দাণ্ডযাত বহুল করবে এবং মানুষ ইসলাম থেকে দূরে সরে যাবার পর যারা আবার মানুষের মাঝে ইসলামকে বিচ্ছিন্ন আনার চেষ্টা করবে, ইসলামের অধিকাংশ শিক্ষা ব্যাকি, সমাজ ও বাস্তু জীবনে পায় অপরিচিত হয় পড়ার পর যারা আবার এটাকে পুণরজীবিত করার জন্য কাজ করবেন তাদের জন্য কুরআন ও হাদীসে অসংখ্য শুভ সংবাদ ও অতি উচ্চ পূরকারের কথা বলা হয়েছে।

রাস্তালাই (সাঃ) বলেছেন,

“তোমার দারা আলাই' একটি মাঝে লোককেও হোদায়েত দিলে, তা দুনিয়া এবং তার সমস্ত জিনিসের দেয়ে উত্তম হবে।” (আহিয়া)

রাস্তালাই (সাঃ) বলেন,

“বৈলান ব্যক্তি হোদায়েতের পথে আহুবান করলে সে (এই আহুবানে সাড়দানকারী) অনুসরীদের সম্পরিমান সঙ্গোব পাবে, তবে অনুসরীদের সঙ্গোব থেকে মোটেও কথানো হবে না।” (মুসলিম)

অতএব, একজন দাণ্ডযাত বহুলকরীর আশ্রামে কোন লোক হোদায়েত প্রাপ্ত হলে এবং এ লোকের মাধ্যমে অন্যান্য হোদায়েত পেলে সকলের সওদাবেই প্রথম দাওয়াত বহুমকারী পেতে পারবে।

রাস্তালাই (সাঃ) বলেন,

“বৈলান অপরাজিত সংগ্রামের জন্য যে কোন মুসলিমেরই লালায়িত হওয়া উচিত এবং ইসলাম প্রতিষ্ঠার সংযোগে স্থানে স্থানে অবিলম্বে যোগাদান করা উচিত। এ পথে যত ত্যাগ

“যে ইসলামকে পুনরজীবিত করার জন্য জগন্মার্জন করেন এবং এ অবশ্য তার মৃত্যু হয়, তবে তার ও নবীগণের মধ্যে জাগ্নাতে মাঝে এক ধাপের ব্যবধান থাকবে।” (তুরমিয়ী, দারিমী)

“তোমদের পূর্ববুঝে (আলাই' স্থির প্রতিশেব কারণে) এমন হয়েছে যে, মাটিতে গর্ত খুঁড়ে তার মাথা কঢ়াত দিয়ে কেটে দুর্করো করা হয়েছে, লোহার চিঙ্গলি দিয়ে তার শরীর থেকে হাড়ি-মাংস আলাদা করা হয়েছে। এতদস্তুর সে তার দীন ত্যাগ করেনি।”  
(বিচারী)

রাস্তালাই (সাঃ) বলেন,

“ইসলাম অপরিচিত অবস্থা শুরু হয়েছিল অচিরেই তা আবার অপরিচিত অবস্থায় ফিরে আসবে, সুতৰাং অপরিচিতদের জন্য সুসংবাদ।” তাকে জিজেস করা হলো, ‘করা এই অপরিচিতের ইয়া রাস্তালাই (সাঃ)?’ তিনি (সাঃ) বলেন, “ওরা তারা যারা মানুষ আমার সন্মানকে নষ্ট করে দিলে সেটাকে বিশুদ্ধ করবে।” অন্য এক বর্ণনায় আছে, “তারা হিছে ওরা যারা মানুষ খারাপ হয়ে যাবার পরা তাদেরকে চিক করবে।” (তাবারানী)

অন্য এক হাদীসে রাস্তালাই (সাঃ) বলেন,

“শেষ বিচারের দিন এমন কিছু লোককে উপস্থিত করা হবে যাদের লৰ হবে সুবৈর মতো।”  
“আর বকর (বা.) জিজেস করলেন, ‘তারা কি আমরা, ইয়া রাস্তালাই (সাঃ)?’ তিনি বললেন, ‘না তোমদের জন্য বিশাল পুরস্কার রয়েছে যার তারা হিছে কিছু সংখ্যক দর্শনের দ্বারা উপস্থিত হবে পুরুষীর সব অঞ্চল থেকে।’” তারপর তিনি (সাঃ) বললেন, “কল্যাণ হোক অপরিচিতদের (তিনবার।)” জিজেস করা হলো, ‘করা সেই অপরিচিতভার?’ তিনি (সাঃ) বললেন, “তারা হিসেবে অনেক খারাপ লোকের মাঝে অঙ্গসংখেক সৎ লোক। তাদের মান্যকরীর দেয়ে তাদের অমালকারীদের সংখ্যা বেশী হবে।” (তাবারানী)

রাস্তালাই (সাঃ) বলেন,

“শেষ বিচারের দিন এমন কিছু লোককে উপস্থিত করা হবে যাদের লৰ হবে সুবৈর মতো।”  
“আমার উম্মাতের একটি দল সর্বদা আলাই'র হৃদয়ের উপর অটল থাকবে। যারা তাদের সাহায্য করা পরিতাগ করবে অথবা তাদের বিবেচিতা করবে তারা তাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবেন।” এ অবশ্য আলাই'র নির্দেশ এসে যাবে এবং তারা মানুষের (বিবেচিতদের) উপর বিজয়ী হবে।” (মুসলিম)

তিনি (সাঃ) আরো বলেন,

“লিচয়ই তোমাদের (সাহাবাদের) পর এমন দিনকাল আসবে, যখন আলাই'র দেয়া জীবনব্যবস্থার অঙ্গসারীকে হতে হবে খুবই বৈবাহিক ও সহশালী। আর তাঁর প্রতিদিন হবে পঞ্চাশ জনের প্রতিদিনের সমান।” তখন সাহাবাগন (বা.) প্রশ্ন করলেন, ‘হে আলাই'র রাস্তাল (সাঃ) তাদের থেকেই (পঞ্চাশ জনের সামনে) লাগিবে কি?’ রাস্তালাই (সাঃ) বললেন, “না বরং তোমাদের মধ্যে থেকে (পঞ্চাশ জনের সমান।)” (তিরিয়ী আরু দাউদ)

ও সংযোগাত্মক আলাদা না কেন। এর পরিণামে আলাদা'র কাছে মর্যাদা ও পূর্বকার এত বেশী যে  
সম্ভব তার আর সংযোগাত্মক তাৰ কাছে তুঁজ হয়ে যাব।। যুগ্মাদে আলাদা বাণিজ এক কৌণ্ড  
হাদিসে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন,

”মুখ্য বিচারের দিন কিছু লোককে আলা হবে যাদের কৈমান এবং অপাধারণ হবে যে  
তাদের দুর্বাতি তাদের বাক ও দান হাতে ঝুল কৰাত থাকবে।। তাদেরক বলা হবে,  
আজকে তোমাদের জন্ম সংযোগ, তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক এবং তোমাদের কুরুক  
কল্পাগভাক।। তোমরা জন্মাতে পথের কুরুক ত্ব দিনের জন্ম।। তাদের প্রতি আলাহই এই  
অঙ্গবাসা দেখে সকল নবী ও ফেরেশ্তা ইস্রাবিত হবেন।।” (এ কথা ছানে) এই  
কুরুকল, তারা করা, ইহা বাস্তুলাই (সাঃ) ? তিনি (সাঃ) উভয়ে বলালেন, ‘তারা  
আমাদের (নবীদের) মধ্য থেকে নয়, তোমাদের (সাহাবাদের) মধ্য থেকেও নয়।।  
তোমরা আমার সঙ্গী, তারা আমার বন্ধু। তারা তোমাদের অনেক পরে আসবে; তারা  
কুরুকে পরিচাক্ষ অবস্থায় থাকবে এবং সংযোগকে অতুল্য হিসেবে।। তারা এছেলো অধ্যয়ন  
করবে এবং মানবিকে দেখে বেশি তুলে ধরবে।। এবং তাদের একজন শহীদ হবে তোমাদের একজন  
তুলুত লিপিবদ্ধ কৃত্যের কৃত্যে।। এবং তাদের অবস্থান হবে বায়তুল মাকদ্দিস (আল-কুবুদ)  
শঙ্গনের স্থানের সমান।। কেননা তোমরা সতত পথে একজন শহীদ হয়েছেন।।  
কিন্তু তারা মাত্রের পথে কোনও মারণাহাত পাবে না।। প্রত্যেক জায়গায় তারা আত্মাদাতী  
শাসক দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকবে এবং তাদের অবস্থান হবে বায়তুল মাকদ্দিস (আল-কুবুদ)  
এর চারপাশে।। তাদের জন্ম আলাহই পক্ষ থেকে তুম্ভাই (বিজয়) আসবে এবং তারা এই  
বিজয়ের পৌরবকে প্রত্যক্ষ কৃত কৰবে।।” আত্মংগল তিনি (সাঃ) বলালেন, “তু আলাহ! তুম  
তাদেরকে তুম্ভাই (বিজয়) দান কর এবং জানাও তাদেরকে আমার অঙ্গস বাস্তু হিসেবে  
গাহণ কৰ।।” (যুগ্মাদে ইয়াম আহমদ)